প্রভাব মূল্যায়ন সমীক্ষা প্রতিবেদন

বাংলাদেশ মেরিন ফিশারিজ ক্যাপাসিটি বিল্ডিং (৩য় সংশোধিত)

বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ (আইএমইডি)
পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

৩০ জুন ২০২২

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়
বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ
পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সেক্টর-৬

“বাংলাদেশ মেরিন ফিশারিজ ক্যাপাসিটি বিল্ডিং (৩য় সংশোধিত)” শীর্ষক সমাপ্ত প্রকল্পের প্রভাব মূল্যায়ন সমীক্ষা প্রতিবেদন

সমীক্ষক

এমআরআই এসোসিয়েটস
মান্নান সরোবর, ২৬/৩, পুরানো পল্টন লেন, ঢাকা-১০০০
মোবাইল: ০১৯১৩১৪১৪৭০
ইমেইল: mirzas003@gmail.com, ওয়েবসাইট: www.mri.bd.com

জুন ২০২২

সূচিপত্র

অধ্যায়	বিষয়	
	সূচিপত্র	i
	নির্বাহী সারসংক্ষেপ	iv
	ACRONYMS	vi
	GLOSSARY	vii
প্রথম অধ্যায়	**প্রকল্পের বিবরণ**	**১-১০**
১.১.	প্রকল্পের পটভূমি	১
১.২.	প্রকল্পের উদ্দেশ্য	২
১.৩.	প্রকল্পের অনুমোদন/সংশোধন/মেয়াদ বৃদ্ধি	২
১.৪.	অর্থায়নের অবস্থা (মূল/সংশোধন এর হ্রাস/বৃদ্ধি হার)	৩
১.৫.	প্রকল্পের প্রধান প্রধান কার্যক্রম	৪
১.৬.	অঙ্গভিত্তিক বাস্তব ও আর্থিক লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতি	৪
১.৭.	কর্ম-পরিকল্পনা	৫
১.৮.	আরডিপিপি অনুযায়ী ক্রয় কার্যক্রম	৬
১.৯.	লগ ফ্রেম	৭
১.১০	প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জন	৮
১.১১	প্রকল্পের প্রভাবসমূহ	৯
১.১২	টেকসইকরণ পরিকল্পনা	১০
দ্বিতীয় অধ্যায়	**প্রভাব মূল্যায়ন কার্যক্রমের কার্যপদ্ধতি (Methodology)**	**১১-২৪**
২.১.	পরামর্শক/পরামর্শক প্রতিষ্ঠানের কর্মপরিধি	১১
২.২.	প্রকল্প এলাকা নির্বাচন	১১
২.৩.	নমুনায়ন পদ্ধতি ও নমুনার আকার নির্ধারণ	১২
২.৩.১	সংখ্যাগত বিশ্লেষণ	১২
২.৩.১.১	সরাসরি সাক্ষাৎকার	১২
২.৩.১.২	উপকারভোগী উত্তরদাতার নমুনা সংখ্যা নির্ধারণ	১২
২.৩.১.৩	নমুনা উত্তরদাতা নির্বাচন পদ্ধতি ও বিতরণ	১৩
২.৩.২	গুণগত বিশ্লেষণ	১৬
২.৩.২.১	সেকেন্ডারি ডকুমেন্ট পর্যালোচনা ও বিশ্লেষণ	১৬
২.৩.২.২	ফোকাস গ্রুপ ডিসকাশন (এফজিডি)	১৭
২.৩.২.৩	কি ইনফরমেন্ট ইন্টারভিউ (কেআইআই)	১৭
২.৩.৩	নমুনা সংখ্যার সংক্ষিপ্ত বিবরণ	১৭
২.৪	তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ পদ্ধতি	১৮
২.৪.১	উপকারভোগী উত্তরদাতাদের জন্য প্রশ্নাবলি প্রণয়ন	১৮

অধ্যায়	বিষয়	
২.৪.২	ফোকাস গ্রুপ ডিসকাশন সভার গাইডলাইন (FGD Guideline) প্রণয়ন	১৮
২.৪.৩	কি ইনফরমেন্ট ইন্টারভিউ (কেআইআই) চেকলিস্ট প্রণয়ন	১৮
২.৪.৪	প্রশ্নাবলি/গাইডলাইন/চেকলিস্ট প্রি-টেস্টিং ও চূড়ান্তকরণ	২০
২.৪.৫	সমীক্ষা কাজে ব্যবহৃত নির্দেশক/সূচকসমূহ	২০
২.৪.৬	প্রশ্নাবলির বৈধতা যাচাই	২১
২.৪.৭	উপাত্ত সংগ্রহ পদ্ধতি	২১
২.৪.৮	সকল প্রকার স্টেকহোল্ডারদের উপস্থিতিতে মাঠ পর্যায়ে কর্মশালা	২২
২.৪.৯	তথ্য ব্যবস্থাপনা, প্রক্রিয়াকরণ এবং বিশ্লেষণ	২২
২.৫.	সময় ভিত্তিক কর্ম-পরিকল্পনা বাস্তবায়ন	২৩
তৃতীয় অধ্যায়	**ফলাফল পর্যালোচনা**	**২৪-৬৩**
৩.১.	প্রকল্পের অগ্রগতি	২৪
৩.১.১.	অর্থবছরভিত্তিক বরাদ্দ, ছাড় ও ব্যয়	২৪
৩.১.৩.	প্রধান প্রধান কার্যক্রমের অগ্রগতি	২৫
৩.১.৪.	প্রকল্পের সার্বিক ও অঙ্গভিত্তিক বিস্তারিত বাস্তবায়ন (বাস্তব ও আর্থিক) অগ্রগতি	২৮
৩.২.	ক্রয় কার্যক্রম	৩০
৩.২.১.	বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ	৩০
৩.২.২.	প্রকল্পের আওতায় বিভিন্ন পণ্য, কার্য ও সেবা সংগ্রহ পদ্ধতি পর্যালোচনা	৩১
৩.২.৩.	ক্রয় প্রক্রিয়া পর্যালোচনা	৩২
৩.২.৪.	প্রকল্পের অডিট সংক্রান্ত তথ্য	৩৭
৩.৩.	উদ্দেশ্য অর্জন	৩৮
৩.৩.১.	উদ্দেশ্য ও লগ ফ্রেমের আলোকে output, outcome ও input পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ	৩৮
৩.৪.	প্রকল্প ব্যবস্থাপনা	৩৯
৩.৪.১.	প্রকল্প পরিচালক নিয়োগ	৩৯
৩.৪.২.	জনবল নিয়োগ	৪০
৩.৪.৩	পিআইসি ও স্টিয়ারিং কমিটির সভা অনুষ্ঠান	৪০
৩.৪.৪	প্রকল্পের আওতায় গৃহীত বিভিন্ন সমীক্ষা ও প্রতিবেদন	৪০
৩.৫.	তথ্য বিশ্লেষণ ও ফলাফল পর্যবেক্ষণ	৪১
	ক. সমীক্ষার সংখ্যাগত তথ্যের বিশ্লেষণ	
৩.৫.১.	উত্তরদাতার ব্যক্তিগত তথ্যাদি	৪১
৩.৫.২.	উত্তরদাতাদের শিক্ষাগত যোগ্যতা	৪২
৩.৫.৩.	উত্তরদাতাদের পেশাভিত্তিক বিভাজন	৪৫
৩.৫.৪.	প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত তথ্যাদি	৪৫
৩.৫.৫.	মৎস্য আইন বিষয়ে ধারণা	৪৬

অধ্যায়	বিষয়	
৩.৫.৬	আইনের প্রয়োগ সফলতা	৪৭
৩.৫.৭	আইন পরিবর্তনের প্রয়োজনীয়তা:	৪৭
৩.৫.৮	প্রকল্পের প্রভাবসমূহ	৪৮
	খ. প্রকল্প সম্পর্কে গুণগত তথ্যের বিশ্লেষণ	
৩.৫.৯	দলভিত্তিক আলোচনা (এফজিডি) থেকে প্রাপ্ত তথ্যের বিশ্লেষণ	৪৯
৩.৫.১০.	মুখ্য ব্যক্তিবর্গের নিকট হতে প্রাপ্ত তথ্যসমূহের বিশ্লেষণ	৫২
৩.৫.১১.	স্থানীয় কর্মশালা থেকে প্রাপ্ত তথ্যের বিশ্লেষণ	৫৪
৩.৫.১২	প্রকল্প বাস্তবায়নে বিলম্বিত হওয়ার কারণ বিশ্লেষণ	৫৫
৩.৫.১৩	প্রকল্পের BCR ও IRR অর্জন, পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ	৫৬
৩.৫.১৪	সামুদ্রিক মৎস্য আহোরণের পরিমাণ	৫৬
৩.৫.১৫	প্রকল্পের প্রভাবসমূহ	৫৭
৩.৬	প্রকল্পের আওতায় গৃহীত বিভিন্ন কার্যক্রমের বর্তমান কার্যকর অবস্থা	৫৮
৩.৭	প্রকল্পের Exit Plan বিশ্লেষণ	৬১
চতুর্থ অধ্যায়	**SWOT Analysis**	**৬৪**
পঞ্চম অধ্যায়	**সার্বিক পর্যবেক্ষণ**	**৬৭**
ষষ্ঠ অধ্যায়	**সুপারিশ ও উপসংহার**	**৬৯**

পরিশিষ্ট	পরিশিষ্ট-১-৪	উপকারভোগীদের জন্য প্রশ্নাবলি
	পরিশিষ্ট-৫-৮	কন্ট্রোল গ্রুপ উত্তরদাতাদের জন্য প্রশ্নাবলি
	পরিশিষ্ট-৯	ফোকাস গ্রুপ ডিসকাশন (এফজিডি) সভার গাইডলাইন
	পরিশিষ্ট-১০	মুখ্য ব্যক্তিবর্গের জেলা মৎস্য কর্মকর্তার জন্য প্রশ্নাবলি
	পরিশিষ্ট-১১	ক্রয় সংক্রান্ত চেকলিস্ট
	পরিশিষ্ট-১২	Terms of References (ToR)

নির্বাহী সারসংক্ষেপ

দেশের বিশাল সামুদ্রিক ও উপকূলীয় মৎস্য সম্পদের সঠিক পরিমাণ নিরুপণ, মৎস্য ক্ষেত্র চিহ্নিতকরণ, সম্পদের সুষ্ঠু ও জৈবিক ব্যবস্থাপনা নিশ্চিতকরণ, অতিআহরণ বন্ধসহ জেলেদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন এবং কাঙ্খিত উৎপাদন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে আলোচ্য প্রকল্পটি ১১৯৪৬.৬০ লক্ষ টাকা (জিওবি-৪৫৫৬.৭০ লক্ষ টাকা ও প্রঃসাঃ ৭৩৮৯.৯০ লক্ষ টাকা) প্রাক্কলিত ব্যয়ে জুলাই ২০০৭ হতে জুন ২০১২ মেয়াদে বাস্তবায়নের জন্য ০৮/১০/২২০৭ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়।

প্রকল্পটির প্রধান প্রধান উদ্দেশ্য ছিল আর্টিস্যানাল ফিশারিজ এর ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে মোহনা ও উপকূলীয় জলাশয়ের বর্তমান মজুদ ও সর্বোচ্চ সহনীয় আহরণের পরিমাণ নিরূপণ; সামুদ্রিক মৎস্য সম্পদের টেকসই ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে উপরের স্তর ও তলদেশের মৎস্য সম্পদের স্থিতি এবং সর্বোচ্চ মাত্রা নিরূপণ; বিভিন্ন ধরনের জাল ও নৌকার (মৎস্য আহরণের সরঞ্জাম) এর উপর জরিপ পরিচালনা করা এবং এ বিষয়ে একটি তথ্য ব্যাংক স্থাপন; সামুদ্রিক মৎস্য সম্পদের সংরক্ষণ, সুষ্ঠু ব্যবহার ও টেকসই ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে জেলেদের মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টি করা; ক্ষুদ্র ও বাণিজ্যিক মৎস্য সম্পদের তথ্য বিশ্লেষণসহ সকল জরিপ, সমীক্ষা, তথ্য বিশ্লেষণ এর লক্ষ্যে সফটওয়্যার উন্নয়ন; বিভিন্ন উৎসের মাধ্যমে সৃষ্ট দূষণের ফলে সামুদ্রিক মৎস্য সম্পদের উপর পরিবেশগত প্রভাব নিরূপণ করা; সামুদ্রিক ও উপকূলীয় মৎস্য সম্পদের পরিমাণ নিরূপণ ও ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে মৎস্য অধিদপ্তরের দক্ষতা বৃদ্ধি করা; পরিবর্তনশীল সামুদ্রিক ও উপকূলীয় মৎস্য সম্পদের নিয়ন্ত্রিত আহরণ নির্ধারণের উদ্দেশ্যে একটি Catch Assessment কর্মসূচির উন্নয়ন করা; সামুদ্রিক সম্পদের তদারকি ও ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে Monitoring, Control and Surveillance (MCS) কার্যক্রমের উন্নয়ন করা; বঙ্গোপসাগরের সামুদ্রিক এবং উপকূলীয় মৎস্য সম্পদের একটি পরিপূর্ণ প্রতিবেদন তৈরি করা।

প্রতি বছরের ন্যায় চলতি অর্থবছরে (২০২১-২০২২) বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ কর্তৃক পরামর্শক প্রতিষ্ঠান নিয়োগের মাধ্যমে কিছু গুরুত্বপূর্ণ সমাপ্ত প্রকল্পের প্রভাব মূল্যায়ন করা হয়েছে। তন্মধ্যে মাধ্যমে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে মৎস্য অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়িত "বাংলাদেশ মেরিন ফিশারিজ ক্যাপাসিটি বিল্ডিং (৩য় সংশোধিত)" শীর্ষক সমাপ্ত প্রকল্পটি অন্যতম।

প্রকল্পের আওতায় বাস্তবায়িত প্রধান প্রধান কাজের মধ্যে গবেষণা ও জরিপ জাহাজ ক্রয় এবং যা দ্বারা ডিমারসাল ও প্যালাজিক সার্ভে এবং প্রয়োজনীয় গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করা; ল্যান্ড বেজড ডিমারসাল ও প্যালাজিক সার্ভে কার্যক্রম পরিচালনা করা; জরিপ সরঞ্জাম ও যন্ত্রপাতি ক্রয়; Monitoring, Control and Surveillance (MCS) এবং Vessel Tracking Monitoring System (VTMS) স্থাপন; মৎস্য অধিদপ্তরের কর্মকর্তা/কর্মচারীগণের প্রশিক্ষণ প্রদান এবং প্রয়োজনীয় কর্মশালার আয়োজন করা; প্রজেক্ট ফাইন্যান্সিয়াল অডিট; Monitoring, Control and Surveillance (MCS) উন্নয়ন এবং ডাটাবেজ তৈরি করা; মৎস্য ভবনে Disaster Recovery Site স্থাপন ও উপকূলীয় জেলা-উপজেলার সাথে নেটওয়ার্ক গড়ে তোলা; পূর্ব পতেঙ্গাস্থ মেরিন ফিশারিজ সার্ভিল্যান্স চেক পোস্ট এ ভিটিএমএস সার্ভার কক্ষ স্থাপনের লক্ষ্যে প্রকল্পের ফিল্ড অফিস এবং চেক পোস্ট এর প্রশিক্ষণ ভবন সংস্কার ও মেরামত এবং পন্টুন নির্মাণ।

প্রকল্পটির প্রভাব মূল্যায়ন কার্যক্রম সম্পন্ন করার জন্য পরিমাণগত (Quantitative) ও গুণগত (Qualitative) পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়েছে। মূল্যায়ন কাজে প্রাইমারি ও সেকেন্ডারি উপাত্ত ব্যবহার করা হয়েছে। মাঠ পর্যায় হতে উপাত্ত সংগ্রহ করার জন্য প্রকল্পের আওতাধীন ৮টি জেলার মোট ১৮টি মৎস্য অবতরণ কেন্দ্র (ল্যান্ডিং স্টেশন) থেকে মোট ৪৫৯ জন উপকারভোগী (মৎস্য আহরণের সাথে জড়িত ২৩৪ জন উপকারভোগী ও ২২৫ জন উপকারভোগী মৎস্য কর্মকর্তা) এবং প্রকল্প থেকে কোনরূপ সুবিধা গ্রহণ করেন নি এমন ১১৯ জন (মৎস্য আহরণের সাথে জড়িত ৯১জন ও ২৮ জন মৎস্য কর্মকর্তা) উত্তরদাতার সাথে সরাসরি প্রশ্নমালা জরিপ, ১০ টি দলীয় আলোচনা, স্থানীয় কর্মশালা, গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিবর্গের সাথে সাক্ষাৎকার, সরেজমিনে পর্যবেক্ষণ ইত্যাদি কৌশল অবলম্বন করা হয়েছে। সেকেন্ডারি উপাত্ত পর্যালোচনার জন্য প্রকল্পের বিভিন্ন প্রতিবেদন যেমন আরডিপিপি, পিসিআর, প্রকল্প সমাপ্তি প্রতিবেদন, Exit Plan, বিভিন্ন জরিপ ও প্রকল্পের অগ্রগতি প্রতিবেদন প্রভৃতির সহায়তা নেওয়া হয়েছে।

প্রকল্প সমাপ্তি প্রতিবেদন থেকে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী প্রকল্পের সার্বিক আর্থিক ও ভৌত অগ্রগতি যথাক্রমে ৮৪.১৯% ও ১০০%। প্রকল্পের প্রধান প্রধান কার্যক্রমের অগ্রগতি বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, MCS বাস্তবায়নে Vessel Tracking Monitoring System (VTMS) পদ্ধতি প্রকল্প চলাকালীন স্বল্প সময়ের জন্য চালু থাকলেও প্রকল্প সমাপ্তির পর স্যাটেলাইট সার্ভিস সমস্যার কারনে তা চালু রাখা সম্ভব হয় নাই, তবে প্রকল্পের Exit Plan অনুয়ায়ী সাসটেইনেবল কোষ্টাল এন্ড মেরিন ফিসারিজ প্রকল্পের সাহায্যে তা চালু করণের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। প্রকল্প চলাকালীন আংশিক ও পরীক্ষামূলকভাবে MCS পরিচালনায় সামুদ্রিক মৎস্য নৌযানের ডাটাবেজ তৈরি করা হলেও বর্তমানে এর কার্যক্রম হালনাগাদকরণ বন্ধ রয়েছে। তবে প্রকল্পের Exit Plan অনুয়ায়ী সামুদ্রিক মৎস্য নৌযানের ডাটাবেজ হালনাগাদ করণের কাজ সাসটেইনেবল কোষ্টাল এন্ড মেরিন ফিসারিজ প্রকল্পের মাধ্যমে করা হবে বলে জানা যায়। চট্রগাম বন্দর কর্তৃপক্ষ কর্তৃক পুরাতন চেকপোস্টটির পরিবর্তে নতুনভাবে চেকপোস্ট স্থাপন করা হলেও অদ্যাবধি গবেষণা ও জরিপ জাহাজ বার্থিং এবং MCS কার্য পরিচালনার জন্য পন্টুন স্থানান্তর করা হয়নি। মৎস্য অধিদপ্তরের কেন্দ্রীয় দপ্তরে (মৎস্য ভবন) একটি Disaster Recovery Site সেল খোলা হয় যার কার্যক্রম চালু রয়েছে। প্রকল্পের অডিট সংক্রান্ত তথ্যাদি বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, উত্থাপিত ৩২টি অডিট আপত্তির মধ্যে এখনো ১০টি বিষয়ে অডিট আপত্তি নিষ্পত্তি করা হয়নি। প্রকল্পের জনবল নিয়োগ সংক্রান্ত তথ্যাদির বিষয় পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, আরডিপিপি'র সংস্থান অনুযায়ী ৭৫ জন জনবল নিয়োগ প্রদান করার কথা থাকলেও প্রকল্প অফিস থেকে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী, প্রকল্প বাস্তবায়নকালে মোট ৫৩ জন জনবল নিয়োগ প্রদান করা হয়েছিল। প্রকল্পটি বাস্তবায়নকালে বিভিন্ন প্রকারের মোট ১,৯৫,৩৫৩ টি মাছ ধরার জাল/সরঞ্জাম এর ডাটা সংগ্রহ করা হয়েছে। এ ছাড়াও সর্বমোট ৬৮,১৯২টি মাছ ধরার নৌযান (৩৩,৩৪১টি ইঞ্জিন চালিত ও ৩৪,৮৫১টি ইঞ্জিনবিহীন) এবং ২৫৫টি বানিজ্যিক ট্রলারের সন্ধান পাওয়া যায়। এসব নৌযানের তথ্য মৎস্য অধিদপ্তরের ওয়েবসাইটে সংরক্ষণ করা হয়েছে। সামুদ্রিক মৎস্য সম্পদের সংরক্ষণ, সুষ্ঠু ব্যবহার ও টেকসই ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে জেলেদের ও উপকূলীয় জনগনের মধ্যে জনসচেতনতা সৃষ্টি করার লক্ষ্যে স্বল্প প্রচারণা ও কর্মশালার আয়োজন করা হলেও, জনসচেতনতা ও প্রচারণা কার্যক্রমে বেশ দুর্বলতা ছিলো বলে মনে হয়েছে।

এই প্রকল্পের আওতায় মোহনা ও উপকূলীয় জলাশয়ের বর্তমান মজুদ ও সর্বোচ্চ সহনীয় মাত্রায় মৎস্য আহরণের পরিমাণ নিরূপণের লক্ষ্যে ইতোমধ্যে বঙ্গোপসাগরের বিভিন্ন গভীরতায় শ্রিম্প, ডিমারসাল ও পেলাজিক প্রকৃতির সর্বমোট ২৪টি ক্রুজ সম্পন্ন করা হয় এবং প্রাপ্ত তথ্য বিশেষায়িত সফটওয়্যারে বিশ্লেষণের মাধ্যমে Marine Fisheries Survey Reports and Stock Assessment 2019 প্রকাশ করা হয়। যেটি সামুদ্রিক মৎস্য আহরণ ও ব্যবস্থাপনার কর্মকৌশল প্রণয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকা রাখছে। তাছাড়া প্রকল্পের আওতায় 'আর ভি মীন সন্ধানী' জাহাজের সহায়তায় সমুদ্রে উপরের স্তর ও তলদেশের মৎস্য সম্পদের স্থিতি এবং সর্বোচ্চ মাত্রা নিরূপণ সম্ভব হচ্ছে। যেমন: সামুদ্রিক মৎস্য জরিপ পরিচালনার মাধ্যমে ৪৫৭ প্রজাতির সামুদ্রিক প্রাণির উপস্থিতি পাওয়া যায়। তন্মধ্যে ৩৯৪ প্রজাতির মাছ ও হাঙ্গর, ৪৯ প্রজাতির চিংড়ি ও কাঁকড়া এবং ১৪ প্রজাতির গ্যাসট্রোপোড (উদরপদ/শামুক জাতীয় প্রাণী) রয়েছে। বিভিন্ন উৎসের মাধ্যমে দূষণের ফলে সামুদ্রিক মৎস্য সম্পদের উপর পরিবেশগত প্রভাব নিরূপণ করা এই প্রকল্পের অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য হলেও এই সংক্রান্ত কোন কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়নি। ফলে পরিবেশগত কোন প্রভাব পরিলক্ষিত হয়নি। প্রকল্পের মাধ্যমে উপকূলীয় মৎস্য ব্যবস্থাপনা, ফিশ পপুলেশন ডিনামিক্স, গবেষণা ও জরিপ পরিচালনা, নমুনা সংগ্রহ ও VTMS ব্যবহার বিষয়ে সর্বমোট ৪৩ কর্মকর্তাকে বিভিন্ন মেয়াদে বৈদেশিক প্রশিক্ষণ ও ৯৮১ জনকে স্থানীয় পর্যায়ের কর্মকর্তা কর্মচারীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করার মাধ্যমে সক্ষমতা বৃদ্ধি পাওয়ায় সামুদ্রিক মৎস্য আহরণ ও ব্যবস্থাপনায় ইতিবাচক প্রভাব ফেলছে।

প্রকল্পের অনুমোদিত Exit Plan অনুয়ায়ী বর্তমানে গবেষণা জাহাজ আরভি মীন সন্ধানী সামুদ্রিক মৎস্য জরিপ ব্যবস্থাপনা ইউনিট, চট্রগামের ব্যবস্থাপনায় ও সাসটেইনেবল কোষ্টাল এন্ড মেরিন ফিশারিজ প্রকল্প এর বাজেট থেকে পরিচালিত হচ্ছে। সামুদ্রিক মৎস্য জরিপ একটি স্থায়ী ও দীর্ঘমেয়াদী কার্যক্রম, দেশের সংশ্লিষ্ট অন্যান্য প্রতিষ্ঠান ও আন্ত:দেশীয় কর্মসূচির আওতায় এরুপ জরিপ নিয়মিত পরিচালিত হলে সঠিক ডাটাবেজ সংগ্রহ করা যাবে এবং সামূদ্রিক জৈবসম্পদ ব্যবস্থাপনায় ভূমিকা রাখবে বলে আশা করা যায়।

গবেষণা জাহাজ আরভি মীন সন্ধানী সুষ্ঠভাবে পরিচালনের নিমিত্ত মৎস্য অধিদপ্তরের চট্টগ্রামস্থ সামুদ্রিক মৎস্য জরিপ ব্যবস্থাপনা ইউনিট এর রাজস্ব খাতভুক্ত বর্তমানে শুন্যপদে (৯৩টি) জনবল নিয়োগ প্রদান করা প্রয়োজন। সামুদ্রিক মৎস্য দপ্তরের চেকপোষ্টের পন্টুন জরুরী ভিত্তিতে স্থানান্তর করে এর মাধ্যমে MCS কর্মকান্ড পরিচালিত করা উচিত। প্রকল্পের Exit Plan অনুযায়ী মেরিন ফিশারিজ ক্যাপাসিটি বিল্ডিং প্রকল্পের অসমাপ্ত ও সমাপ্ত কার্যক্রম নিয়মিত পরিচালনা করা গেলে সামুদ্রিক মৎস্য ব্যবস্থাপনায় মৎস্য অধিদপ্তরের সক্ষমতা আরো বৃদ্ধি পাবে। তাছাড়া সমূদ্রে মাছ ধরা নিষিদ্ধকালীন সময়ে জেলে ও ট্রলার অপারেটরদের জন্য সরকারি অর্থায়নে বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা গেলে প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে সৃষ্ট সুফলগুলোর টেকসইকরণ আরও নিশ্চিত হবে বলে আশা করা যায়।

Acronyms	
APP	Annual Procurement Plan
DPP	Development Project Proposal
FGD	Focus Group Discussion
IMED	Implementation Monitoring and Evaluation Division
KII	Key Informants Interview
M&E	Monitoring and Evaluation
MCS	Monitoring, Control and Surveillance
MSY	Maximum Sustainable Yield
NGOs	Non-Governmental Organization
PCR	Project Completion Report
PED	Planning and Evaluation Department
PRA	Participatory Rural Appraisal
PPA	Public Procurement Act
PPR	Public Procurement Rules
PPTA	Project Preparatory Technical Assistance
QAQC	Quality Assurance and Quality Control
RFP	Request for Proposal
SAAO	Sub Assistant Agriculture Officer
SWOT	Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats
ToR	Terms of Reference
TQM	Total Quality Management
VTMS	Vessel Tracking Monitoring System

টীকা	
আর্টিস্যানাল ফিশারিজ (Artisanal Fisheries)	আর্টিস্যানাল ফিশারিজ বলতে সমূদ্রের উপকূলীয় বেজলাইন হতে ৪০ মিটার গভীরতা পর্যন্ত বিভিন্ন ধরনের যান্ত্রিক ও অযান্ত্রিক নৌকা, জাল ও যন্ত্রপাতি দ্বারা ছোট-বড়, স্বল্প-প্রযুক্তি, স্বল্প-মূলধনী, স্থানীয় জেলে পরিবারের দ্বারা মাছ আহরণ পদ্ধতিকে বুঝায়। এই পরিবারগুলির মধ্যে উপকূলীয় জেলেগোষ্ঠী বা নৃগোষ্ঠীভুক্ত জনগণ অর্ন্তভূক্ত। এরা সাধারণত সমূদ্র তীরের কাছাকাছি থেকে অল্প সময়ের জন্য মাছ ধরার কাজে নিয়োজিত থাকে বা সমূদ্রযাত্রা করে।
ক্যাচ এ্যাসেসমেন্ট Catch Assessment	ক্যাচ অ্যাসেসমেন্ট বা মাছ আহরণ মূল্যায়ন হলো ধৃত মাছের প্রজাতি, কোন এলাকায় বা বিচরণ ক্ষেত্রে ধৃত এবং সে এলাকার জলজ ও প্রাকৃতিক পরিবেশের তথ্যাদি সংগ্রহ করে তা মূল্যায়ন করা। এ মূল্যায়নের মাধ্যমে মাছের প্রজাতি, পরিমাণের প্রাপ্যতা, মাছ ধরা এলাকার পারিপার্শ্বিক অবস্থার উপযুক্ততা ইত্যাদি বিষয় মূল্যায়ন করা হয়। এ সকল তথ্যাদি সামুদ্রিক মৎস্য ব্যবস্থাপনার নিমিত্ত ব্যবহৃত হয়।
ল্যান্ড বেজড সার্ভে	সামুদ্রিক মৎস্য জরিপ সাধারণতঃ দুই পদ্ধতিতে পরিচালিত হয়, একটি গভীর সমূদ্রে সরাসরি গবেষণা জাহাজের মাধ্যমে ও অন্যটি ভূমি থেকে উপকূলীয় এলাকায় মৎস্য অবতরণ স্থানে, যাকে ল্যান্ড বেজড সার্ভে বলে অভিহিত করা হয়। বাংলাদেশ মেরিন ফিশারিজ ক্যাপাসিটি প্রকল্প হতে দেশের উপকূলীয় ১৪ টি জেলার মোট ৪৯ টি উপজেলায় এবং খুলনা ও চট্রগ্রামের ৪ টি মেট্রো থানায় এ জরিপ কাজ চালানো হয়। এ লক্ষ্যে উপকূলীয় এলাকার মৎস্য অবতরণ কেন্দ্র, বিভিন্ন ধরনের জেলে নৌকা, জেলে পরিবার ও জেলেদের মাঝে জরিপ পরিচালনা করে বিভিন্ন তথ্য উপাত্ত সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ করা হয়।
ডিমারসাল সার্ভে	বাংলাদেশের সামূদ্রিক তলদেশীয় মৎস্য সম্পদ জরিপ (Demersal Survey) এর লক্ষ্যে বাংলাদেশ মেরিন ফিশারিজ ক্যাপাসিটি বিল্ডিং প্রকল্প হতে মোট ১০টি ক্রুজ এর মাধ্যমে বিভিন্ন গভীরতায় তলদেশীয় সামুদ্রিক মাছের ওপর জরিপ ও গবেষণা জাহাজের সাহায্যে থেসেল বেজড জরিপ পরিচালিত হয়েছে। তলদেশীয় মাছের আকৃতি, প্রকৃতি, সামুদ্রিক উপরিস্তরের মৎস্যর আকৃতি, প্রকৃতিতে ভিন্নতা রয়েছে যা জরিপের মাধ্যমে যাচাই করে এর মজুদ ও পরিমান নির্ণয় করা হয়।
প্যালাজিক সার্ভে	সামুদ্রিক উপরিস্তরীয় মৎস্য সম্পদ জরিপ (Pelagic Survey) এর লক্ষ্যে বাংলাদেশ মেরিন ফিশারিজ ক্যাপাসিটি প্রকল্প থেকে গবেষণা জাহাজের মাধ্যমে এ জরিপ পরিচালনা করা হয়। উপরিস্তরের মাছের আকৃতি, প্রকৃতি এবং সামুদ্রিক তলদেশীয় মৎস্যর আকৃতি, প্রকৃতিতে ভিন্নতা রয়েছে যা জরিপের মাধ্যমে যাচাই করে এর মজুদ ও পরিমান নির্ণয় করা হয়।
Monitoring, Control and Surveillance (MCS)	সামুদ্রিক মৎস্য সম্পদের তদারকি ও ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে Monitoring, Control and Surveillance (MCS) পদ্ধতি পরিচালনা করা হয়। MCS বাস্তবায়নে সমূদ্রে মাছ ধরতে যাওয়ার সময় “ফিসিং লাইসেন্স”, মৎস্য আহরণ ও সংরক্ষণ যন্ত্রপাতি, জাল, জীব নিরাপত্তা বিষয়সমূহ বিধি সম্মত কি না তা যাচাই করা হয়। একইভাবে মাছ ধরে ফেরার পর মাছের প্রকার, পরিমাণ বিষয়ে ঘোষিত তথ্য মোতাবেক ঠিক রয়েছে কিনা তা যাচাই বাছাই করা হয়। মৎস্য অধিদপ্তরের সামুদ্রিক মৎস্য দপ্তর এ কার্যক্রম পরিদর্শকের মাধ্যমে পরিচালনা করে থাকে। পূর্বে কেবল মাত্র চট্রগাম অঞ্চলে এর প্রচলন ছিলো, বর্তমানে দেশের অন্য উকূলীয় অঞ্চলেও এর কার্যক্রম উন্নয়ন ও জোরদারকরণের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে।

Vessel Tracking Monitoring System (VTMS)	ভেসেল ট্র্যাকিং মনিটরিং সিস্টেম হলো সকল ধরনের সামুদ্রিক মৎস্য নৌযানের গতিবিধি পর্যবেক্ষণ ও নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে মৎস্য আহরণে অবৈধ, অনিয়ন্ত্রিত ও অনুনোমোদিত মৎস্য আহরণ বন্ধের একটি কার্যকর পর্যবেক্ষণ ব্যবস্থা। এর মাধ্যমে স্বয়ংক্রিয়ভাবে জলযানের অবস্থান পাওয়া যায়। মৎস্য নৌযানের ডেকে একটি যন্ত্রবিশেষ স্থাপন করে দেয়া হয় যাতে জিপিএস এবং জিএসএম ইন্টারলিংকড ডিভাইস সরাসরি স্যাটেলাইটের সাথে সংযুক্ত থাকে। প্রতিটি মৎস্য নৌযানকে একটি করে পরিচিতি নম্বর দেওয়া হয় যার মাধ্যমে তাদের আলাদা করা যায়। প্রতিটি মৎস্য নৌযানের অবস্থান নৌ-নজরদারি নিয়ন্ত্রণ কক্ষে থেকে অ্যাক্সেস ও তাদের অবস্থান ট্র্যাক করে তা ডাটাবেসে সংরক্ষণ করা হয় এবং প্রয়োজনে সেই নির্দিষ্ট আইডি কন্ট্রোল রুমের মাধ্যমে সেই নির্দিষ্ট নৌযানকে সনাক্ত করে। মৎস্য নৌযানের চালক যদি তাদের সীমানা অতিক্রম করে, তাহলে নৌবাহিনী এবং জেলেদের মধ্যে যোগাযোগ স্থাপনের মাধ্যমে তাদের সতর্ক করা যায়।
Disaster Recovery Site	দুর্যোগ পুনরুদ্ধার সাইট মৎস্য অধিদপ্তরের ICT শাখায় এ সাইট সংরক্ষিত এবং শাখা কতৃক পরিচালিত। এ সাইটের মাধ্যমে- হার্ডওয়্যার ব্যর্থতা বা ডেটা হারানোর পরে ডেটা এবং সফটওয়্যার এবং অপারেটিং সিস্টেমের কার্যকারিতা পুনরুদ্ধারকে সম্ভব করে দেয়। প্রকল্পে মাঠ পর্যায়ে উপজেলা, জেলা থেকে, ফিসিং বোট, মাছ ধরার সরঞ্জাম, জেলেদের তথ্যাদি ইত্যাদি বিষয়ের সকল তথ্যাদি সরাসরি উক্ত সাইটে প্রদান করা যায় এবং প্রয়োজনে তা ব্যবহার করা যায়।
গ্যাসট্রোপোডা	গ্যাস্ট্রোপডস হলো সাধারণত শামুক, ঝিনুক ইত্যাদি নামের অমেরুদন্ডী প্রাণী হিসাবে পরিচিত। এরা গ্যাসট্রোপোডা (Gastropoda) নামক ফাইলামের মোলাস্ক শ্রেণী অন্তর্গত। সামুদ্রিক শামুক, ঝিনুক, কিউকামবার ইত্যাদি প্রাণী মানুষের খাদ্য হিসাবে ব্যবহৃত হয় এবং বাণিজ্যিকভাবে গুরত্বপূর্ণ; এ সকল প্রাণী জলজপরিবেশ সুরক্ষায়ও সাহায্য করে।

প্রথম অধ্যায়
সূচনা

১.১. প্রকল্পের পটভূমি

বাংলাদেশের সমুদ্রে একান্ত অর্থনৈতিক অঞ্চলে সামুদ্রিক মাছের বিশাল সম্ভাবনা রয়েছে। কিন্তু সমুদ্রের এ সমস্ত সম্ভাবনা এমনকি আমাদের মাছ ধরার অঞ্চলগুলোকে সুনির্দিষ্টভাবে চিহ্নিত করতে না পারার কারণে বাণিজ্যিকভাবে মৎস্য আহরণ করা সম্ভব হচ্ছে না। সমুদ্র সীমায় অপরিকল্পিত ও অসম মৎস্য আহরণের ফলে ইতোমধ্যেই কিছু কিছু মাছ ও চিংড়ি প্রজাতির পরিমাণ একেবারেই কমে এসেছে। এতে করে সামুদ্রিক ও উপকূলীয় জেলেদের আর্থ-সামাজিক অবস্থা ক্রমান্বয়ে দরিদ্র থেকে দরিদ্রতর হচ্ছে। ইতোপূর্বে আমাদের সামুদ্রিক মৎস্য সম্পদের ওপর তেমন কোন পরিপূর্ণ সমীক্ষা পরিচালিত হয়নি। যার ফলে কোন কোন প্রজাতির ক্ষেত্রে অতিমাত্রায় আহরণ হচ্ছে এবং কিছু কিছু ক্ষেত্রে স্বল্প মাত্রায় মৎস্য আহরণ হচ্ছে। তাছাড়া উপকূল ও সমুদ্র সীমার মাছ ধরার নৌকা, ট্রলার ইত্যাদির কোন সঠিক পরিসংখ্যান বা তাদের বিজ্ঞানভিত্তিক ব্যবস্থাপনা গড়ে উঠেনি। দেশের বিশাল সামুদ্রিক ও উপকূলীয় সম্পদের সঠিক পরিমাণ নিরুপণ, মৎস্য ক্ষেত্রে চিহ্নিতকরণ, সম্পদের সুষ্ঠু ও জৈবিক ব্যবস্থাপনা নিশ্চিতকরণ, অতি আহরণ বন্ধসহ জেলেদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন এবং কাঙ্খিত উৎপাদন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে এ প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়। (তথ্যসূত্র: প্রকল্পের সমাপ্তি মূল্যায়ন প্রতিবেদন, জুন, ২০১৯)

প্রকল্পের সংক্ষিপ্ত বিবরণ

প্রকল্পের সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নে দেওয়া হলো:

১.	**প্রকল্পের নাম**	:	**"বাংলাদেশ মেরিন ফিশারিজ ক্যাপাসিটি বিল্ডিং (৩য় সংশোধিত)"**				
২.	**ক) উদ্যোগী মন্ত্রণালয়**	:	মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়				
	খ) বাস্তবায়নকারী সংস্থার নাম	:	মৎস্য অধিদপ্তর				
৩.	**প্রকল্প এলাকা**	:	**বিভাগ**		**জেলা**		**উপজেলা**
			০৩টি		১৪টি		৪৯টি
৪.	**প্রকল্পের অর্থায়ন**	:	**মূল ব্যয় (লক্ষ টাকা)**	**সর্বশেষ সংশোধিত (লক্ষ টাকা)**	**মূল অনুমোদিত ব্যয়ের তুলনায় বৃদ্ধি**	**প্রকৃত ব্যয়**	**অতিক্রান্ত ব্যয় (মূল অনুমোদিত ব্যয়ের %)**
ক)	মোট	:	১১৯৪৬.৫৮	১৭০২৩.০০	**১০১৫২.৮৪ লক্ষ টাকা (৪২.৪৯%)**	১৪৩৩১.৫৪	২৩৮৪.৯৩ লক্ষ টাকা (১৯.৯৬%)
খ)	জিওবি (১০০%)	:	৪৫৫৬.৬৬	৮৫৪০.০০		৬০৪৮.৪১	
গ)	প্রকল্প সাহায্য	:	৭৩৮৯.৯২	৮৪৮৩.০০		৮২৮৩.১৩	
৫.	**প্রকল্পের মেয়াদকাল**	:	**প্রকল্প শুরুর তারিখ**		**প্রকল্প সমাপ্তির তারিখ**		
ক)	মূল	:	জুলাই ২০০৭		জুন ২০১২		
খ)	সর্বশেষ সংশোধিত		জুলাই ২০০৭		জুন ২০১৯		
গ)	প্রকৃত বাস্তবায়নকাল		জুলাই ২০০৭		জুন ২০১৯		
ঘ)	সময় বৃদ্ধি (% মূল অনুমোদিত সময়ের তুলনায় বৃদ্ধি)		**৭ বছর (১৪০.০০%)**				

তথ্যসূত্র: প্রকল্পের সমাপ্তি মূল্যায়ন প্রতিবেদন, জুন, ২০১৯)

১.২. প্রকল্পের উদ্দেশ্য

- আর্টিসেনাল ফিশারিজ এর ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে মোহনা ও উপকূলীয় জলাশয়ের বর্তমান মজুদ ও সর্বোচ্চ সহনীয় আহরণের পরিমাণ নিরূপণ;
- সামুদ্রিক মৎস্য সম্পদের টেকসই ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে উপরের স্তর ও তলদেশের মৎস্য সম্পদের স্থিতি এবং সর্বোচ্চ মাত্রা নিরূপণ;
- বিভিন্ন ধরনের জাল ও নৌকার জরিপ পরিচালনা করা এবং তথ্য ব্যাংক স্থাপন;
- সামুদ্রিক মৎস্য সম্পদের সংরক্ষণ, সুষ্ঠু ব্যবহার ও টেকসই ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে জেলেদের মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টি করা;
- ক্ষুদ্র ও বাণিজ্যিক মৎস্য সম্পদের তথ্য বিশ্লেষণসহ সকল জরিপ, সমীক্ষা, তথ্য বিশ্লেষণ এর লক্ষ্যে সফটওয়্যার উন্নয়ন;
- বিভিন্ন উৎসের মাধ্যমে দূষণের ফলে সামুদ্রিক মৎস্য সম্পদের উপর পরিবেশগত প্রভাব নিরূপণ করা;
- সামুদ্রিক ও উপকূলীয় মৎস্য সম্পদের পরিমাণ নিরূপণ ও ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে মৎস্য অধিদপ্তরের দক্ষতা বৃদ্ধি করা;
- পরিবর্তনশীল সামুদ্রিক ও উপকূলীয় মৎস্য সম্পদের নিয়ন্ত্রিত আহরণ নির্ধারণের উদ্দেশ্যে একটি Catch Assessment কর্মসূচির উন্নয়ন করা;
- সামুদ্রিক সম্পদের তদারকি ও ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে Monitoring, Control and Surveillance (MCS) কার্যক্রমের উন্নয়ন করা;
- বঙ্গোপসাগরের সামুদ্রিক এবং উপকূলীয় সম্পদের একটি পরিপূর্ণ প্রতিবেদন তৈরি করা।

১.৩ প্রকল্পের অনুমোদন, সংশোধন, ব্যয় ও মেয়াদ হ্রাস/বৃদ্ধি

প্রকল্পের অনুমোদন ও সংশোধনঃ মূল প্রকল্পটি ১১৯৪৬.৬০ লক্ষ টাকা (জিওবি-৪৫৫৬.৭০ লক্ষ টাকা ও প্রঃসাঃ ৭৩৮৯.৯০ লক্ষ টাকা) প্রাক্কলিত ব্যয়ে জুলাই ২০০৭ হতে জুন ২০১২ মেয়াদে বাস্তবায়নের জন্য ০৮/১০/২২০৭ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়।

- মালয়েশিয়া সরকারের অনুদান প্রদান বিষয়ে বাংলাদেশ সরকার, মালয়েশিয়া ও আইডিবি'র ত্রিপক্ষীয় সমঝোতা চুক্তি স্বাক্ষরে বিলম্বের কারণে প্রকল্পটি ১২৮২৫.২৬ লক্ষ টাকা (জিওবি-৪৯৭৪.০৯ লক্ষ টাকা ও প্রঃসাঃ ৭৮৫১.১৭ লক্ষ টাকা) ব্যয়ে এবং বাস্তবায়নকাল জুলাই ২০০৭ হতে জুন ২০১৩ মেয়াদে মাননীয় মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রী কর্তৃক ১২/০৩/২০১২ তারিখে ১ম সংশোধন অনুমোদন করা হয়।
- মালয়েশিয়া সরকারের অর্থায়নে প্রকল্পের কারিগরি কার্যক্রম যথাসময়ে আরম্ভ না হওয়ায় প্রকল্পের কাজ বিলম্ব হয়। এছাড়া পন্টুন নির্মাণ, ডিমারসাল ও পেলাজিক সার্ভে খাতে ব্যয় বৃদ্ধির কারণে প্রকল্পটি ১৬৫৪৫.০৬ লক্ষ টাকা (জিওবি-৮০৬২.১৪ লক্ষ টাকা ও প্রঃসাঃ ৮৪৮২.৯২ লক্ষ টাকা) ব্যয়ে এবং বাস্তবায়নকাল জুলাই ২০০৭ হতে জুন ২০১৭ মেয়াদে একনেক কর্তৃক ০৫/১১/২০১৩ তারিখে ২য় সংশোধন অনুমোদন করা হয়।
- প্রকল্পের আওতায় গবেষণা জাহাজটি সংগ্রহপূর্বক পরবর্তী ২ বছর বঙ্গোপসাগরে জরিপ কার্যক্রম এবং সংশ্লিষ্ট তথ্য-উপাত্ত বিশ্লেষণ করে চূড়ান্ত প্রতিবেদন প্রস্তুত করার পরিকল্পনা ছিল। কিন্তু গবেষণা জাহাজটি বিলম্বে আসায় (২০১৬ সাল) প্রকল্পের সার্ভে কার্যক্রম ব্যাহত হয়। ফলে প্রকল্পটি ১৭০২৩.০০ লক্ষ টাকা (জিওবি ৮৫৪০.৪৭ লক্ষ টাকা ও প্রাঃসাঃ ৮৪৮২.৫৩ লক্ষ টাকা) ব্যয়ে এবং বাস্তবায়নকাল জুলাই ২০০৭ হতে জুন ২০১৯ মেয়াদে ৩য় সংশোধিত ডিপিপি ২৬/১২/২০১৭ তারিখের একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়।

প্রকল্পের ব্যয় ও মেয়াদ হ্রাস/বৃদ্ধিঃ প্রকল্পের ব্যয় ও মেয়াদ বৃদ্ধির পরিমাণ নিম্নের ছকে উপস্থাপন করা হয়েছে:

বিষয়	অনুমোদিত প্রাক্কলিত ব্যয়			বাস্তবায়ন কাল	অনুমোদনের তারিখ	পরিবর্তন (+/-)	
	মোট	জিওবি	প্র:সা:			ব্যয (%)	মেয়াদ (%)
মূল	১১১৯৪৬.৫৭	৪৫৫৬.৬৬	৭৩৮৯.৯২	জুলাই ২০০৭ হতে জুন ২০১২ খ্রি.	০৮ নভেম্বর ২০০৭	-	-
সংশোধিত (১ম)	১২৮২৫.২৬	৪৯৭৪.০৯	৭৮৫১.১৭	জুলাই ২০০৭ হতে জুন ২০১৩ খ্রি.	১২ মার্চ ২০১২	৭.৩৫%	২০%
সংশোধিত (২য়)	১৬৫৪৫.০৬	৮০৬২.১৪	৮৪৮২.৯১	জুলাই ২০০৭ হতে জুন ২০১৭ খ্রি.	০১ ডিসেম্বর ২০১৩	২৯.০০%	৮০%
সংশোধিত (৩য়)	১৭০২৩.০০	৮৫৪০.৪৭	৮৪৮২.৫৩	জুলাই ২০০৭ হতে জুন ২০১৯ খ্রি.	২৫ জানুয়ারি ২০১৮	২.৮৮%	৪০%

১.৪ অর্থায়নের অবস্থা

(লক্ষ টাকা)

অর্থ-বছর	এডিপি/সংশোধিত এডিপি বরাদ্দ			অবমুক্তি	ব্যয়		
	মোট	টাকা	প্রঃসাঃ		মোট	টাকা	প্রঃসাঃ
২০০৭-২০০৮	৯৭.০০	৯৭.০০	-	৭৫.৫৮	৭৫.৫৮	৭৫.৫৮	-
২০০৮-২০০৯	২৪১.০০	২০১.০০	৪০.০০	১২৩.৫৩	১৬৩.৫১	১২৩.৫৩	৩৯.৯৮
২০০৯-২০১০	২৬৪.০০	১৩১.০০	১৩৩.০০	১২৩.১৯	১৪২.৭৯	১২৩.১৯	১৯.৬০
২০১০-২০১১	১২৯.০০	১০৪.০০	২৫.০০	১০৩.২৫	১৩৩.৬৮	১০৩.২৫	৩০.৪৩
২০১১-২০১২	২২৯.০০	১১৪.০০	১১৫.০০	১১৩.৭৮	২০৭.৯১	১১৩.৭৮	৯৪.১৩
২০১২-২০১৩	২১২.০০	১৬০.০০	৫২.০০	১৫৯.৯৩	২৩৪.৮২	১৫৯.৯৩	৭৪.৮৯
২০১৩-২০১৪	১৮৫০.০০	২৫০.০০	১৬০০.০০	২৪৯.৯৯	১৮৫৩.৯৪	২৪৯.৯৯	১৬০৩.৯৫
২০১৪-২০১৫	৩৯০৯৭.০০	২৯৭.০০	৩০০০.০০	৫৯৬.৯৭	৪৭২৮.৮৫	৫৯৬.৯৭	৪১৩১.৮৮
২০১৫-২০১৬	২০৯৫.০০	৫৯৫.০০	১৫০০.০০	৫৩৩.৯৮	২০১২.৪০	৫৩৩.৯৮	১৪৭৮.৪২
২০১৬-২০১৭	১০০০.০০	৭০০.০০	৩০০.০০	৬৮৩.৮৩	১৩৩২.৪২	৬৮৩.৮৩	৬৪৮.৫৯
২০১৭-২০১৮	২০৪৯.০০	১৯২৯.০০	১২০.০০	১৭৭৬.১৯	১৮৮৭.৫৭	১৭৭৬.১৯	১১১.৩৮
২০১৮-২০১৯	১৫৭৮.০০	১৫৪০.০০	৩৮.০০	১৫০৮.১৯	১৫৫৮.০৭	১৫০৮.১৯	৪৯.৮৮
সর্বমোট	**১৩৭৪১.০০**	**৬৮১৮.০০**	**৬৯২৩.০০**	**৬০৪৮.৪১**	**১৪৩৩১.৫৪**	**৬০৪৮.৪১**	**৮২৮৩.১৩**

তথ্যসূত্র: প্রকল্পের সমাপ্তি মূল্যায়ন প্রতিবেদন

১.৫. প্রকল্পের মূল কার্যক্রম

- গবেষণা ও জরিপ জাহাজ ক্রয় যা দ্বারা ডিমারসাল ও প্যালাজিক সার্ভে এবং প্রয়োজনীয় গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করা;
- ল্যান্ড বেজড সার্ভে, ডিমারসাল সার্ভে ও প্যালাজিক সার্ভে কার্যক্রম পরিচালনা করা;
- জরিপ সরঞ্জাম ও যন্ত্রপাতি ক্রয়;
- Monitoring, Control and Surveillance (MCS) এবং Vessel Tracking Monitoring System (VTMS) স্থাপন
- মৎস্য অধিদপ্তরের কর্মকর্তা/কর্মচারীগণের প্রশিক্ষণ এবং প্রয়োজনীয় কর্মশালা;
- প্রজেক্ট ফাইন্যান্সিয়াল অডিট;
- Monitoring, Control and Surveillance (MCS) নিমিত্ত ডাটাবেজ তৈরি;
- মৎস্য ভবনে Disaster Recovery Site স্থাপন ও উপকূলীয় জেলা-উপজেলার সাথে নেটওয়ার্ক গড়ে তোলা;
- পূর্ব পতেঙ্গাস্থ মেরিন ফিশারিজ সার্ভিল্যান্স চেক পোস্ট ও ভিটিএমএস স্থাপনের লক্ষ্যে অফিস ভবন, প্রকল্পের ফিল্ড অফিস এবং মেরিন ফিশারিজ সার্ভিল্যান্স চেক পোস্ট এর প্রশিক্ষণ ভবন সংস্কার ও মেরামত;
- পন্টুন নির্মাণ।

১.৬ অঙ্গভিত্তিক বাস্তব ও আর্থিক লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতি

(লক্ষ টাকায়)

কার্যক্রম	একক	প্রকল্পের লক্ষ্যমাত্রা		প্রকৃত ব্যয়		মন্তব্য (%)
		ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
(ক) ব্যয় খাতঃ রাজস্ব						
কর্মকর্তাদের বেতন	জন	২২	৪৩৬.০০	২২	৩২৭.৮৭	৭৫.২০
কর্মচারীদের বেতন	জন	৪৩	৪৬৫.০০	৪৩	৩৮৮.৪২	৮৩.৫৩
আউটসোর্সিং কর্মকর্তা	জন	১০	৮৫.০০	১০	৬৩.৩৪	৭৪.৫২
ভাতাদি	জন	৬৫	৭৪০.০০	৬৫	৬৮৭.৪২	৯২.৮৯
টিএ/ডিএ	লামসাম	-	২১০.০০	-	২১০.০০	১০০.০০
দৈনিক মজুরি ভিত্তিক শ্রমিক	লামসাম	-	৩০.০০	-	৩০.০০	১০০.০০
অতিরিক্ত খাটুনি	লামসাম	-	১২.০০	-	১২.০০	১০০.০০
ভিটিএমএস-এর জন্য স্যাটেলাইট ফি	লামসাম	-	৫৮৮.০০	-	১৩৮.২৫	২৩.৫১
সিডি/ভ্যাট (অডিট ও পরামর্শক ফার্ম)	লামসাম	-	২৩.৩০	-	২৩.৩০	১০০.০০
টেলিফোন/টেলিগ্রাফ/টেলিপ্রিন্টার	সেট	৭	১৪.০০	৭	১০.৩৯	৭৪.২১
রেজিষ্ট্রেশন ফি	লামসাম	-	১.০০	-	১.০০	১০০.০০
বিদ্যুৎ	লামসাম	-	২৪.০০	-	১২.২৫	৫১.০৪
গ্যাস ও জ্বালানী	লামসাম	-	১২.০০	-	৯.৭১	৮০.৯২
পেট্রোল ও লুব্রিকেন্ট	লামসাম	-	১৪৫.০০	-	১৪৫.০০	১০০.০০
ইন্স্যুরেন্স	লামসাম	-	১৬০.০০	-	১৪৩.৪৩	৮৯.৬৪
প্রিন্টিং	লামসাম	-	১০.০০	-	৯.৯৮	৯৯.৮০
স্টেশনারী ও কনজিওম্যাবল আইটেম	লামসাম	-	৮০.০০	-	৭৯.৯৭	৯৯.৯৬
প্রচার ও বিজ্ঞাপন	লামসাম	-	৮.০০	-	৭.৯৫	৯৯.৩৮
নাবিক দলের পোশাক	লামসাম	-	৮.০০	-	৮.০০	১০০.০০
প্রশিক্ষণ (দেশে ও বিদেশে)	লামসাম	-	২৬৩.০০	-	১৩৮.৪৬	৫২.৬৫

কার্যক্রম	একক	প্রকল্পের লক্ষ্যমাত্রা		প্রকৃত ব্যয়		মন্তব্য (%)
		ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
ওয়ার্কশপ/সেমিনার	লামসাম	-	৭২.০০	-	৪৩.১৮	৫৯.৯৭
সংরক্ষণ ও পোকা দমণের জন্য কেমিক্যালস ও অন্যান্য	লামসাম	-	১৪.০০	-	১১.৯৮	৮৫.৫৭
কনসালটেন্সি	জন	৭	৪৪৪.৬০	৭	৪০৮.০৬	৯১.৭৮
স্থানীয় দক্ষ টেকনিশিয়ান	জন	৪	৬০.০০	৪	৫৯.৬০	৯৯.৩৩
সম্মানী/ফি/মধ্যবর্তী মূল্যায়ন	লামসাম	-	১৫.০০	-	১৫.০০	১০০.০০
জরিপ কার্যক্রম	লামসাম	-	১৮০০.০০	-	১১৬৪.৮৩	৬৪.৭১
কম্পিউটার এক্সেসরিজ	লামসাম	-	১০.০০	-	১০.০০	১০০.০০
প্রজেক্ট ফাইন্যান্সিয়াল অডিটিং	সংখ্যা	৫	১০.৫০	৫	১০.৫০	১০০.০০
ভেসেলের সরঞ্জাম (ভেসেল ও সংশ্লিষ্ট অন্যান্য সরঞ্জাম)	লামসাম	-	১০০.০০	-	৬৯.৯৩	৬৯.৯৩
অন্যান্য ব্যয় (পত্রিকা, ইন্টারনেট, বিজ্ঞাপন, ইন্স্যুরেন্স, অন্যান্য বিল ইত্যাদি)	লামসাম	-	৬০৪.৭০	-	৬০৮.১৩	১০০.৫৭
মটর যানবাহন রক্ষণাবেক্ষণ	লামসাম	-	৬৬.০০	-	৬৪.১৯	৯৭.২৬
কম্পিউটার ও অফিস সরঞ্জাম মেরামত	লামসাম	-	৮.০০	-	৭.৯৯	৯৯.৮৮
কম্পিউটার ল্যাব ও ফিল্ড অফিসের সারভিলেন্স চেকপোষ্ট ও খুলনা ফিল্ড অফিস সংস্কার ও মেরামত	লামসাম	-	১৮.০০	-	১৭.৯৭	৯৯.৮৩
গবেষণা ও জরিপ জাহাজের স্পেয়ার পার্টস, স্পীড বোট, পন্টুন এবং ভিটিএমএস সংরক্ষণ ও মেরামত	লামসাম	-	১৪৩০.০০	-	৫৪৯.৬২	৩৮.৪৩
অন্যান্য মেরামত ও সংরক্ষণ (গ্যাংওয়ে)	সংখ্যা	১	১৯.৬৬	১	-	
উপ-মোট (রাজস্ব)			**৭৯৮২.৭৬**		**৫৪৭৮.৭২**	**৬৮.৬৩**
(খ) মূলধন খাত						
মটর সাইকেল ক্রয়	সংখ্যা	৩৯	৩২.৬৪	৩৯	৩২.৬৪	১০০.০০
গবেষণা ও জরিপ জাহাজ	সংখ্যা	১	৬৫৫৯.৩৮	১	৬৬৮১.৯১	১০১.৮৭
যন্ত্রপাতি (আইডিবি)	লামসাম	-	১১৩৭.০৫	-	১১৪৮.৭১	১০১.০৩
সায়েন্টিফিক ইকো সাউন্ডার ও অন্যান্য যন্ত্রপাতি	লামসাম	-	৬০০.০০	-	৫৯৯.৭৯	৯৯.৯৭
সার্ভে নেট, ওয়াটার বোর্ড ও অন্যান্য মাছ ধরার যন্ত্রপাতি	লামসাম	-	২৯৯.০০	-	১১৮.১১	৩৯.৫০
ডিজেস্টার রিকভারী সাইট স্থাপনের যন্ত্রপাতি	লামসাম	-	৯৭.০০	-	৯৬.৯৯	৯৯.৯৯
পিএমইউ অফিস সরঞ্জাম	লামসাম	-	৪৪.০০	-	৪৩.৯৯	৯৯.৯৮
পিএমইউ অফিস আসবাবপত্র	লামসাম	-	৩০.০০	-	৩০.০০	১০০.০০
ফোন/ফ্যাক্স	লামসাম	-	০.৭০	-	০.৭০	১০০.০০
অন্যান্য (পন্টুন)	সংখ্যা	১	১৪৯.৪৯	১	-	
সিডি/ভ্যাট/আইডিএফসি/এআইটি/সিএন্ডএফ	লামসাম	-	৯০.৯৮	-	৯০.৯৮	১০০.০০
উপ-মোট (মূলধন)			**৯০৪০.২৪**		**৮৮৪৩.৮২**	**৯৭.৮৩**
সর্বমোট (ক+খ)			**১৭০২৩.০০**		**১৪৩৩১.৫৪**	**৮৪.১৯**

তথ্যসূত্র: প্রকল্পের সমাপ্তি মূল্যায়ন প্রতিবেদন, জুন, ২০১৯)

প্রকল্পের আওতায় রাজস্ব খাতে বরাদ্দ ছিল ৭৯৮২.৭৬ লক্ষ টাকা এবং প্রকল্পের অনুকূলে মোট অর্থ খরচ হয়েছে ৫৪৭৮.৭২ লক্ষ টাকা। যা রাজস্ব খাতে বরাদ্দকৃত অর্থের ৬৮.৬৩%। অপরদিকে প্রকল্পের অনুকূলে মূলধন খাতে মোট বরাদ্দ ছিল ৯০৪০.২৪ লক্ষ টাকা এবং উক্ত খাতে মোট অর্থ খরচ হয়েছে ৮৮৪৩.৮২ লক্ষ টাকা যা মূলধন খাতে বরাদ্দকৃত অর্থের ৯৭.৮৩%।

১.৮ আরডিপি অনুযায়ী ক্রয় কার্যক্রম

পণ্য: প্রকল্পের অধীনে মোট ৪টি প্যাকেজের মাধ্যমে বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি, ট্রল নেট, ওয়াটার বোট এবং অন্যান্য স্টেশনারী ক্রয়ের জন্য ডিপিপিতে মোট ৯৫০.০০ লক্ষ টাকার সংস্থান ছিল। আরএফকিউ ও উন্মুক্ত দরপত্র আহ্বানের মাধ্যমে ঠিকাদারের সাথে চুক্তির মাধ্যমে পণ্যসমূহ ক্রয় করা হয়েছে। প্রকল্পটির প্রতিটি প্যাকেজের আওতায় পিপিআর-২০০৮ এবং পিপিএ-২০০৬ এর বিধি ও আইনসমূহ প্রতিপালনসহ পিইসি গঠনপূর্বক দরপত্র আহ্বান, মূল্যায়ন ও চুক্তি বাস্তবায়ন করা হয়েছে।

সেবা: প্রকল্পের ডিপিপিতে ১টি প্যাকেজের মাধ্যমে ৫৮৮ লক্ষ টাকা ব্যয়ে সাটেলাইট ফি প্রদান করা হয়েছে। প্রকল্পটির প্রতিটি প্যাকেজের আওতায় পিপিআর-২০০৮ এবং পিপিএ-২০০৬ এর বিধি ও আইনসমূহ প্রতিপালনসহ পিইসি গঠনপূর্বক, মূল্যায়ন ও চুক্তি বাস্তবায়ন করা হয়েছে।

সারণি-১.১ প্রকল্পের সার্বিক ক্রয় পরিকল্পনা

প্যাকেজ নং	ডিপিপি/টিপিপি অনুযায়ী ক্রয়ের জন্য প্যাকেজের বর্ণনা পণ্য	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরন	ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	সম্ভাব্য তারিখ		
								দরপত্র আহবান	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি অনুযায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
জিডি-০১	বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি	লামসাম	লট	ওটিএম	এনপিডি	জিওবি	৬০০.০০	২৪-১১-২০১৭	২৭-০২-২০১৮	৩০-০৪-২০১৮
জিডি-০২	ট্রল নেট, ওয়াটার বোট এবং অন্যান্য	লামসাম	লট	ওটিএম	এনপিডি	জিওবি	৩০০.০০	০৭-১২-২০১৭	০৭-০২-২০১৮	৩০-০৪-২০১৮
জিডি-০৩	স্টেশনারী	লামসাম	লট	আরএফকিউ	এনপিডি	জিওবি	২০.০০	০৭-০৯-২০১৭	০৭-১২-২০১৭	৩০-০৬-২০১৮
জিডি-০৪	অন্যান্য কন্টিজেন্সিস	লামসাম	লট	আরএফকিউ	এনপিডি	জিওবি	৩০.০০	০৭-১১-২০১৭	০৭-০১-২০১৮	৩০-০৬-২০১৮
ক্রয়কৃত পণ্যের মোট মূল্য							**৯৫০.০০**			

প্যাকেজ নং	ডিপিপি/টিপিপি অনুযায়ী ক্রয়ের জন্য প্যাকেজের বর্ণনা সেবা	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরন	ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	সম্ভাব্য তারিখ		
								দরপত্র আহবান	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি অনুযায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
এসডি-০১	স্যাটেলাইট ফি	থোক	লট	ওটিএম	এইচওপিই	জিওবি	৫৮৮.০০	০৭-১০-২০১৭	০৭-০৬-২০১৮	৩১-১২-২০১৮
ক্রয়কৃত সেবার মোট মূল্য							**৫৮৮.০০**			

১.৯. প্রকল্পের লগফ্রেম

সার-সংক্ষেপ (Narrative Summary)	উদ্দেশ্য অর্জনের নির্দেশকসমূহ (Objectively Verifiable indicators) (OVI)	যাচাইয়ের মাধ্যম (Means of Verification) (MOV)	গুরুত্বপূর্ণ অনুমান (Important Assumption) (IA)
প্রকল্পের লক্ষ্য (Goal) দেশের অর্থনীতিতে বাংলাদেশের সামুদ্রিক মৎস্য খাতের উল্লেখযোগ্য অবদান রাখা।	প্রকল্পটি সমাপ্তির পর সামুদ্রিক মৎস্য শিকারের পরিমাণ অন্তত ৩০% বৃদ্ধি পাবে।	- বিবিএস তথ্য; - এফআরএসএস তথ্য;	
প্রকল্পের উদ্দেশ্য (Project purpose) - বাংলাদেশের সামুদ্রিক মৎস্য সম্পদ আরও টেকসই পদ্ধতিতে পরিচালিত হবে; - বেসরকারি খাত সামুদ্রিক খাতে আরও বরাদ্দ করতে উৎসাহিত হবে।	- প্রকল্পটি শেষ হওয়ার পর অতিরিক্ত মাছ ধরা এবং অবৈধ মাছ ধরা পরিমাণ ৭০% পর্যন্ত কমবে; - প্রকল্পটি সমাপ্তকালে বেসরকারি খাতের বিনিয়োগ ৪০% পর্যন্ত বৃদ্ধি পাবে;	- মৎস্য অধিদপ্তরের বার্ষিক প্রতিবেদন; - বিনিয়োগ বোর্ড এবং রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরোর প্রতিবেদন;	- প্রকল্পের সময়মত অনুমোদন;
আউটপুট (Outputs) - বাংলাদেশের সামুদ্রিক মৎস্য সম্পদের উপর যথাযথভাবে পর্যবেক্ষণ, নিয়ন্ত্রণ ও নজরদারি করার জন্য মৎস্য অধিদপ্তরের ক্ষমতা বৃদ্ধি করা;	ক) MCS সরঞ্জাম ইনস্টল করা হবে এবং VTMS সিস্টেম প্রকল্পের সময়ের মধ্যে কাজ করবে। খ) প্রকল্প সময়ের মধ্যে বহুমুখী জরিপ জাহাজ ব্যবহার করে সফলভাবে সাম্রদ্রিক সম্পদের একটি পরিপূর্ণ প্রতিবেদন তৈরি করা হবে। গ) প্রকল্প শেষ হওয়ার পর নিয়মিত ফলো-অন জরিপ করা হবে।	- সরেজমিনে যাচাই - প্রকল্প প্রতিবেদন - মৎস্য অধিদপ্তরের মেরিন উইং-	- প্রাকৃতিক দুর্যোগ নেই - সময়মত অর্থ ছাড়

সার-সংক্ষেপ (Narrative Summary)	উদ্দেশ্য অর্জনের নির্দেশকসমূহ (Objectively Verifiable indicators) (OVI)	যাচাইয়ের মাধ্যম (Means of Verification) (MOV)	গুরুত্বপূর্ণ অনুমান (Important Assumption) (IA)
- মেরিন ডাটাবেজ তৈরি;	ঘ) প্রকল্পটি সমাপ্তির পর মৎস্য অধিদপ্তরের মেরিন উইং দ্বারা নিয়মিত মাছ ধরার তথ্য সংগ্রহ করা হবে।	এর নিয়মিত প্রতিবেদন -মৎস্য অধিদপ্তরের বার্ষিক প্রতিবেদন	
ইনপুট (Inputs) - বহুমুখী জরিপ জাহাজ ক্রয় - সামুদ্রিক মৎস্য সম্পদ জরিপ সম্পন্ন করা - MCS ডাটাবেজ সম্পন্ন করা; - প্রকল্পের কর্মী নিয়োগ - জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পরামর্শ নিয়োগ - কর্মকর্তা/কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ - ডিজেস্টার রিকভারী সাইট স্থাপন - **পন্টুন** নির্মাণ	**কার্যক্রম** - প্রকল্পের ৭ম বছরের মধ্যে 600GRT আকারের একটি সুসজ্জিত বহুমুখী জরিপ জাহাজ সংগ্রহ করা হবে; - প্যালাজিক ও ডিমারসাল উভয় ধরণের জরিপ প্রকল্প সময়কালে সম্পন্ন করা হবে; - প্রকল্পের ১ম অর্থ বছরে ৭৫ জন দক্ষ প্রকল্প কর্মী নিয়োগ প্রদান করা হবে; - প্রকল্পের ১ম অর্থ বছরে ৪ জন দক্ষ আন্তর্জাতিক ও ৩ জন জাতীয় পরামর্শক নিয়োগ প্রদান করা হবে; - প্রকল্প সময়কালে মৎস্য অধিদপ্তরের মোট ৪৫৫ জন কর্মকর্তাকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে; - মৎস্য অধিদপ্তরের হেড অফিসে Disaster Recovery Site স্থাপন; - জাহাজ নোঙর করার জন্য একটি টেকসই পন্টুন নির্মাণ করা;	- সরেজমিনে যাচাই - বিল পরিশোধের নথি - সার্ভে রেকর্ড এবং লগ বই - বিজ্ঞাপন ও পরামর্শকদের চুক্তি স্বাক্ষরের পত্র; - প্রকল্প প্রতিবেদন; - প্রশিক্ষণের তথ্য;	- অংশীজনদের মধ্যে সম্পর্ক - সঠিক সময়ে জাহাজ ও যন্ত্রপাতি ক্রয়

তথ্যসূত্র: আরডিপিপি (২০১৭)

১.১০. প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জন

উদ্দেশ্য	পিসিআর অনুযায়ী অর্জিত ফলাফল
ক) আর্টিসেনাল ফিশারিজ এর ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে মোহনা ও উপকূলীয় জলাশয়ের বর্তমান মজুদ ও সর্বোচ্চ সহনীয় আহরণের পরিমাণ নিরূপণ;	মোহনা ও উপকূলীয় জলাশয়ের বর্তমান মজুদ ও সর্বোচ্চ সহনীয় মাত্রায় মৎস্য আহরণের পরিমাণ নিরূপণ করা হয়েছে।
খ) সামুদ্রিক মৎস্য সম্পদের টেকসই ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে উপরের স্তর ও তলদেশের মৎস্য সম্পদের স্থিতি এবং সর্বোচ্চ মাত্রা নিরূপণ;	সামুদ্রিক মৎস্য সম্পদের টেকসই ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে 'আর ভি মীন সন্ধানী' জাহাজ ক্রয় করা হয়েছে। উক্ত জাহাজের সহায়তায় সমুদ্রে উপরের স্তর ও তলদেশের মৎস্য সম্পদের স্থিতি এবং সর্বোচ্চ মাত্রা নিরূপণ সম্ভব হচ্ছে। জরিপে ৪৫৭ জাতের সামুদ্রিক প্রাণির সন্ধান পাওয়া যায়। তন্মধ্যে ৩৯৪ জাতের মাছ ও হাঙ্গর, ৪৯ জাতের চিংড়ি ও কাঁকড়া এবং ১৪ জাতের গ্যাসট্রোপোডা রয়েছে।
গ) বিভিন্ন ধরনের জাল ও নৌকার জরিপ পরিচালনা করা এবং তথ্য ব্যাংক স্থাপন;	প্রকল্পের মাধ্যমে উপকূলীয় নদ-নদী ও সমুদ্রে জাল ও নৌকার জরিপ পরিচালনা করা হয়। বিভিন্ন প্রকারের মোট ১,৯৫,৩৫৩ টি মাছ ধরার যন্ত্র সনাক্ত করা হয়। মোট ৬৮, ১৯২টি মাছ ধরার নৌকার (৩৩,৩৪১টি ইঞ্জিন চালিত ও ৩৪,৮৫১টি হস্তচালিত) সন্ধান

উদ্দেশ্য	পিসিআর অনুযায়ী অর্জিত ফলাফল
	পাওয়া যায়। এসব নৌযানের তথ্য মৎস্য অধিদপ্তরের ওয়েবসাইটে সংরক্ষণ করা হয়।
ঘ) সামুদ্রিক মৎস্য সম্পদের সংরক্ষণ, সুষ্ঠু ব্যবহার ও টেকসই ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে জেলেদের মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টি করা;	সামুদ্রিক মৎস্য সম্পদের সংরক্ষণ, সুষ্ঠু ব্যবহার ও টেকসই ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে জেলেদের ও মানুষের মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টি করার লক্ষ্যে প্রচারণা ও কর্মশালার আয়োজন করা হয়।
ঙ) ক্ষুদ্র ও বাণিজ্যিক মৎস্য সম্পদের তথ্য বিশ্লেষণসহ সকল জরিপ, সমীক্ষা, তথ্য বিশ্লেষণ এর লক্ষ্যে সফটওয়্যার উন্নয়ন;	বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিলের সহায়তায় সফটওয়্যার উন্নয়ন করা হয়। উক্ত সফটওয়্যারে মৎস্য সম্পদের তথ্য বিশ্লেষণসহ সকল জরিপ, সমীক্ষা, তথ্য বিশ্লেষণ সম্পন্ন করা হয়।
চ) বিভিন্ন উৎসের মাধ্যমে দূষণের ফলে সামুদ্রিক মৎস্য সম্পদের উপর পরিবেশগত প্রভাব নিরূপণ করা;	উপকূলীয় এলাকায় বিভিন্ন কারখানার নিষ্কাশিত ময়লা পানি, মানব বর্জ্য নদ-নদী ও সমুদ্রের পানি, মৎস্য সম্পদ ও পরিবেশের ক্ষতি সাধন করে। এসব বর্জ্য নদীতে না ফেলার বিষয়ে সচেতনতামূলক প্রচারণা পরিচালিত হয়।
ছ) সামুদ্রিক ও উপকূলীয় মৎস্য সম্পদের পরিমাণ নিরূপণ ও ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে মৎস্য অধিদপ্তরের দক্ষতা বৃদ্ধি করা;	প্রকল্পের মাধ্যমে মৎস্য অধিদপ্তরের জনবলের প্রশিক্ষণ, সামুদ্রিক মৎস্য জাত প্রাণির জরিপ, জাহাজ ক্রয়, যন্ত্রপাতি ক্রয় করে মৎস্য অধিদপ্তরের দক্ষতা বৃদ্ধি পেয়েছে।
জ) পরিবর্তনশীল সামুদ্রিক ও উপকূলীয় মৎস্য নিয়ন্ত্রিত আহরণ নির্ধারণের উদ্দেশ্যে একটি catch assessment কর্মসূচির উন্নয়ন করা;	জলবায়ু পরিবর্তন, মানুষের দ্বার সৃষ্ট মাছের ক্ষতিকারক দিক, অবৈধভাবে মাছ সংরক্ষণ, সমুদ্রে মাছ সম্প্রসারণের সফল দিকগুলোর জন্য একটি পর্যালোচনা পরিচালনা করা হয়।
ঝ) সামুদ্রিক সম্পদের তদারকি ও ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে Monitoring, Control and Surveilance (MCS) কার্যক্রমের উন্নয়ন করা;	সামুদ্রিক সম্পদের তদারকি ও ব্যবস্থাপনার জন্য মৎস্য অধিদপ্তরের কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ, জাহাজ, স্পীড বোট ক্রয়, প্রয়োজনীয় মেশিনারি ও যন্ত্রপাতি ক্রয় করা হয়। বাংলাদেশ স্যাটেলাইট কমিউনিকেশন কোম্পানী লিঃ এর সহায়তায় গভীর সমুদ্রের জেলেদের পর্যবেক্ষণ করার জন্য চুক্তি সম্পাদন করা হয়।
ঞ) বঙ্গোপসাগরের সামুদ্রিক এবং উপকূলীয় সম্পদের একটি পরিপূর্ণ প্রতিবেদন তৈরি করা।	সামুদ্রিক ও উপকূলীয় মৎস্যজাত সম্পদের সার্বিক তথ্যাবলী সম্বলিত "মেরিন এন্ড কোস্টাল ফিস ইন বাংলাদেশ" নামে একটি প্রতিবেদন প্রণয়ন করা হয়েছে।

১.১১ প্রকল্পের প্রভাবসমূহ

১.১১.১ প্রত্যক্ষ প্রভাবসমূহ

- গবেষণা জাহাজ ক্রয় ছিল প্রকল্পের প্রধান কার্যক্রম। গবেষণা জাহাজ "আর ভি মীন সন্ধানী" বাংলাদেশে পৌঁছায় জুন ২০১৬ এর মাঝামাঝি এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর একটি ভিডিও উদ্বোধনী অধিবেশনের পর ডিসেম্বর ২০১৬ এ জরিপ কার্যক্রম শুরু করে।
- উক্ত জাহাজের সহায়তায় সমুদ্রে উপরের স্তর ও তলদেশের মৎস্য সম্পদের স্থিতি এবং সর্বোচ্চ মাত্রা নিরূপণ সম্ভব হচ্ছে। জরিপে ৪৫৭ জাতের সামুদ্রিক প্রাণির সন্ধান পাওয়া যায়। তন্মধ্যে ৩৯৪ জাতের মাছ ও হাঙ্গর, ৪৯ জাতের চিংড়ি ও কাঁকড়া এবং ১৪ জাতের গ্যাসট্রোপোডা রয়েছে।
- প্রকল্পের মাধ্যমে উপকূলীয় নদ-নদী ও সমুদ্রে জাল ও নৌকার জরিপ পরিচালনা করা হয়। বিভিন্ন প্রকারের মোট ১,৯৫,৩৫৩ টি মাছ ধরার যন্ত্র সনাক্ত করা হয়। মোট ৬৮, ১৯২টি মাছ ধরার নৌকার (৩৩,৩৪১টি ইঞ্জিন চালিত ও ৩৪,৮৫১টি হস্তচালিত) সন্ধান পাওয়া যায়।
- সামুদ্রিক মৎস্য সম্পদের সংরক্ষণ, সুষ্ঠু ব্যবহার ও টেকসই ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে জেলেদের ও মানুষের মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টি করার লক্ষ্যে প্রচারণা ও কর্মশালার আয়োজন করা হয়।

- মনিটরিং, কন্ট্রোল অ্যান্ড সার্ভিল্যান্স (MCS) হল সামুদ্রিক ও উপকূলীয় সম্পদের তত্ত্বাবধান ও ব্যবস্থাপনার অন্যতম প্রধান হাতিয়ার। এ জন্য ১৩৩টি ইন্ডাস্ট্রিয়াল ফিশিং ট্রলারে ভিটিএমএস যন্ত্রপাতি লাগানো হয়েছে।
- মৎস্য অধিদপ্তরের কর্মকর্তারা ভিটিএমএস পরিচালনায় জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে প্রশিক্ষণ পেয়েছে।
- প্রকল্প কার্যক্রম থেকে বিজ্ঞানীদের একটি দল প্রশিক্ষিণ পয়েছে এবং এখন তারা জাহাজ ভিত্তিক জরিপ কার্যক্রমে সক্ষম। পাশাপাশি , তারা সমীক্ষা কার্যক্রম থেকে প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষণ করতে সক্ষম।

১.১১.২ পরোক্ষ প্রভাবসমূহ

- সমীক্ষা কার্যক্রম থেকে প্রাপ্ত তথ্য বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিলের ক্লাউড সার্ভারে সংরক্ষিত থাকে এবং মৎস্য অধিদপ্তরের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার সুপারিশের ভিত্তিতে যে কোন বিজ্ঞানী এই তথ্য ব্যবহার করতে পারে।
- জেলে, মৎস্য প্রজাতি, মাছ ধরার স্থান, গ্রাম ইত্যাদি তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। প্রকল্পের ওয়েবসাইটে উক্ত তথ্য সংযুক্ত আছে।
- সামুদ্রিক পরিবেশে মাইক্রো প্লাষ্টিক থেকে দূষণের কারণে সামুদ্রিক মৎস্য সম্পদের উপর পরিবেশগত প্রভাব অধ্যয়নের সুযোগ সৃষ্টি।
- প্রকল্পের কার্যক্রম থেকে 'Marine and Coastal Fishes in Bangladesh' নামে একটি অ্যালবাম প্রকাশিত হয়েছে। অ্যালবামটি নীতিনির্ধারক, শিক্ষাবিদ, শিক্ষার্থী ও বিজ্ঞানী এবং সংশ্লিষ্ট স্টেকহোল্ডারদের জন্য উপযোগী হবে।

১.১২ টেকসইকরণ পরিকল্পনা

বাংলাদেশের সামুদ্রিক মৎস্য সম্পদের টেকসই ব্যবহার এবং যথাযথভাবে পর্যবেক্ষণ, নিয়ন্ত্রণ ও নজরদারি করার জন্য বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি সংগ্রহ, জরিপ জাহাজ সংগ্রহ এবং উক্ত যন্ত্রপাতি ও জাহাজ পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য মৎস্য অধিদপ্তরের দক্ষতা বৃদ্ধি করাই উক্ত প্রকল্পের প্রধান আউটপুট। সুতরাং প্রকল্প সমাপ্তির পর গৃহীত কার্যক্রমসমূহ পরিচালনা ও গবেষণা জাহাজ পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য অর্থের প্রয়োজন হবে। যা সরকারের রাজস্ব বাজেট থেকে সংস্থান করা হবে।

দ্বিতীয় অধ্যায়

প্রভাব মূল্যায়ন কার্যক্রমের কার্যপদ্ধতি (Methodology)

২.১. পরামর্শক/পরামর্শক প্রতিষ্ঠানের কার্যপদ্ধতি

ক) প্রকল্পের আওতাভুক্ত ন্যূনতম ৫০% সাইট পরিদর্শন করা;

খ) প্রকল্প সম্পর্কিত মৌলিক তথ্য যেমন প্রকল্পের অনুমোদন পর্যায়, পটভূমি, উদ্দেশ্য, বাস্তবায়নকাল, প্রাক্কলিত ব্যয়, অর্থায়নের উৎস, এক্সিট প্ল্যান ইত্যাদি তথ্য পর্যালোচনা করা এবং প্রকল্পের সার্বিক ও অঙ্গভিত্তিক অগ্রগতি বিশ্লেষণ করে সারণি ও লেখচিত্রের মাধ্যমে তা উপস্থাপন করা;

গ) প্রকল্প বাস্তবায়নে বিভিন্ন সমস্যা যথা প্রকল্প ব্যবস্থাপনায় অদক্ষতা, অপর্যাপ্ত এডিপি বরাদ্দ,অর্থছাড়ে জটিলতা বিলম্ব অথবা অপর্যাপ্ত অর্থছাড়, বিলম্বে বিল পরিশোধ, প্রকল্পের ক্রয়কাজে বিলম্ব, প্রকল্প বাস্তবায়নে বাঁধাঁ, প্রকল্পের ব্যয় ও মেয়াদ বৃদ্ধি, ডিপিপি সংশোধন প্রভৃতি বিষয় (যদি পরিলক্ষিত হয়) পর্যালোচনা করা;

ঘ) ডিপিপি ও লগ ফ্রেমের আলোকে output, outcome ও impact পর্যায়ের অর্জন পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ;

ঙ) ক্রয় কাজে বিদ্যমান আইন ও বিধি (পিপিএ-২০০৬ এবং পিপিআর-২০০৮) অনুসরণ করা হয়েছে কিনা তা পরীক্ষা করা এবং ডেলিগেশন অব ফাইন্যান্সিয়াল পাওয়ার অনুযায়ী যথাযথভাবে ক্রয় কার্যক্রমের অনুমোদন গ্রহণ করা হয়েছে কিনা তা পর্যালোচনা করা;

চ) প্রকল্পের আওতায় সৃষ্ট সুবিধাদি (পণ্য, অবকাঠামো ও সেবা) পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য প্রয়োজনীয় জনবলসহ আনুষঙ্গিক বিষয় পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ;

ছ) প্রকল্পের আওতায় সংগৃহীত বিভিন্ন পণ্য, কার্য ও সেবা সংশ্লিষ্ট ক্রয়চুক্তিতে নির্ধারিত specification/BOQ/ToR, গুণগত মান, পরিমাণ অনুযায়ী প্রয়োজনীয় পরিবীক্ষণ/যাচাইয়ের মাধ্যমে সংগ্রহ করা হয়েছে কি না সে বিষয়ে পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ;

জ) প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জনের লক্ষ্যে যথাযথ কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়েছে কি না সে বিষয়সহ প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জনের অবস্থা পর্যালোচনা করা;

ঝ) প্রকল্পের কার্যক্রম বাস্তবায়নের ফলে প্রকল্পের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অনুযায়ী কি পরিবর্তন হয়েছে তা বিভিন্ন জাতীয়/স্থানীয় তথ্য (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) এবং বেজলাইন সার্ভের (যদি থাকে) আলোকে তুলনামূলক পর্যালোচনা করা;

ঞ) প্রকল্পের BCR ও IRR অর্জন পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ;

ট) উপকারভোগী এবং অংশীজনদের উপর জরিপ পরিচালনা করা এবং জরিপে প্রাপ্ত মতামত বিশ্লেষণ করা;

ঠ) প্রকল্প সমাপ্তির পর সৃষ্ট সুবিধাদি টেকসই (sustainable) হয়েছে কিনা সে বিষয়ে পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ এবং প্রকল্পের মাধ্যমে সৃষ্ট সুবিধাদি টেকসই করার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় দিক নির্দেশনা প্রদান

ড) প্রকল্পের আওতায় বাস্তবায়িত কার্যক্রম, বাস্তবায়ন পদ্ধতি, সৃষ্ট সুবিধাদির টেকসই বিষয়ক ও সৃষ্ট সুবিধাদি পরিচালনা ইত্যাদির SWOT Analysis;

ঢ) উল্লিখিত পর্যালোচনার ভিত্তিতে সার্বিক পর্যবেক্ষণ;

ণ) প্রয়োজনীয় সুপারিশ প্রণয়ন এবং

ত) কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্ধারিত অন্যান্য বিষয়াবলী।

২.২. সমীক্ষা এলাকা নির্বাচন

নমুনা উপকারভোগী উত্তরদাতা নির্বাচন পদ্ধতি ও বিতরণ: "বাংলাদেশ মেরিন ফিশারিজ ক্যাপাসিটি বিল্ডিং (৩য় সংশোধিত)" প্রকল্পটির বাস্তবায়ন চিত্র ও অর্জনসমুহ সঠিকভাবে উপস্থাপনের জন্য বহুস্তর বিশিষ্ট নমুনায়ন পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়েছে। প্রকল্পটির প্রভাব মূল্যায়নের জন্য দুই ধরণের উপকারভোগী শনাক্ত করা হয়েছে। যথা: (ক) প্রকল্পের আওতাভূক্ত ল্যান্ড স্টেশন অনুযায়ী ফিশার আরটিশেনাল, ফিশার ট্রলার, আড়তদার ও মাছ ব্যবসায়ী প্রভৃতি এবং (খ) মৎস্য অধিদপ্তরের কর্মকর্তা ও কর্মচারী যারা প্রকল্প বাস্তবায়নের সাথে যুক্ত ছিলেন অথবা প্রকল্প থেকে প্রশিক্ষণ পেয়েছেন।

২.৩ নমুনায়ন পদ্ধতি ও নমুনার আকার নির্ধারণ

Participatory Rural Appraisal: প্রভাব মূল্যায়ন সমীক্ষায় প্রকল্প এলাকার সকল ধরনের উত্তরদাতার অংশগ্রহণমূলক (Participatory Rural Appraisal) পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে, যেখানে প্রকল্প এলাকার উপকারভোগীদের মধ্য থেকে যে কোন ব্যক্তি সমীক্ষা কার্যক্রমে উত্তরদাতা হিসেবে অংশগ্রহণ করার জন্য সমানভাবে সুযোগ পেয়েছেন। এ পদ্ধতিটি **"বাংলাদেশ মেরিন ফিশারিজ ক্যাপাসিটি বিল্ডিং (৩য় সংশোধিত)"** শীর্ষক প্রকল্প বাস্তবায়ন পরবর্তী অবস্থা মূল্যায়ন; আর্টিসেনাল ফিশারিজ এর ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে মোহনা ও উপকূলীয় জলাশয়ের বর্তমান মজুদ ও সর্বোচ্চ সহনীয় আহরণের পরিমাণ নিরূপণ; সামুদ্রিক মৎস্য সম্পদের টেকসই ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে উপরের স্তর ও তলদেশের মৎস্য সম্পদের স্থিতি এবং সর্বোচ্চ মাত্রা নিরূপণ; বিভিন্ন ধরনের জাল ও নৌকার জরিপ পরিচালনা করা এবং তথ্য ব্যাংক স্থাপন; সামুদ্রিক মৎস্য সম্পদের সংরক্ষণ, সুষ্ঠু ব্যবহার ও টেকসই ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে জেলেদের মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টি; ক্ষুদ্র ও বাণিজ্যিক মৎস্য সম্পদের তথ্য বিশ্লেষণসহ সকল জরিপ, সমীক্ষা, তথ্য বিশ্লেষণ এর লক্ষ্যে সফটওয়্যার উন্নয়ন; বিভিন্ন উৎসের মাধ্যমে দূষণের ফলে সামুদ্রিক মৎস্য সম্পদের উপর পরিবেশগত প্রভাব নিরূপণ; সামুদ্রিক ও উপকূলীয় মৎস্য সম্পদের পরিমাণ নিরূপণ ও ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে মৎস্য অধিদপ্তরের দক্ষতা বৃদ্ধি; পরিবর্তনশীল সামুদ্রিক ও উপকূলীয় মৎস্য সম্পদের নিয়ন্ত্রিত আহরণ নির্ধারণের উদ্দেশ্যে একটি Catch Assessment কর্মসূচির উন্নয়ন; সামুদ্রিক সম্পদের তদারকি ও ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে Monitoring, Control and Surveillance (MCS) কার্যক্রমের উন্নয়ন করা; বঙ্গোপসাগরের সামুদ্রিক এবং উপকূলীয় সম্পদের একটি পরিপূর্ণ প্রতিবেদন তৈরিসহ অন্যান্য বিষয়ে প্রকল্পের প্রভাব সংক্রান্ত বিষয়ে মাঠ পর্যায় থেকে তথ্য সংগ্রহ এবং বিভিন্ন সেকেন্ডারি প্রমাণপত্র পর্যালোচনার কাজে সংশ্লিষ্ট সকলমহলকে সম্পৃক্ত করা হয়েছে। মূল্যায়ন সমীক্ষাটি আনুষ্ঠানিক ও অনানুষ্ঠানিক সাক্ষাৎকার যথা প্রশ্নাবলির মাধ্যমে মাঠ সমীক্ষা, ফোকাস গ্রুপ ডিসকাশন, প্রাথমিক ও সেকেন্ডারি তথ্য সংগ্রহ, রির্পোট পর্যালোচনা এবং প্রকল্প এলাকায় পরিদর্শন ও বাস্তব অবস্থা পর্যবেক্ষণ ইত্যাদি কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়েছে। এছাড়া প্রকল্পের আওতায় ক্রয় প্যাকেজসমূহ (মালামাল ও সেবাসমূহ) যথাযথ ক্রয় প্রক্রিয়াসমূহ (দরপত্র আহ্বান, দরপত্র মূল্যায়ন, ক্রয় পদ্ধতি অনুমোদন, চুক্তিনামা সম্পাদন প্রভৃতি) বিদ্যমান ক্রয় আইনর আলোকে করা হয়েছে কিনা তা পরীক্ষা করা হয়েছে।

নমুনায়ন পদ্ধতি

বর্তমান মূল্যায়ন সমীক্ষায় তথ্য সংগ্রহের জন্য দুই ধরনের নমুনা সংগ্রহ পদ্ধতি যথা সংখ্যাগত (Quantitative) ও গুণগত (Qualitative) বিশ্লেষণ পদ্ধতি ব্যবহৃত হবে, যা নিম্নে বিস্তারিত উল্লেখ করা হলোঃ

ক) সংখ্যাগত বিশ্লেষণ

২.৩.১ সরাসরি সাক্ষাৎকার সমীক্ষা

প্রকল্পের সুবিধাভোগী ও কন্ট্রোল গ্রুপ উত্তরদাতাদের নিকট হতে কাঠামোগত প্রশ্নাবলির মাধ্যমে প্রকল্পের কার্যক্রম ও এর প্রভাব সম্পর্কিত তথ্যাদি সরাসরি সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে গ্রহণ করা হয়েছে।

২.৩.১.১ উত্তরদাতার নমুনা সংখ্যা নির্ধারণ

সমীক্ষা দল সমীক্ষাটি বস্তুনিষ্ঠভাবে সম্পন্ন করার জন্য নিম্নলিখিত পদ্ধতিতে উত্তরদাতাদের নমুনা সংখ্যা নির্ধারণ করার পরিকল্পনা গ্রহণ করেছিল। এ সমীক্ষা কার্যক্রমের জন্য মাল্টি-স্টেজ র‍্যানডম নমুনায়ন পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়েছে। নিম্নের পরিসংখ্যানের সূত্র ব্যবহার করে নমুনা সংখ্যা নির্ধারণ করা হয়েছে:

নমুনা সংখ্যা,

নমুনা সংখ্যা, $$n_0 = \frac{z^2 pq}{d^2} * deff$$

এখানে,

n_o = নমুনা সংখ্যা

Z = নরমাল ভ্যারিয়েট, যার মান ৫% সিগনিফিকেন্ট লেভেল এবং ৯৫% কনফিডেন্স ইন্টারভেলে ১.৯৬

P = ০.৫।

Q = ১- P = ১-০.০৫ = ০.৫।

e =ভুলের সীমারেখা (margin of error), যার মান ৫% ধরা হয়েছে. অর্থাৎ e=০.০৫।

ডিজাইন ইফেক্ট= ১.৫। এখানে প্রয়োজনের নিরিখে ক্লাস্টার/স্ট্রাটিফাইড ও পারপাসিভ র‍্যানডম নমুনা পদ্ধতির মিশ্র ব্যবহারে ভুলের সম্ভাবনা থাকায় ডিজাইন ইফেক্ট-এর মান ১.৫ ধরা হয়েছে।

$$n = \frac{(১.৯৬)^{২} \times ০.৫ \times ০.৫}{(০.০৫)^{২}} \times ১.৫$$

$$n = \frac{০.৯৬০৪}{০.০০২৫} \times ১.৫$$

n= ৩৮৪.১৬ x ১.৫

n= ৫৭৬

সুতরাং, পূর্ণাঙ্গ নমুনা সংখ্যায় n =৫৭৬ জনের স্থলে সর্বোচ্চমাত্রায় নির্ভুল তথ্য পাওয়ার লক্ষ্যে ও নমুনা সংখ্যা বিতরণের সুবিধার্থে মোট নমুনা সংখ্যা ৫৭৮ জন নির্ধারণ করা হয়েছে। সুতরাং প্রভাব মূল্যায়ন সমীক্ষার জন্য ৫৭৮ জন উত্তরদাতার সাথে সরাসরি সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। প্রকল্পের প্রভাব মূল্যায়নের জন্য সমীক্ষায় অংশগ্রহণকারী উত্তরদাতাদের মধ্য থেকে ৮০% উত্তরদাতা নির্বাচন করা হয়েছে প্রকল্পের সরাসরি উপকারভোগী উত্তরদাতাদের মধ্য থেকে এবং বাকী ২০% উত্তরদাতা নির্বাচন করা হয়েছে একই এলাকার সমজাতীয় (আর্থ-সামাজিক অবস্থা) কন্ট্রোল গ্রুপ উত্তরদাতার কাছ থেকে। সেক্ষেত্রে উপকারভোগী উত্তরদাতার সংখ্যা হয়েছে ৪৫৯ জন এবং কন্ট্রোল গ্রুপ উত্তরদাতার সংখ্যা হয়েছে ১১৯।

২.৩.১.৩ নমুনা উত্তরদাতা নির্বাচন পদ্ধতি ও বিতরণ

নমুনা উপকারভোগী উত্তরদাতা নির্বাচন পদ্ধতি ও বিতরণ: "বাংলাদেশ মেরিন ফিশারিজ ক্যাপাসিটি বিল্ডিং (৩য় সংশোধিত)" প্রকল্পটির বাস্তবায়ন চিত্র ও অর্জনসমুহ সঠিকভাবে উপস্থাপনের জন্য বহুস্থর বিশিষ্ট নমুনায়ন পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়েছে। প্রকল্পটির প্রভাব মূল্যায়নের জন্য দুই ধরণের উপকারভোগী শনাক্ত করা হয়েছে। যথা: (ক) প্রকল্পের আওতাভূক্ত ল্যান্ড স্টেশন অনুযায়ী ফিশার আরটিশেনাল, ফিশার ট্রলার, আড়তদার ও মাছ ব্যবসায়ী প্রভৃতি এবং (খ) মৎস্য অধিদপ্তরের কর্মকর্তা ও কর্মচারী যারা প্রকল্প বাস্তবায়নের সাথে যুক্ত ছিলেন অথবা প্রকল্প থেকে প্রশিক্ষণ পেয়েছেন।

ল্যান্ড স্টেশন অনুযায়ী উপকারভোগী উত্তরদাতা নির্বাচন ও বিতরণ: প্রথমত, প্রকল্পের আওতাভুক্ত সবকয়টি (০৩টি) বিভাগের সবগুলো নির্ধারণ করা হয়েছে। দ্বিতীয় স্তরে, প্রকল্পের আওতাভুক্ত ৩টি বিভাগের ১৪টি জেলা থেকে ToR এর শর্ত অনুযায়ী (৫০% প্রকল্প এলাকা) ১৪ টি জেলার মধ্যে সাধারণ দৈবচয়ন নমুনায়ন পদ্ধতি ব্যবহার করে ৮টি জেলা নির্ধারণ করা হয়েছে। তৃতীয় স্তরে, নির্বাচিত ৮টি জেলার অন্তর্গত প্রকল্পের আওতাভূক্ত ১৮টি মৎস্য অবতরণ কেন্দ্র (ল্যান্ডিং স্টেশন) থেকে মোট ২৩৪ জন উপকারভোগী উত্তরদাতা সংখ্যা নির্ধারণ করা হয়েছে। প্রতিটি ল্যান্ড স্টেশন হতে ৩ জন ফিশার আরটিসেনাল, ৩ জন ফিশার ট্রলার, ৩ জন আড়তদার ও ৪ জন মাছ ব্যবসায়ী সাধারণ দৈবচয়ন নমুনায়ন পদ্ধতি ব্যবহার করে সনাক্ত করা হয়েছে। ফলে প্রতিটি ল্যান্ড স্টেশন থেকে মোট ১৩ জন উপকারভোগী শনাক্ত করা হয়েছে। মোট ১৮টি ল্যান্ড স্টেশন থেকে মোট ২৩৪ জন উত্তরদাতা শনাক্ত করা হয়েছে। প্রকল্পের উপকারভোগী (beneficiary) উত্তরদাতা বলতে প্রকল্প এলাকার সেই সকল উত্তরদাতাকে বুঝায় যারা প্রকল্পের কর্মকান্ডের সাথে সরাসরি সম্পর্কিত ও উপকারভোগী। নিম্নে প্রকল্পের ল্যান্ড স্টেশন অনুযায়ী উপকারভোগী উত্তরদাতার নমুনা সংখ্যা প্রদান করা হলো:

টেবিল ২.১: প্রকল্প বিভাগ, জেলা, উপজেলা ও ল্যান্ড স্টেশন অনুযায়ী নমুনা উপকারভোগী উত্তরদাতার সংখ্যা নির্বাচন ও বিতরণ

বিভাগের নাম	নমুনা জেলা	ল্যান্ড স্টেশন	ফিশার আরটিসেনাল	ফিশার ট্রলার	আড়তদার	মাছ ব্যবসায়ী	উপজেলা অনুযায়ী মোট উত্তরদাতার সংখ্যা
চট্টগ্রাম	কক্সবাজার	বিএফডিসি	৩	৩	৩	৪	১৩
		নুনজারছাড়া	৩	৩	৩	৪	১৩
		টেকনাফ	৩	৩	৩	৪	১৩
		সাপুরিরদ্বীপ	৩	৩	৩	৪	১৩
		মহেশখালী	৩	৩	৩	৪	১৩
		কুতুবদিয়া	৩	৩	৩	৪	১৩
	চট্রগ্রাম	সদর ঘাট	৩	৩	৩	৪	১৩
		বিএফডিসি	৩	৩	৩	৪	১৩
		বে টার্মিনাল ঘাট	৩	৩	৩	৪	১৩
		মিররশরাই	৩	৩	৩	৪	১৩
		বাঁশখালী	৩	৩	৩	৪	১৩
		আনোয়ারা	৩	৩	৩	৪	১৩
বরিশাল	বরিশাল	পোর্ট রোড মাছ ঘাট	৩	৩	৩	৪	১৩
	ভোলা	চরফ্যাশন	৩	৩	৩	৪	১৩
	পটুয়াখালী	মহিপুর, কলাপাড়া	৩	৩	৩	৪	১৩
খুলনা	খুলনা	বালিয়াডাঙ্গা, বটিয়াঘাটা	৩	৩	৩	৪	১৩
	বাগেরহাট	মংলা	৩	৩	৩	৪	১৩
	সাতক্ষীরা	নীল ডুমুর, শ্যামনগর	৩	৩	৩	৪	১৩
মোট=৩	**০৮**	**১৮**	**৫৪**	**৫৪**	**৫৪**	**৭২**	**২৩৪**

প্রকল্প বাস্তবায়নের সম্পৃক্ত ও প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারী কর্মকর্তা ও কর্মচারী নির্বাচন ও বিতরণ: প্রকল্পের সরাসরি উপকারভোগী উত্তরদাতাদের পাশাপাশি প্রকল্প থেকে প্রশিক্ষণ পেয়েছে এমন কর্মকর্তাদের মধ্যে থেকে ২২৫ জন মৎস্য কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের কাছ থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। উপকারভোগী মৎস্য কর্মকর্তাদের নামের তালিকা প্রকল্প অফিস থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে। ল্যান্ড স্টেশন অনুযায়ী উপকারভোগী উত্তরদাতা নির্ধারণের ক্ষেত্রে যে যে বিভাগ, জেলা ও উপজেলাকে নির্বাচন করা হয়েছিল, কর্মকর্তা ও কর্মচারী নির্বাচনের ক্ষেত্রেও ঠিক সেই সেই বিভাগ, জেলা ও উপজেলাকে বিবেচনা করা হয়েছে। নিম্নে প্রকল্পের ল্যান্ড স্টেশন অনুযায়ী উপকারভোগী কর্মকর্তা ও কর্মচারীর নমুনা সংখ্যা প্রদান করা হলো:

টেবিল ২.২: সমীক্ষায় অংশগ্রহণকারী কর্মকর্তা ও কর্মচারীর সংখ্যা নির্ধারণ ও বিতরণ

ক্রমিক নং	কার্যালয়ের নাম	অবস্থান	কর্মকর্তা ও কর্মচারীর ধরণ	সমীক্ষায় অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা
১	পরিচালক (মেরিন) অফিস	চট্রগাম	উপ-পরিচালক, এডি, মেরিন প্রোডাকশন অফিসার, সার্ভে অফিসার, ইন্সপেক্টর (১০), "মিনসন্ধানী" অধিনায়ক, প্রকৌশলী এবং অপারেটর (১৪)	২৮
২	পিএসও, মেরিন সার্ভে অফিস	চট্রগাম	মেরিন সার্ভে ইউনিটের বিজ্ঞানীরা (৮)	৮
৩	উপ-পরিচালকের কার্যালয়	চট্রগাম, খুলনা ও বরিশাল	এসএডি, এডি (২), মৎস্য সম্প্রসারণ কর্মকর্তা, বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা জরিপ, সহকারী প্রকৌশলী	৫ X ৩ = ১৫
৪	জেলা মৎস্য অফিস	কক্সবাজার, চট্রগ্রাম, বরিশাল, ভোলা, পটুয়াখালী, খুলনা, বাগেরহাট, সাতক্ষিরা	এসএডি, মৎস্য সম্প্রসারণ কর্মকর্তা, সার্ভে অফিসার, প্রকৌশলী, প্রকল্পের কর্মকর্তারা, খামার ব্যবস্থাপক	৬ X ৮ = ৪৮
৫	উপজেলা মৎস্য অফিস	১৮	এসইউএফও/ইউএফও, সহকারী মৎস্য কর্মকর্তা, মাঠ সহকারী (২), এলইএএফ (২)	৭ X ১৮ = ১২৬
	সর্বমোট	-	-	**২২৫**

কন্ট্রোল গ্রুপ উত্তরদাতা নির্বাচন পদ্ধতি ও বিতরণ: কন্ট্রোল গ্রুপ উত্তরদাতা নির্বাচনের ক্ষেত্রে ঠিক একইভাবে দুই ধরণের কন্ট্রোল গ্রুপ উত্তরদাতা শনাক্ত করা হয়েছে। যথা: (ক) প্রকল্প বহির্ভূত ল্যান্ড স্টেশন অনুযায়ী ফিশার আরটিশেনাল, ফিশার ট্রলার, আড়তদার ও মাছ ব্যবসায়ী প্রভৃতি এবং (খ) মৎস্য অধিদপ্তরের কর্মকর্তা ও কর্মচারী যারা প্রকল্প বাস্তবায়নের সাথে যুক্ত ছিলেন না অথবা প্রকল্প থেকে প্রশিক্ষণ পান নাই।

ল্যান্ড স্টেশন অনুযায়ী কন্ট্রোল গ্রুপ উত্তরদাতা নির্বাচন ও বিতরণ: প্রথমত, সাধারণ দৈবচয়ন নমুনায়ন পদ্ধতি ব্যবহার করে প্রকল্প বহির্ভূত ৭টি ল্যান্ড স্টেশন নির্বাচন করা হয়েছে। দ্বিতীয়ত, প্রতিটি ল্যান্ড স্টেশন হতে ৩ জন ফিশার আরটিসেনাল, ৩ জন ফিশার ট্রলার, ৩ জন আড়তদার ও ৪ জন মাছ ব্যবসায়ী সাধারণ দৈবচয়ন নমুনায়ন পদ্ধতি ব্যবহার করে সনাক্ত করা হয়েছে। ফলে প্রতিটি ল্যান্ড স্টেশন থেকে মোট ১৩ জন কন্ট্রোল গ্রুপ উত্তরদাতা শনাক্ত করা হয়েছে। এভাবে মোট ৭টি ল্যান্ড স্টেশন থেকে ৯১ জন কন্ট্রোল গ্রুপ উত্তরদাতা শনাক্ত করা হবে। কন্ট্রোল গ্রুপ উত্তরদাতা বলতে সেই সকল জেলেদের বুঝানো হয়েছে যারা প্রকল্পের সাথে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে যুক্ত নয়। আর্থ-সামাজিক অবস্থা কথা বিবেচনায় রেখে কন্ট্রোল গ্রুপ উত্তরদাতাদের একই উপজেলা থেকে বাছাই করা হয়েছে। নিম্নে সমীক্ষার কন্ট্রোল গ্রুপ উত্তরদাতার নমুনা সংখ্যা প্রদান করা হলো:

টেবিল ২.২: প্রকল্প বিভাগ, জেলা ও ল্যান্ড স্টেশন অনুযায়ী নমুনা কন্ট্রোল গ্রুপ উত্তরদাতার সংখ্যা নির্বাচন ও বিতরণ

বিভাগের নাম	নমুনা জেলা	ল্যান্ড স্টেশন	ফিশার আরটিসেনাল	ফিশার ট্রলার	আড়তদার	মাছ ব্যবসায়ী	উপজেলা অনুযায়ী মোট উত্তরদাতার সংখ্যা
চট্টগ্রাম	কক্সবাজার	১	৩	৩	৩	৪	১৩
	চট্রগ্রাম	১	৩	৩	৩	৪	১৩
বরিশাল	বরিশাল	১	৩	৩	৩	৪	১৩

বিভাগের নাম	নমুনা জেলা	ল্যান্ড স্টেশন	ফিশার আরটিসেনাল	ফিশার ট্রলার	আড়তদার	মাছ ব্যবসায়ী	উপজেলা অনুযায়ী মোট উত্তরদাতার সংখ্যা
	ভোলা	১	৩	৩	৩	৪	১৩
	পটুয়াখালী	১	৩	৩	৩	৪	১৩
খুলনা	বাগেরহাট	১	৩	৩	৩	৪	১৩
	সাতক্ষিরা	১	৩	৩	৩	৪	১৩
মোট=৩	**০৭**	**৭**	**২১**	**২১**	**২১**	**২৮**	**৯১**

প্রকল্প বাস্তবায়নের সাথে সম্পৃক্ত ছিলেন না এবং প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করেন নাই এমন কর্মকর্তা ও কর্মচারী নির্বাচন ও বিতরণ: প্রকল্প বাস্তবায়নের সাথে যুক্ত ছিলেন না এবং প্রকল্প থেকে প্রশিক্ষণ পান নাই এমন ২৬ জন কর্মকর্তার কাছ থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। কন্ট্রোল গ্রুপ কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের নামের তালিকা প্রকল্প অফিস থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে। ল্যান্ড স্টেশন অনুযায়ী কন্ট্রোল গ্রুপ উত্তরদাতা নির্ধারণের ক্ষেত্রে যে যে উপজেলাকে নির্বাচন করা হয়েছিল, কর্মকর্তা ও কর্মচারী নির্বাচনের ক্ষেত্রেও ঠিক সেই সেই উপজেলাকে বিবেচনা করা হয়েছে। নিম্নে প্রকল্পের ল্যান্ড স্টেশন অনুযায়ী কন্ট্রোল গ্রুপ কর্মকর্তা ও কর্মচারী উত্তরদাতার নমুনা সংখ্যা প্রদান করা হলো:

টেবিল ৩.২: সমীক্ষায় অংশগ্রহণকারী কর্মকর্তা ও কর্মচারীর সংখ্যা নির্ধারণ ও বিতরণ

ক্রমিক নং	কার্যালয়ের নাম	সংখ্যা	কর্মকর্তা ও কর্মচারীর ধরণ	সমীক্ষায় অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা
১	উপজেলা মৎস্য অফিস	৭	এসইউএফও/ইউএফও, সহকারী মৎস্য কর্মকর্তা, মাঠ সহকারী (২)	৪ X ৭ = ২৮
	সর্বমোট	-	-	**২৮**

২.৩.২ গুণগত বিশ্লেষণ

এই সমীক্ষা কার্যক্রমে গুণগত তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণের জন্য সেকেন্ডারী ডকুমেন্ট পর্যালোচনা ও বিশ্লেষণ, ফোকাস গ্রুপ ডিসকাশন (এফজিডি), কি ইনফরমেন্ট ইনটারভিউ (কেআইআই), সরাসরি পর্যবেক্ষণ ও স্থানীয় কর্মশালা পদ্ধতি সম্পন্ন করা হয়েছে, যা নিম্নে আলোচনা করা হলো:

২.৩.২.১ সেকেন্ডারি ডকুমেন্ট পর্যালোচনা ও বিশ্লেষণ

- সেকেন্ডারি ডকুমেন্ট থেকে প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। পরামর্শক দল বাস্তবায়নকারী সংস্থা যথা মৎস্য অধিদপ্তর, বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ এবং অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের এবং বিভিন্ন কর্মকর্তার সহযোগিতার মাধ্যমে কার্য সম্পাদন করা হয়েছে। প্রকল্পের ডিপিপি, মধ্যবর্তী মূল্যায়ন প্রতিবেদন, সমাপ্ত প্রতিবেদন ও প্রকল্পটির প্রভাব মূল্যায়নের জন্য প্রয়োজনীয় যে কোন তথ্য পর্যালোচনা ও বিশ্লেষণ করা হয়েছে।
- পরামর্শক প্রকল্পের বাস্তব এবং আর্থিক অর্জন সমূহ পর্যালোচনা করেবেন। বাস্তবায়িত প্রকল্পের আর্থিক অগ্রগতি যেমনঃ

  ক) বছর অনুযায়ী প্রকল্পের বিভিন্ন অঙ্গের মূল ও প্রকৃত খরচের তুলনা
  খ) অঙ্গ অনুযায়ী বাস্তবায়িত প্রকল্পের ব্যয়
  গ) কার্য সম্পাদন ব্যয়
- পণ্য কার্য ও সেবা ক্রয় প্রক্রিয়া পর্যালোচনা করা হয়েছে।

২.৩.২.২ ফোকাস গ্রুপ ডিসকাশন (এফজিডি): গুণগত বিশ্লেষণের জন্য প্রকল্পের নমুনা ১০ টি ল্যান্ড স্টেশন হতে একটি করে মোট ১০টি এফজিডি করা হয়েছে। প্রত্যেক এফজিডিতে ন্যূনতম ১০ জন অংশগ্রহণকারী উপস্থিত ছিল। প্রতিটি এফজিডিতে ফিশার আরটিসেনাল, ফিশার ট্রলার, আড়তদার ও মাছ ব্যবসায়ীসহ প্রকল্পের উপকারভোগী প্রান্তিক জনগোষ্ঠী অংশগ্রহণ করেছিল এবং এদের কাছ থেকে এফজিডি গাইডলাইনস-এর মাধ্যমে প্রকল্পের কর্মকান্ড ও এর প্রভাব সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন গুণগত তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। প্রতিটি এফজিডি প্রকল্প উপজেলার এমন একটি জায়গায় করা হয়েছে যাতে সকল ধরনের অংশগ্রহণকারী উক্ত স্থানে সহজে আসতে পারে এবং অবাধে মতামত প্রদান করতে পারে। সর্বমোট ১০টি এফজিডি করার ফলে প্রায় ১০০ জন অংশগ্রহণকারী মতামত দিতে পেরেছেন। এফজিডিগুলো এফজিডি গাইডলাইন (পরিশিষ্ট-৯) অনুসারে পরিচালিত হয়েছিল।

২.৩.২.৩ কি ইনফরমেন্ট ইন্টারভিউ (কেআইআই): প্রকল্পের সাথে সম্পৃক্ত মুখ্য ব্যক্তিবর্গ তথা প্রকল্প পরিচালক, মন্ত্রণালয়/বিভাগের পরিকল্পনা শাখার সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা ও সংশ্লিষ্ট জেলা পর্যায়ের জেলা মৎস্য কর্মকর্তার সাথে কেআইআই পরিচালনা করা হয়েছে। ৭টি নমুনা জেলার ০৭ জন জেলা মৎস্য কর্মকর্তার সাথে মোট ৭টি কেআইআই সম্পন্ন করা হয়েছে। জেলা মৎস্য কর্মকর্তার সাথে কেআইআই পরিচালনা করার ক্ষেত্রে পরিশিষ্ট-১০ এর গাইডলাইন অনুসরণ করা হয়েছে। তাছাড়া পরিশিষ্ট-১০ এর গাইডলাইন অনুসরণ করে প্রকল্প পরিচালকসহ অন্যান্য মুখ্য ব্যক্তিবর্গের (প্রকল্প পরিচালক, মন্ত্রণালয়/বিভাগের পরিকল্পনা শাখার সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা) সাথে কেআইআই সম্পন্ন করা হয়েছে। কেআইআই-তে প্রকল্পের পরিকল্পনা, উদ্দেশ্য অনুসারে বাস্তবায়ন, অর্জন ও প্রধান প্রধান কর্মকান্ডগুলোর বর্তমান কার্যকর অবস্থা, প্রকল্প ব্যবস্থাপনা ও বাস্তবায়ন সংক্রান্ত খুঁটিনাটি বিষয়, প্রকল্পের পণ্য ও সেবাসমূহের ক্রয় প্রক্রিয়া ও আর্থিক ব্যয়, প্রকল্প বাস্তবায়নে সমস্যা, সমস্যা সমাধানে গৃহীত পদক্ষেপ, প্রকল্পটি লাভজনক কিনা, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও পরিবেশগত বিষয়ে প্রকল্পটি প্রভাব, প্রকল্পের আউটপুট, আউটকামসহ প্রকল্পের সবল (strength), দুর্বল (weakness), সুযোগ (opportunity) ও ঝুঁকি (threat) বিশ্লেষণ, Exit Plan, প্রকল্প বাস্তবায়ন, ব্যবস্থাপনা এবং প্রকল্প উন্নয়নে সুপারিশসহ খুঁটিনাটি বিষয়গুলো প্রাধান্য পায়। তাছাড়া, প্রকল্পের আওতায় সম্পাদিত কার্যক্রমের পদ্ধতিগত মূল্যায়নসহ ডিপিপি'র নির্দেশনা ও অনুমোদিত স্পেসিফিকেশনের সাথে বাস্তব কাজের মিল/অমিল, অমিলের কারণ ইত্যাদি বিষয়ও আলোচনা করা হয়েছে। পাশাপাশি, প্রকল্পের ফলাফলসমূহ টেকসইকরণ হয়েছে কিনা, না হলে তার কারণ নিরূপণসহ টেকসইকরণ পরিকল্পনা প্রণয়ন ও সমজাতীয় প্রকল্প বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে এ প্রকল্প থেকে অর্জিত শিক্ষার ব্যবহারের বিষয়সমূহ প্রকল্প পরিচালকের সাথে আলোচনা করা হয়েছে। ক্ষুদ্র ও বাণিজ্যিক মৎস্য সম্পদের তথ্য বিশ্লেষণসহ সকল জরিপ, সমীক্ষা, তথ্য বিশ্লেষণের লক্ষ্যে তৈরিকৃত সফটওয়্যারটি কতটুকু কার্যকরি সে বিষয়ে প্রকল্প পরিচালকের সাথে আলোচনা করা হয়েছে।

SWOT বিশ্লেষণঃ উপকারভোগীর কাছ থেকে সমীক্ষার প্রশ্নাবলির মাধ্যমে প্রকল্পের সবল (strength), দুর্বল (weakness), সুযোগ (opportunity) ও ঝুঁকি (threat) বিশ্লেষণের জন্য তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। তাছাড়া এফজিডি ও কেআইআই এর মাধ্যমেও SWOT বিশ্লেষণ করা হয়েছে। বিভিন্ন প্রশ্নাবলি থেকে প্রাপ্ত তথ্যগুলো সমন্বয় করে খসড়া প্রতিবেদনে সংযোজন করা হয়েছে।

২.৩.৩. নমুনা সংখ্যার সংক্ষিপ্ত বিবরণ

টেবিল-২.৩: সংক্ষেপে উত্তরদাতার সংখ্যা এবং ধরন

কার্যক্রম	অংশগ্রহণকারী/ উত্তরদাতা	উত্তরদাতার সংখ্যা	উত্তরদাতার ধরন
ক. সংখ্যাগত সমীক্ষা			
ক-১. উপকারভোগী সমীক্ষা: ***(প্রশ্নাবলি ব্যবহার করে সরাসরি সাক্ষাৎকার)***	প্রকল্পের উপকারভোগী উত্তরদাতা	২৩৪	প্রকল্পভূক্ত ল্যান্ড স্টেশনের ফিশার আরটিসেনাল, ফিশার ট্রলার, আড়তদার ও মাছ ব্যবসায়ী যারা প্রকল্পটি বাস্তবায়নের কারণে সরাসরি উপকার পাচ্ছেন।
	প্রকল্পের উপকারভোগী কর্মকর্তা ও কর্মচারী	২২৫	প্রকল্পটি বাস্তবায়নের সাথে সম্পৃক্ত এবং প্রকল্প থেকে প্রশিক্ষণ পেয়েছেন এমন কর্মকর্তা ও কর্মচারী

কার্যক্রম	অংশগ্রহণকারী/ উত্তরদাতা	উত্তরদাতার সংখ্যা	উত্তরদাতার ধরন
ক-২. কন্ট্রোল গ্রুপ উত্তরদাতার সমীক্ষা ***(প্রশ্নাবলি ব্যবহার করে সরাসরি সাক্ষাৎকার)***	প্রকল্প সাথে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে যুক্ত নন এমন উত্তরদাতা	৯১	প্রকল্প বহির্ভূত ল্যান্ড স্টেশনের ফিশার আরটিশেনাল, ফিশার ট্রলার, আড়তদার ও মাছ ব্যবসায়ী প্রভৃতি যারা প্রকল্পটি বাস্তবায়নে কোন প্রকার উপকার পাচ্ছেন না।
	প্রকল্প সাথে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে যুক্ত নন এমন উত্তরদাতা	২৮	প্রকল্প বাস্তবায়নের সাথে যুক্ত ছিলেন না এবং প্রকল্প থেকে প্রশিক্ষণ পান নাই
	সর্বমোট	**৫৭৮**	
খ. গুণগত সমীক্ষা			
খ-১: এফজিডি	মোট ১০টি এফজিডি প্রতিটি এফজিডি তে ১০ জন অংশগ্রহণকারী	১০০	ফিশার আরটিসেনাল, ফিশার ট্রলার, আড়তদার ও মাছ ব্যবসায়ীসহ প্রকল্পের উপকারভোগী প্রান্তিক জনগোষ্ঠী।
খ-২: মুখ্য ব্যক্তিবর্গের সাক্ষাৎকার	প্রকল্প বাস্তবায়ন ও ব্যবস্থাপনার সাথে সম্পৃক্ত মুখ্য কর্মকর্তা/ব্যক্তিবর্গ	২	প্রকল্প পরিচালক ও মন্ত্রণালয়/বিভাগের পরিকল্পনা শাখার সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা-এর প্রকল্প সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গ
	জেলা মৎস্য কর্মকর্তা	৭	প্রতিটি জেলা হতে ১টি করে মোট ৭টি কেআইআই সম্পন্ন করা হয়েছে।

২.৪. তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ পদ্ধতি

২.৪.১. উপকারভোগী ও কন্ট্রোল গ্রুপ উত্তরদাতাদের প্রশ্নাবলি প্রণয়ন

উপকারভোগী উত্তরদাতাদের প্রশ্নাবলি প্রণয়ন: প্রকল্পের নমুনা ১৮টি ল্যান্ড স্টেশনে বাস্তবায়িত প্রকল্পের প্রভাব মূল্যায়ন সমীক্ষার কাজ পরিচালনা করা হয়েছে। সরাসরি সাক্ষাৎকার গ্রহণ করার জন্য নির্বাচিত প্রকল্প জেলার মোট ৪৫৯ জন প্রকল্প উপকারভোগী ও ১১৯ জন কন্ট্রোল গ্রুপ উত্তরদাতার নিকট হতে প্রশ্নাবলির (পরিশিষ্ট-১ থেকে পরিশিষ্ট-৮) মাধ্যমে প্রকল্পের সুফল ও প্রভাব সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে।

২.৪.২. ফোকাস গ্রুপ ডিসকাশন সভার গাইডলাইন (FGD Guideline) প্রণয়ন

এফজিডি এর কাঙ্ক্ষিত অংশগ্রহণকারীদের নিয়ে নমুনা ল্যান্ড স্টেশনে ফোকাস গ্রুপ সভা (এফজিডি)করা হয়েছে। ১০টি প্রকল্প ল্যান্ড স্টেশনে মোট ১০টি এফজিডি করা হয়েছে যাতে ন্যূনতম ১০ জন করে অংশগ্রহণকারী ছিল। এফজিডিগুলো এমন একটি জায়গায় করা হয়েছে যাতে সকল ধরনের অংশগ্রহণকারী সহজে আসতে পারে এবং অবাধে কথা বলতে পারে। এফজিডি গাইডলাইন (পরিশিষ্ট-৯) অনুযায়ী প্রকল্পের কার্যকারিতার দক্ষতা ও যথার্থতা সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহের জন্য এফজিডি করা হয়েছে।

২.৪.৩. কি ইনফরমেন্ট ইন্টারভিউ (কেআইআই) চেকলিস্ট প্রণয়ন

প্রকল্প বাস্তবায়নের সাথে যেসকল কর্মকর্তা সরাসরি সম্পৃক্ত ছিলেন এবং বর্তমানে যারা মাঠপর্যায়ে কর্মরত আছেন, তাদের মধ্য থেকে প্রয়োজনীয় সংখ্যক কেআইআই উত্তরদাতা নির্বাচন করা হয়েছে। প্রকল্পের মুখ্য ব্যক্তি তথা প্রকল্প পরিচালক, মন্ত্রণালয়/বিভাগের পরিকল্পনা শাখার সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা, সংশ্লিষ্ট জেলা পর্যায়ে জেলা মৎস্য কর্মকর্তা-এর সঙ্গে কেআইআই পরিচালনা করা হয়েছে। সর্বমোট ১০ জন ব্যক্তিবর্গের কাছ থেকে কেআইআই চেকলিস্ট (পরিশিষ্ট-১০) ব্যবহারের মাধ্যমে প্রকল্পের প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। নিম্নে বর্ণিত প্রকল্পের বিভিন্ন কাজের পরিকল্পনা, বাস্তবায়ন, ব্যবস্থাপনা, ক্রয় প্রক্রিয়াসহ প্রকল্প ব্যয় এবং প্রকল্পের প্রভাব ও ফলাফল সম্পর্কিত তথ্য এ পদ্ধতিতে সংগ্রহ করা হয়েছে:

ক) প্রকল্পের ধারণা, পরিকল্পনা ও উদ্দেশ্য

- প্রকল্পটি সেক্টরের প্রয়োজনীয়তার সাথে প্রাসঙ্গিক ছিল কিনা;
- প্রকল্পের পটভূমি, উদ্দেশ্য, অনুমোদন/সংশোধন এবং আর্থিক অবস্থা ইত্যাদির সংশ্লিষ্টতা

- কম্পোনেন্ট অনুসারে প্রকল্পের সকল কাজ পূর্ণভাবে বাস্তবায়ন সম্ভব হয়েছে কিনা;
- ডিপিপি অনুসারে প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জিত হয়েছে কিনা:

খ) প্রকল্প ব্যবস্থাপনা ও বাস্তবায়ন

- হেড কোয়ার্টার লেভেলে কোন অফিস প্রকল্পের সার্বিক ব্যবস্থাপনার দায়িত্বে ছিল;
- মাঠ পর্যায়ে প্রকল্পের সার্বিক ব্যবস্থাপনা ও বাস্তবায়নের দায়িত্ব কোন অফিস/কাদের উপর ন্যস্ত ছিল এবং তারা ঠিক মতো দায়িত্ব পালন করেছে কিনা; ব্যত্যয় হয়ে থাকলে তা কিভাবে সমাধান করা হয়েছে;
- মাঠ পর্যায়ে প্রকল্প বাস্তবায়ন কার্যক্রম মনিটরিং-এর দায়িত্ব কোন অফিস/কাদের উপর ন্যস্ত ছিল এবং তারা ঠিক মতো দায়িত্ব পালন করেছে কিনা; ব্যত্যয় হয়ে থাকলে তা কিভাবে সমাধান করা হয়েছে;
- প্রকল্প বাস্তবায়নে প্রধান প্রধান বাঁধাগুলো কি ছিল এবং সেগুলো কিভাবে সমাধান করা হয়েছিল;
- প্রকল্প ব্যবস্থাপনার মান এবং প্রকল্পের মেয়াদ ও ব্যয় বৃদ্ধি;

গ) প্রকিউরমেন্ট প্রক্রিয়া ও আর্থিক ব্যয়

- প্রকল্পের দরপত্রের জন্য টেকনিক্যাল স্পেসিফিকেশন তৈরির দায়িত্ব কোন অফিস/কাদের ওপর ন্যস্ত ছিল এবং তা ঠিকমতো করা হয়েছিল কি না;
- মালামাল ও সেবাসমূহ ক্রয় প্রক্রিয়ার জন্য কোন ধরনের টেন্ডার পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছিল (পরিশিষ্ট-৮);
- মালামাল, নির্মাণ সামগ্রী ও সেবাসমূহ ক্রয় প্রক্রিয়ার জন্য নির্ধারিত সরকারী ক্রয় আইন (পিপিআর ২০০৮) অনুসরণ করা হয়েছে কিনা এবং ঠিকমতো অনুসরণ না করা হয়ে কি ধরনের ব্যত্যয় হয়েছিল (পরিশিষ্ট-৮);
- কাজের চুক্তির মূল্যমান সিডিউল মূল্যের সাথে সামঞ্জস্য ছিল কিনা; যদি না হয়, কেন এবং কিভাবে তা সমাধান করা হয়েছিল;
- ঠিকাদার নির্বাচনের ক্ষেত্রে মানদন্ড কি ছিল এবং তা অনুসরণ করা হয়েছে কিনা;
- চুক্তি অনুযায়ী সব কাজ টেকনিক্যাল স্পেসিফিকেশন অনুসারে সম্পাদন হয়েছে কিনা;
- যদি পুরোপুরি সম্পন্ন না হয়ে থাকে, তাহলে এমন ঘটনা কতবার হয়েছে এবং এর বিরুদ্ধে কি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে;
- সরবরাহকৃত উপকরণের গুণগত মান কেমন ছিল;
- প্রকল্প বাস্তবায়নে কোন প্রকার আর্থিক বাজেট বরাদ্দ ও ব্যবস্থাপনা সম্পর্কিত সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়েছে কিনা; হয়ে থাকলে কিভাবে তা সমাধান করা হয়েছিল;
- প্রকল্পের লক্ষ্য অর্জনের জন্য প্রকল্পে তহবিল বরাদ্দ যথেষ্ট ছিল কিনা;
- বরাদ্দকৃত তহবিল ১০০% ব্যবহার করা হয়েছে কিনা; যদি না হয় তার কারণ কি;

ঘ) প্রকল্পের সম্ভাব্য Exit Plan সম্পর্কিত তথ্যাদি

- প্রকল্পের মাধ্যমে গৃহীত কার্যক্রমসমূহের টেকসইকরণ

ঙ) প্রকল্পের প্রভাব

- মোহনা ও উপকূলীয় জলাশয়ের বর্তমান মজুদ ও সর্বোচ্চ সহনীয় আহরণের পরিমাণ নিশ্চিতকরণ;
- উপরের স্তর ও তলদেশের মৎস্য সম্পদের স্থিতি এবং সর্বোচ্চ মাত্রা নিরূপণ;
- সফটওয়্যার ব্যবহারের প্রভাব;
- সামুদ্রিক মৎস্য সম্পদের উপর পরিবেশগত প্রভাব;
- (MCS) কার্যক্রমের প্রভাব;

চ) প্রকল্পের সবল, দুর্বল, সুযোগ ও ঝুঁকি বিশ্লেষণ

- প্রকল্পের সবল (strength) দিকগুলো;
- প্রকল্পের দুর্বল (weakness) দিকগুলো;
- প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে কোন সুযোগ (opportunity) সৃষ্টি হয়েছিল কিনা বা বর্তমানে আছে কিনা;

- প্রকল্প বাস্তবায়নের পর বর্তমানে কোন ধরনের ঝুঁকি (threat) আছে কিনা।

ছ) সুপারিশমালা

- প্রকল্পের সবচেয়ে ভাল দিকগুলো অন্যান্য প্রকল্পের ক্ষেত্রে অনুসরণ করার পরামর্শ প্রদান।

২.৪.৪. প্রশ্নাবলি/গাইডলাইন/চেকলিস্ট প্রি-টেস্টিং ও চূড়ান্তকরণ

প্রশ্নাবলি, গাইডলাইন ও চেকলিস্টসমূহ (পরিশিষ্ট-১ থেকে পরিশিষ্ট-১১) মূল্যায়ন সমীক্ষার উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে তৈরি করা হয়েছে। এসব প্রশ্নাবলি আইএমইডি-এর স্টিয়ারিং কমিটি কর্তৃক পর্যালোচনা এবং তাদের মতামত সাপেক্ষে সংশোধন করা হয়েছে। এরপর এগুলো পুনরায় স্টিয়ারিং কমিটিতে উপস্থাপন করা হয় চূড়ান্ত অনুমোদনের জন্য। এরপর প্রশ্নাবলি তথ্য সংগ্রহকারীদের দ্বারা প্রি-টেস্টিং-এর মাধ্যমে পরীক্ষা করা হয়। প্রি-টেস্টিং/পরীক্ষার ফলাফলের ভিত্তিতে প্রয়োজনীয় সংশোধনির পর প্রশ্নাবলি উপাত্ত সংগ্রহের জন্য চূড়ান্ত করা হয়েছে।

২.৪.৫. সমীক্ষা কাজে ব্যবহৃতব্য নির্দেশক/সূচকসমূহ

মূল্যায়ন সমীক্ষা কাজের উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য বিভিন্ন সূচক বা নির্দেশক ব্যবহার করা হয়েছিল এবং সম্ভাব্য সূচক বা নির্দেশকসমূহ টেবিল-৩.৪ এ প্রদত্ত হলো:

টেবিল-২.৪: প্রকল্প মূল্যায়ন সমীক্ষা কাজে ব্যবহৃত নির্দেশক/সূচক

শ্রেণিবিন্যাস	প্রভাব মূল্যায়ন সমীক্ষার নির্দেশক
ডেমোগ্রাফিক বৈশিষ্ট্যসমূহ	নাম, লিঙ্গ, বৈবাহিক অবস্থা, পেশা, শিক্ষা, বয়স প্রভৃতি।
আর্টিসেনাল ফিশারিজ এর ব্যবস্থাপনা	• মোহনা ও উপকূলীয় জলাশয়ের বর্তমান মজুদ • সর্বোচ্চ সহনীয় আহরণের পরিমাণ নিরূপণ
সামুদ্রিক মৎস্য সম্পদের টেকসই ব্যবস্থাপনা	• উপরের স্তর ও তলদেশের মৎস্য সম্পদের স্থিতি • সর্বোচ্চ মাত্রা নিরূপণ
জরিপ পরিচালনা	• জরিপ পরিচালনার ধরণ ও সংখ্যা • তথ্য ব্যাংক স্থাপন • প্রাপ্ত ফলাফলের উপযোগিতা
সামুদ্রিক মৎস্য সম্পদের সংরক্ষণ	• সামুদ্রিক মৎস্য সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার নিশ্চিতকরণ • টেকসই ব্যবস্থাপনার জন্য করণীয় • জেলেদের মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টির জন্য গৃহীত পদক্ষেপ এবং উপযোগিতা
ক্ষুদ্র ও বাণিজ্যিক মৎস্য সম্পদের তথ্য বিশ্লেষণ	• সফটওয়্যার-এর ব্যবহার • কার্যকরিতা • প্রাপ্ত ফলাফলের উপযোগিতা
সামুদ্রিক মৎস্য সম্পদের উপর পরিবেশগত প্রভাব	• দুষণের উৎস • সামুদ্রিক মৎস্য সম্পদের উপর দূষণের প্রভাব • দূষণ রোধে করণীয় • দূষণ রোধে প্রকল্প থেকে গৃহীত পদক্ষেপ
প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত	• প্রশিক্ষণের বিষয়বস্তু • প্রশিক্ষণের ব্যপ্তি • প্রশিক্ষণের উপযোগিতা • প্রশিক্ষণ থেকে প্রাপ্ত জ্ঞান কর্মক্ষেত্রে ব্যবহারের উপযোগিতা
Catch Assessment কর্মসূচির উন্নয়ন	• সামুদ্রিক ও উপকূলীয় মৎস্য সম্পদের নিয়ন্ত্রিত আহরণের মাত্রা নির্ধারণ • সামুদ্রিক ও উপকূলীয় মৎস্য সম্পদের নিয়ন্ত্রিত আহরণ নিশ্চিতকরণ • Catch Assessment কর্মসূচির উপযোগিতা

MCS কার্যক্রমের উন্নয়ন	• সামুদ্রিক সম্পদের তদারকি • সামুদ্রিক সম্পদের ব্যবস্থাপনা
প্রকল্পের সবল ও দুর্বল দিকসমূহ	• প্রকল্পের কাজের সবল দিকসমূহ চিহ্নিত করা • প্রকল্পের দুর্বল দিকসমূহ চিহ্নিত করা • প্রকল্পের কারণে সৃষ্ট সুযোগসমূহ চিহ্নিত করা • প্রকল্পের ঝুঁকিপূর্ণ দিকসমূহ
পরামর্শসমূহ	• প্রকল্পের সুনির্দিষ্ট Exit plan • প্রকল্পের প্রভাব উন্নয়নে সুনির্দিষ্ট মতামত • ভবিষ্যতে এ জাতীয় প্রকল্প বাস্তবায়নের প্রয়োজনীয়তা • প্রকল্পের সবচেয়ে ভাল দিকগুলো অন্যান্য প্রকল্পের ক্ষেত্রে অনুসরণ করার পরামর্শ প্রদান।

২.৪.৬. প্রশ্নাবলির বৈধতা যাচাই

প্রশ্নাবলির গঠন ও নির্ভুলতা, সাক্ষাৎকার গ্রহণের সময় নির্ধারণ ও মাঠ পর্যায়ে তথ্য সংগ্রহে পর্যাপ্ত উপাত্ত আছে কিনা তা জানার জন্য প্রণীত প্রশ্নাবলি তথ্য সংগ্রহকারীদের দ্বারা যাচাই করা হয়। প্রশ্নাবলি যাচাইয়ের পর পরামর্শক, আইএমইডি এর সহায়তায় প্রশ্নাবলিতে প্রয়োজনীয় সংশোধনি এনে প্রশ্নপত্র চূড়ান্ত করা হয়।

২.৪.৭. উপাত্ত সংগ্রহ পদ্ধতি

মূল্যায়ন সমীক্ষার তিন ধরনের উপাত্ত সংগ্রহ করা হয়েছে যা নিম্নে দেওয়া হলোঃ

২.৪.৭.১ সেকেন্ডারি ডকুমেন্ট পর্যালোচনা ও বিশ্লেষণ

- সেকেন্ডারি ডকুমেন্ট থেকে প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। পরামর্শক বাস্তবায়নকারী সংস্থার সাথে যেমন মৎস্য অধিদপ্তর, আইএমইডি এবং অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের এবং বিভিন্ন কর্মকর্তার সহযোগিতার মাধ্যমে এসকল কার্য সম্পাদন করা হয়।
- পরামর্শক প্রকল্পের বাস্তবিক এবং আর্থিক অর্জনসমূহ পর্যালোচনা করেছেন। বাস্তবায়িত প্রকল্পের আর্থিক অগ্রগতি যেমনঃ
  - ক) বছর অনুযায়ী প্রকল্পের বিভিন্ন অঙ্গের মূল ও প্রকৃত খরচের তুলনা
  - খ) অঙ্গ অনুযায়ী বাস্তবায়িত প্রকল্পের ব্যয়
  - গ) কার্য সম্পাদন ব্যয়
  - ঘ) অতিরিক্ত ব্যয় হয়ে থাকলে তার ব্যাখ্যা
- প্রকল্পের বিভিন্ন কার্যক্রমের উন্নয়ন পর্যালোচনা করা।
- ক্রয় প্রক্রিয়া পর্যালোচনা করা।
- ক্রয় সংক্রান্ত সবচেয়ে ভাল দিকগুলো অনুসরণ করা।
- নথি/ডকুমেন্টস/রিপোর্ট-এর উপর ভিত্তি করে প্যাকেজ ভিত্তিক তথ্যাদি পর্যালোচনা করা
- ডিপিপি'র নির্দেশনা ও অনুমোদিত স্পেসিফিকেশনের সাথ বাস্তব কাজের তুলনা।

২.৪.৭.২ পর্যবেক্ষণ

- পরামর্শক বাস্তবায়িত প্রকল্পের বিভিন্ন কম্পোনেন্ট পরিদর্শন করেছেন।
- মাঠ পর্যায়ের কাজের পর্যালোচনা এবং কার্যকারিতা মূল্যায়ন করেছেন।
- মাঠ পরিদর্শনের সময় পরামর্শক আইএমইডি কর্মকর্তাবৃন্দকে আমন্ত্রণ জানান। যৌথভাবে মাঠ পরিদর্শন করার ফলে মাঠ পর্যায়ের বিভিন্ন ত্রুটি বিচ্যুতিগুলো উঠে এসেছে, যা পরবর্তী পরিকল্পনা গ্রহণে সহায়তা করবে বলে আশা করা যায়।
- মাঠ পরিদর্শনের সময় মৎস্য অধিদপ্তরের মাঠ পর্যায়ের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সম্পৃক্ত করা হয়েছে।

২.৪.৭.৩ প্রকল্পের উপকারভোগী/কন্ট্রোল গ্রুপ উত্তরদাতাদের সাক্ষাৎকার

- সরাসরি সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে প্রাথমিক তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। তথ্য সংগ্রহকারী প্রকল্পের উদ্দেশ্য বর্ণনা করে উত্তরদাতার কাছ থেকে তথ্য সংগ্রহ করেছেন।
- তথ্য সংগ্রহকারী নির্দিষ্ট এলাকায় উপকারভোগী/কন্ট্রোল গ্রুপ উত্তরদাতাদের কাছে তার পরিচয় প্রদান করেছেন এবং প্রকল্পের উদ্দেশ্যগুলো বর্ণনা করে প্রশ্নাবলিতে উল্লেখিত ধারাবাহিকতা বজায় রেখে প্রশ্ন করেছেন ও প্রশ্নাবলি পূরণ করেছেন।
- পূরণকৃত প্রশ্নাবলি মাঠ পরিদর্শক (ফিল্ড সুপারভাইজার) কর্তৃক যথাযথ পরীক্ষা নিরীক্ষাপূর্বক প্রকল্প উপকারভোগী ও কন্ট্রোল গ্রুপ উত্তরদাতার জন্য আলাদাভাবে সংশ্লিষ্ট পরামর্শক প্রতিষ্ঠানের অফিসে সংরক্ষণের জন্য জমা দেয়।

২.৪.৭.৪ দলভিত্তিক আলোচনা (এফজিডি)

- নির্বাচিত ল্যান্ড স্টেশনের এমন একটি জায়গায় ফোকাস গ্রুপ ডিসকাশন সভা করা হয়েছে, যা অংশগ্রহণকারীদের জন্য সুবিধাজনক এবং মুক্তভাবে কথা বলার উপযুক্ত পরিবেশ প্রদান করে। দলীয় আলোচনা একজন সঞ্চালক বা সমন্বয়কারী দ্বারা পরিচালিত হয় এবং যিনি প্রকল্প সম্পর্কিত বিষয়ের উপরে মুক্তভাবে কথা বলার জন্য সভায় অংশগ্রহণকারীদের উৎসাহিত করেন।
- এফজিডি গাইডলাইন অনুযায়ী ফোকাস দলের সভা পরিচালিত করা হয় এবং গাইডলাইনে উল্লিখিত সূচক/বিষয় অনুযায়ী ধারাবাহিকভাবে আলোচনা করা হয়।
- মূল্যায়ন দলের সদস্য অথবা সমন্বয়কারী আলোচনা অনুষ্ঠান হতে প্রাপ্ত মূল তথ্যসমূহ নোট বুকে রেকর্ড করেছিলেন।

২.৪.৮. সকল প্রকার স্টেকহোল্ডারদের উপস্থিতিতে মাঠ পর্যায়ে কর্মশালা

স্থানীয় পর্যায়ের কর্মশালাটির স্থান নির্ধারণের জন্য প্রকল্প এলাকার উপর স্টাডি করে বিভিন্ন নির্দেশক যেমন প্রকল্প এলাকার কাজের পরিধি অথবা সুবিধাভোগীদের সংখ্যা বেশি প্রভৃতি বিষয় বিবেচনাপূর্বক কর্মশালার স্থান হিসেবে চট্টগ্রাম জেলাকে নির্বাচন করা হয়েছিল। আইএমইডি-এর কর্মকর্তাদের সাথে আলোচনা সাপেক্ষে কর্মশালার স্থান চূড়ান্তকরণ করা হয়েছে। ষ্টেকহোল্ডারদের মধ্যে কর্মশালায় উপস্থিত ছিলেন প্রকল্প এলাকায় বসবাসকারী সব ধরনের উপকারভোগী জনগণ (মহিলা ও পুরুষ), স্থানীয় নেতৃবৃন্দ, শিক্ষক, ছাত্র, সামাজিক প্রতিনিধি ইত্যাদিসহ সংশ্লিষ্ট উপজেলা পর্যায়ে কর্মকর্তাগণ। ষ্টেকহোল্ডারদের সাথে যেসব বিষয়বস্তু নিয়ে আলোচনা হয়েছিল সেগুলো নিম্নে উপস্থাপন করা হলো:

- এলাকার প্রয়োজনীয়তার সাথে প্রকল্পটির প্রাসঙ্গিকতা
- প্রকল্পের প্রধান প্রধান কর্মকান্ডসমূহ
- ভৌতকাঠামো সুবিধা প্রদানের সঠিকতা যাচাই;
- যন্ত্রপাতির প্রাপ্যতা ও ব্যবহার;
- প্রকল্পটি বাস্তবায়নের ফলে অর্জিত সুবিধাসমূহ
- প্রকল্পের সবল ও দুর্বল দিকসমূহ
- প্রকল্পের কারণে সৃষ্ট সুযোগ ও ঝুঁকিপূর্ণ দিকসমূহ
- অন্য এলাকায় একই রকম আরো উন্নত প্রকল্পের জন্য সুপারিশ।

২.৪.৯. তথ্য ব্যবস্থাপনা, প্রক্রিয়াকরণ এবং বিশ্লেষণ

গুণগত ফলাফল ও সঠিক বিশ্লেষণের জন্য পূরণকৃত প্রশ্নাবলি খসড়া উপাত্ত হিসেবে বিবেচনা করা হয়। ডাটা কালেকশনের জন্য নিম্নের কার্যক্রমগুলো গ্রহণ করা হয়েছিল:

প্রশ্নাবলি সম্পাদনা ও কোডিং: প্রতিটি প্রশ্নাবলি কম্পিউটারে এন্ট্রি করার পূর্বেই সম্পাদনা ও কোডিংয়ের কাজ করা হয়। কোডিং কাজ সরাসরি পরামর্শকের তত্ত্বাবধানে সম্পন্ন করা হয়।

কম্পিউটারে ডাটা এন্ট্রি: সম্পাদিত ও কোডিং তথ্য প্রশ্নাবলি অনুযায়ী ডাটা অপারেটরের মাধ্যমে কম্পিউটারের নির্দিষ্ট সফটওয়্যারে এন্ট্রি করা হয়। SPSS/MS Access নামক কম্পিউটার প্যাকেজ ডাটা এন্ট্রির জন্য ব্যবহার করা হয়।

মূল্যায়ন সমীক্ষার উদ্দেশ্যের সাথে সামঞ্জস্য বজায় রেখে ও সমীক্ষার জন্য নির্ধারিত সমস্ত সূচক/ভেরিয়েবল অনুযায়ী ফ্রিকোয়েন্সি টেবিল এবং ক্রস টেবিল তৈরি করা হয়েছে।

তথ্য বিশ্লেষণ (Data Analysis): উপাত্ত যা মাঠপর্যায় সমীক্ষার মাধ্যমে সংগ্রহ করা হয়েছে তা সামষ্টিক বিশ্লেষণ করা হয়। পরামর্শক এ কাজের জন্য MS Access এবং SPSS কম্পিউটার প্রোগ্রাম ব্যবহার করেছেন। প্রাপ্ত তথ্যগুলোকে প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে কি কি উদ্দেশ্য অর্জিত হয়েছে অথবা হয়নি তা হাইপোথিসিস, কাই স্কয়ার টেস্ট, টি-টেস্ট, Correlation, Regression প্রভৃতি Statistical Analysis- এর মাধ্যমে নির্ধারণপূর্বক প্রতিবেদনে উপস্থাপন করা হয়েছে। কিন্তু সেকেন্ডারি বিশ্লেষণের তথ্য ও প্রাথমিক বিশ্লেষণের উপাত্তের সাথে তুলনাপূর্বক বিস্তারিত টেবিল, বর্ণনা ও বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

২.৫ কর্ম পরিকল্পনা

২৭/০১/২০২২ তারিখে বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগের সাথে স্বাক্ষরিত চুক্তি অনুযায়ী নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সমীক্ষা কার্যক্রম সমাপ্তের লক্ষ্যে একটি সময়ভিত্তক কর্ম-পরিকল্পনা নিম্নে দেওয়া হল-

ক্রমিক নং	কার্যাবলী	মেয়াদ	
		শুরু	শেষ
	প্রারম্ভিক প্রস্তুতি		
১	খসড়া প্রারম্ভিক প্রতিবেদন প্রণয়ন ও দাখিল এবং আইএমইডি ও সংশ্লিষ্ট টেকনিক্যাল কমিটির সভা	২৭/০১/২০২২	১৫/০২/২০২২
২	টেকনিক্যাল কমিটির মতামত সাপেক্ষে প্রারম্ভিক প্রতিবেদন সংশোধন ও দাখিল এবং আইএমইডি ও সংশ্লিষ্ট স্টিয়ারিং কমিটির সভা	১৬/০২/২০২২	২৭/০২/২০২২
৩	চূড়ান্ত প্রারম্ভিক প্রতিবেদন দাখিল	২৮/০২/২০২২	০৩/০৩/২০২২
৪	তথ্য সংগ্রহকারীদের প্রশিক্ষণ	০৬/০৩/২০২২ সময়ঃ সকাল ৯টা থেকে বিকেল ৫টা	
৫	মাঠ পর্যায়ে প্রিটেস্ট এবং চূড়ান্ত প্রশ্নপত্র প্রণয়ন	০৭/০৩/২০২২ হতে ০৯/০৩/২০২২	
	মাঠ পর্যায়ের কাজ		
৬	তথ্য সংগ্রহ ও কার্যক্রম পরিদর্শন এবং স্থানীয় পর্যায়ে কর্মশালা	১০/০৩/২০২২	২৫/০৩/২০২২
৭	ডাটা এন্ট্রি, ভেরিফিকেশন, ডাটা প্রসেসিং, ডাটা এনালাইসিস	২৬/০৩/২০২২	০৪/০৪/২০২২
	প্রতিবেদন প্রণয়ন		
৮	খসড়া প্রতিবেদন প্রণয়ন ও দাখিল	১৫/০৫/২০২২	২০/০৫/২০২২
৯	টেকনিক্যাল কমিটির সভায় খসড়া প্রতিবেদন পর্যালোচনা	২০/০৫/২০২২	২২/০৫/২০২২
১০	খসড়া প্রতিবেদন সংশোধন, স্টিয়ারিং কমিটির সভায় খসড়া প্রতিবেদন পর্যালোচনা	২৫/০৫/২০২২	৩১/০৫/২০২২
১১	২য় খসড়া প্রতিবেদন সংশোধন ও কর্মশালায় উপস্থাপন	০২/০৬/২০২২	১০/০৬/২০২২
১২	কর্মশালার মতামতের ভিত্তিতে প্রতিবেদন চূড়ান্তকরণ এবং চূড়ান্ত ইংরেজি প্রতিবেদন প্রণয়ন ও দাখিল	১১/০৬/২০২২	১৫/০৬/২০২২

তৃতীয় অধ্যায়

ফলাফল পর্যালোচনা

৩.১. প্রকল্পের অগ্রগতি

৩.১.১. অর্থবছরভিত্তিক বরাদ্দ, ছাড় ও ব্যয়

সর্বশেষ সংশোধনী অনুযায়ী, প্রকল্পটি মোট ১৩৭৪১.০০ লক্ষ টাকা (জিওবি ৬৮১৮.০০ লক্ষ টাকা এবং প্রকল্প সহায়তা ৬৯২৩.০০ লক্ষ টাকা) ব্যয়ে জুন ২০১৯ তারিখের মধ্যে সম্পন্ন হওয়ার কথা ছিল। তার মধ্যে প্রথম (২০০৭-০৮) অর্থ বছরে মোট বরাদ্দ নির্ধারণ করা হয়েছিল ৯৭.০০ লক্ষ টাকা যা মোট বরাদ্দের ০.০০৭%। প্রথম অর্থ বছরের নির্ধারিত বরাদ্দের অনুকূলে ছাড় করা হয়েছিল ৭৫.৫৮ লক্ষ টাকা এবং উক্ত অর্থ বছরে ছাড়কৃত সমুদয় অর্থই খরচ হয়েছিল। প্রকল্পের ২য় (২০০৮-০৯) অর্থ-বছরে মোট বরাদ্দ নির্ধারণ করা হয়েছিল ২৪১.০০ লক্ষ টাকা (জিওবি ২০১.০০ লক্ষ টাকা এবং প্রকল্প সহায়তা ৪০.০০ লক্ষ টাকা) এবং উক্ত অর্থ বছরে মোট ব্যয় হয়েছিল ১৬৩.৫১ লক্ষ টাকা (জিওবি ১২৩.৫৩ লক্ষ টাকা এবং প্রকল্প সহায়তা ৩৯.৯৮ লক্ষ টাকা), যা উক্ত অর্থ-বছরে বরাদ্দকৃত অর্থের ৬৭.৬৫%।

প্রকল্পের ৩য় (২০০৯-১০) অর্থ-বছরে মোট বরাদ্দ নির্ধারণ করা হয়েছিল ২৬৪.০০ লক্ষ টাকা (জিওবি ১৩১.০০ লক্ষ টাকা এবং প্রকল্প সহায়তা ১৩৩.০০ লক্ষ টাকা) এবং উক্ত অর্থ বছরে মোট ব্যয় হয়েছিল ১৪২.৭৯ লক্ষ টাকা (জিওবি ১২৩.১৯ লক্ষ টাকা এবং প্রকল্প সহায়তা ১৯.৬০ লক্ষ টাকা), যা উক্ত অর্থ-বছরে বরাদ্দকৃত অর্থের ৫৪.০৯%।

প্রকল্পের ৪র্থ (২০১০-১১) অর্থ-বছরে মোট বরাদ্দ নির্ধারণ করা হয়েছিল ১২৯.০০ লক্ষ টাকা (জিওবি ১০৪.০০ লক্ষ টাকা এবং প্রকল্প সহায়তা ২৫.০০ লক্ষ টাকা) এবং উক্ত অর্থ বছরে মোট ব্যয় হয়েছিল ১৩৩.৬৮ লক্ষ টাকা (জিওবি ১০৩.২৫ লক্ষ টাকা এবং প্রকল্প সহায়তা ৩০.৪৩ লক্ষ টাকা), যা উক্ত অর্থ-বছরে বরাদ্দকৃত অর্থের ১০৩.৬৩%।

প্রকল্পের ৫ম (২০১১-১২) অর্থ-বছরে মোট বরাদ্দ নির্ধারণ করা হয়েছিল ২২৯.০০ লক্ষ টাকা (জিওবি ১১৪.০০ লক্ষ টাকা এবং প্রকল্প সহায়তা ১১৫.০০ লক্ষ টাকা) এবং উক্ত অর্থ বছরে মোট ব্যয় হয়েছিল ২০৭.৯১ লক্ষ টাকা (জিওবি ১১৩.৭৮ লক্ষ টাকা এবং প্রকল্প সহায়তা ৯৪.১৩ লক্ষ টাকা), যা উক্ত অর্থ-বছরে বরাদ্দকৃত অর্থের ৯০.৭৯%।

অনুরূপভাবে, প্রকল্পের ৬ষ্ঠ (২০১২-১৩) অর্থ-বছরে মোট বরাদ্দ নির্ধারণ করা হয়েছিল ২১২.০০ লক্ষ টাকা (জিওবি ১৬০.০০ লক্ষ টাকা এবং প্রকল্প সহায়তা ৫২.০০ লক্ষ টাকা) এবং উক্ত অর্থ বছরে মোট ব্যয় হয়েছিল ২৩৪.৮২ লক্ষ টাকা (জিওবি ১৫৯.৯৩ লক্ষ টাকা এবং প্রকল্প সহায়তা ৭৪.৮৯ লক্ষ টাকা), যা উক্ত অর্থ-বছরে বরাদ্দকৃত অর্থের ১১০.৭৬%।

২০১৩-১৪ অর্থ-বছরে প্রকল্পে মোট বরাদ্দ নির্ধারণ করা হয়েছিল ১৮৫০.০০ লক্ষ টাকা (জিওবি ২৫০.০০ লক্ষ টাকা এবং প্রকল্প সহায়তা ১৬০০.০০ লক্ষ টাকা) এবং উক্ত অর্থ বছরে মোট ব্যয় হয়েছিল ১৮৫৩.৯৪ লক্ষ টাকা (জিওবি ২৪৯.৯৯ লক্ষ টাকা এবং প্রকল্প সহায়তা ১৬০৩.৯৫ লক্ষ টাকা), যা উক্ত অর্থ-বছরে বরাদ্দকৃত অর্থের ১০০.২১%।

২০১৪-১৫ অর্থ-বছরে প্রকল্পে মোট বরাদ্দ নির্ধারণ করা হয়েছিল ৩৯৯৭.০০ লক্ষ টাকা (জিওবি ৯৯৭.০০ লক্ষ টাকা এবং প্রকল্প সহায়তা ৩০০০.০০ লক্ষ টাকা) এবং উক্ত অর্থ বছরে মোট ব্যয় হয়েছিল ৪৭২৮.৮৫ লক্ষ টাকা (জিওবি ৫৯৬.৯৭ লক্ষ টাকা এবং প্রকল্প সহায়তা ৪১৩১.৮৮ লক্ষ টাকা), যা উক্ত অর্থ-বছরে বরাদ্দকৃত অর্থের ১১৮.৩১%।

২০১৫-১৬ অর্থ-বছরে প্রকল্পে মোট বরাদ্দ নির্ধারণ করা হয়েছিল ২০৯৫.০০ লক্ষ টাকা (জিওবি ৫৯৫.০০ লক্ষ টাকা এবং প্রকল্প সহায়তা ১৫০০.০০ লক্ষ টাকা) এবং উক্ত অর্থ বছরে মোট ব্যয় হয়েছিল ২০১২.৪০ লক্ষ টাকা (জিওবি ৫৩৩.৯৮ লক্ষ টাকা এবং প্রকল্প সহায়তা ১৪৭৮.৪২ লক্ষ টাকা), যা উক্ত অর্থ-বছরে বরাদ্দকৃত অর্থের ৯৬.০৬%।

২০১৬-১৭ অর্থ-বছরে প্রকল্পে মোট বরাদ্দ নির্ধারণ করা হয়েছিল ১০০০.০০ লক্ষ টাকা (জিওবি ৭০০.০০ লক্ষ টাকা এবং প্রকল্প সহায়তা ৩০০.০০ লক্ষ টাকা) এবং উক্ত অর্থ বছরে মোট ব্যয় হয়েছিল ১৩৩২.৪২ লক্ষ টাকা (জিওবি ৬৮৩.৮৩ লক্ষ টাকা এবং প্রকল্প সহায়তা ৬৪৮.৫৯ লক্ষ টাকা), যা উক্ত অর্থ-বছরে বরাদ্দকৃত অর্থের ১৩৩.১৭%।

২০১৭-১৮ অর্থ-বছরে প্রকল্পে মোট বরাদ্দ নির্ধারণ করা হয়েছিল ২০৪৯.০০ লক্ষ টাকা (জিওবি ১৯২৯.০০ লক্ষ টাকা এবং প্রকল্প সহায়তা ১২০.০০ লক্ষ টাকা) এবং উক্ত অর্থ বছরে মোট ব্যয় হয়েছিল ১৮৮৭.৫৭ লক্ষ টাকা (জিওবি ১৭৭৬.১৯ লক্ষ টাকা এবং প্রকল্প সহায়তা ১১১.৩৮ লক্ষ টাকা), যা উক্ত অর্থ-বছরে বরাদ্দকৃত অর্থের ৯২.১২%।

প্রকল্পের শেষ অর্থ-বছরে (২০১৮-১৯) মোট বরাদ্দ নির্ধারণ করা হয়েছিল ১৫৭৮ লক্ষ টাকা (জিওবি ১৫৪০.০০ লক্ষ টাকা এবং প্রকল্প সহায়তা ৩৮.০০ লক্ষ টাকা) এবং উক্ত অর্থ বছরে মোট ব্যয় হয়েছিল ১৫৫৮.০৭ লক্ষ টাকা (জিওবি ১৫০৮.১৯ লক্ষ টাকা এবং প্রকল্প সহায়তা ৪৯.৮৮ লক্ষ টাকা), যা উক্ত অর্থ-বছরে বরাদ্দকৃত অর্থের ৯৮.৭৪%।

প্রকল্প কর্তৃপক্ষ হতে প্রাপ্ত প্রাপ্ত বছর ভিত্তিক অর্থছাড় ও বাস্তবায়ন অবস্থা সংক্রান্ত প্রতিবেদন পর্যালোচনায় প্রতীয়মান হয়েছে যে, ২০১০-১১, ২০১২-১৩, ২০১৩-১৪, ২০১৪-১৫ এবং ২০১৬-১৭ অর্থ বছরে প্রাপ্ত বরাদ্দ যথাক্রমে ১২৯.০০ লক্ষ টাকা, ২১২.০০ লক্ষ টাকা, ১৮৫০.০০ লক্ষ টাকা, ৩৯৯৭.০০ লক্ষ টাকা, ১০০০.০০ লক্ষ টাকার বিপরীতে প্রকৃত ব্যয় দেখানো হয়েছে যথাক্রমে ১০৩.৬৩%, ১১০.৭৪%, ১০০.২১%, ১১৮.৩১% এবং ১৩৩.১৭%। বিস্তারিত নিম্নের সারণী ৩.১ প্রদান করা হলো:

সারণি-৩.১: অর্থবছরভিত্তিক বরাদ্দ, ছাড়, ব্যয় ও অগ্রগতি

(লক্ষ টাকা)

অর্থ-বছর	এডিপি/সংশোধিত এডিপি বরাদ্দ			অবমুক্তি	ব্যয়		
	মোট	টাকা	প্রঃসাঃ		মোট	টাকা	প্রঃসাঃ
২০০৭-২০০৮	৯৭.০০	৯৭.০০	-	৭৫.৫৮	৭৫.৫৮	৭৫.৫৮	-
২০০৮-২০০৯	২৪১.০০	২০১.০০	৪০.০০	১২৩.৫৩	১৬৩.৫১	১২৩.৫৩	৩৯.৯৮
২০০৯-২০১০	২৬৪.০০	১৩১.০০	১৩৩.০০	১২৩.১৯	১৪২.৭৯	১২৩.১৯	১৯.৬০
২০১০-২০১১	১২৯.০০	১০৪.০০	২৫.০০	১০৩.২৫	১৩৩.৬৮	১০৩.২৫	৩০.৪৩
২০১১-২০১২	২২৯.০০	১১৪.০০	১১৫.০০	১১৩.৭৮	২০৭.৯১	১১৩.৭৮	৯৪.১৩
২০১২-২০১৩	২১২.০০	১৬০.০০	৫২.০০	১৫৯.৯৩	২৩৪.৮২	১৫৯.৯৩	৭৪.৮৯
২০১৩-২০১৪	১৮৫০.০০	২৫০.০০	১৬০০.০০	২৪৯.৯৯	১৮৫৩.৯৪	২৪৯.৯৯	১৬০৩.৯৫
২০১৪-২০১৫	৩৯০৯৭.০০	২৯৭.০০	৩০০০.০০	৫৯৬.৯৭	৪৭২৮.৮৫	৫৯৬.৯৭	৪১৩১.৮৮
২০১৫-২০১৬	২০৯৫.০০	৫৯৫.০০	১৫০০.০০	৫৩৩.৯৮	২০১২.৪০	৫৩৩.৯৮	১৪৭৮.৪২
২০১৬-২০১৭	১০০০.০০	৭০০.০০	৩০০.০০	৬৮৩.৮৩	১৩৩২.৪২	৬৮৩.৮৩	৬৪৮.৫৯
২০১৭-২০১৮	২০৪৯.০০	১৯২৯.০০	১২০.০০	১৭৭৬.১৯	১৮৮৭.৫৭	১৭৭৬.১৯	১১১.৩৮
২০১৮-১৯	১৫৭৮.০০	১৫৪০.০০	৩৮.০০	১৫০৮.১৯	১৫৫৮.০৭	১৫০৮.১৯	৪৯.৮৮
সর্বমোট	**১৩৭৪১.০০**	**৬৮১৮.০০**	**৬৯২৩.০০**	**৬০৪৮.৪১**	**১৪৩৩১.৫৪**	**৬০৪৮.৪১**	**৮২৮৩.১৩**

তথ্যসূত্র: প্রকল্পের সমাপ্তি মূল্যায়ন প্রতিবেদন

৩.১.৩. প্রধান প্রধান কার্যক্রমের অগ্রগতি

প্রকল্পের প্রধান প্রধান কার্যক্রমের মধ্যে ছিল গবেষণা ও জরিপ জাহাজ ক্রয় যা দ্বারা ডিমারসাল ও প্যালাজিক সার্ভে কার্যক্রম পরিচালনা করা এবং ল্যান্ড বেজড সার্ভে কার্যক্রম পরিচালনা করা; জরিপ সরঞ্জাম ও যন্ত্রপাতি ক্রয়; Monitoring, Control and Surveillance (MCS) বাস্তবায়নে Vessel Tracking Monitoring System (VTMS) স্থাপন; মৎস্য অধিদপ্তরের কর্মকর্তা/কর্মচারীগণের প্রশিক্ষণ এবং প্রয়োজনীয় কর্মশালা; প্রজেক্ট ফাইন্যান্সিয়াল অডিট; MCS এর নিমিত্ত ডাটাবেজ তৈরি; মৎস্য ভবনে Disaster Recovery Site স্থাপন ও উপকূলীয় জেলা-

উপজেলার সাথে নেটওয়ার্ক গড়ে তোলা; পূর্ব পতেঙ্গাস্থ মেরিন ফিশারিজ সার্ভিল্যান্স চেক পোস্টএ ভিটিএমএস সার্ভার কক্ষ স্থাপনের লক্ষ্যে অফিস ভবন, প্রকল্পের ফিল্ড অফিস এর প্রশিক্ষণ ভবন সংস্কার ও মেরামত এবং পন্টুন নির্মাণ। নিম্নে প্রকল্পের প্রধান প্রধান কার্যক্রমের অগ্রগতি তুলে ধরা হলো:

ক) গবেষণা ও জরিপ জাহাজ ক্রয় ও সংগ্রহ করে ডিমারসাল ও প্যালাজিক সার্ভে এবং প্রয়োজনীয় গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা: সামুদ্রিক মৎস্য সম্পদের স্থিতিশীল উৎপাদনে সামুদ্রিক মৎস্য সম্পদের পরিমান নিরূপনে ভেসেল বেজড গবেষণার জন্য গবেষণা ও জরিপ জাহাজ "আর ভি মীন সন্ধানী" ক্রয় করা হয়েছে। বিগত ২০১৬ সালে গবেষণা জাহাজ সংগ্রহের পর হতে প্রকল্পকালীন সময়ে বঙ্গোপসাগরের বিভিন্ন গভীরতায় শ্রিম্প, ডিমারসাল ও পেলাজিক প্রকৃতির সর্বমোট ২৪টি ক্রুজ সম্পন্ন করা হয়। ক্রুজসমূহ হতে প্রাপ্ত জৈবিক তথ্যের ভিত্তিতে বিশেষায়িত সফ্টওয়ারে বিশ্লেষণের মাধ্যমে Marine Fisheries Survey Reports and Stock Assessment 2019 প্রকাশ করা হয়। প্রকাশিত রিপোর্টের বিভিন্ন সুপারিশের ভিত্তিতে বর্তমানে সামুদ্রিক মৎস্য আহরণ ও ব্যবস্থাপনার কর্মকৌশল প্রণয়ন করা হচ্ছে। বর্তমানে গবেষণা ও জরিপ জাহাজ "আর ভি মীন সন্ধানী" মৎস্য অধিদপ্তরের সামুদ্রিক মৎস্য জরিপ ইউনিট, চট্টগ্রাম কর্তৃক ব্যবহৃত হচ্ছে।

খ) ল্যান্ড বেজড সার্ভে, ডিমারসাল সার্ভে ও প্যালাজিক সার্ভে কার্যক্রম পরিচালনা: ল্যান্ড বেজড সার্ভে মুলত উপকুলীয় মৎস্য অবতরণ কেন্দ্র এবং সরাসরি উপকুলীয় আর্টিস্যানাল মাছ ধরার নৌযান থেকে জরিপ পরিচালনা করা হয়। প্রকল্প হতে ল্যান্ড বেজড সার্ভে পরিচালনার জন্য উপকূলীয় উপজেলাসমূহের জন্য ৩৯টি মোটরসাইকেল ও বিভিন্ন জরিপ সরঞ্জাম ক্রয় করা হয়। গবেষণা ও জরিপ জাহাজ "আর ভি মীন সন্ধানী" এর মাধ্যমে গভীর সমূদ্রে ডিমারসাল সার্ভে ও প্যালাজিক সার্ভে কার্যক্রম নিয়মিত সামুদ্রিক মৎস্য ইউনিট থেকে পরিচালনা করা হচ্ছে।

গ) জরিপ সরঞ্জাম ও যন্ত্রপাতি ক্রয়: ল্যান্ড বেজড ও ভেসেল বেজড সার্ভে পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় সকল যন্ত্রপাতি ও যানবাহন ক্রয়, সরবারহ ও সংযোজন করা হয়েছে।

ঘ) Monitoring, Control and Surveillance (MCS) পরিচালনায় Vessel Tracking Monitoring System (VTMS) স্থাপন: সামুদ্রিক সম্পদের তদারকি ও ব্যবস্থাপনার জন্য ১৩৩টি বানিজ্যিক মৎস্য ট্রলারে Vessel Tracking Monitoring System (VTMS) ট্রান্সপোন্ডার সংযোজন করা হয়। স্যাটেলাইট এর মাধ্যমে সিগন্যাল প্রদান ও গ্রহণে সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানের সাথে চুক্তির মেয়াদ শেষ হওয়ায় উক্ত কার্যক্রম বন্ধ হয়ে যায়। পরবর্তীতে বাংলাদেশ স্যাটেলাইট কমিউনিকেশন কোম্পানী লিঃ এর সহায়তায় বঙ্গবন্ধু-১ স্যাটেলাইট হতে গভীর সমুদ্রের মৎস্য নৌযানের গতিবিধি পর্যবেক্ষণ করার জন্য চুক্তি সম্পাদন করা হয়। তবে বিদ্যমান ট্রান্সপোন্ডার এর সাথে Compatable না হওয়ায় Vessel Tracking Monitoring System (VTMS) প্রকল্প চলাকালীন সময়ে স্যাটেলাইটজনিত সমস্যার কারণে চালু করা যায় নাই।

ঙ) মৎস্য অধিদপ্তরের কর্মকর্তা/কর্মচারীগণের প্রশিক্ষণ প্রদান: প্রকল্প চলাকালীন এ অংগের কার্যক্রম সঠিকভাবে পরিচালিত হয়েছে এবং উপকূলীয় মৎস্য ব্যবস্থাপনা, ফিশ পপুলেশন ডিনামিক্স, গবেষণা ও জরিপ পরিচালনা, নমূনা সংগ্রহ ও VTMS ব্যবহার বিষয়ে সর্বমোট ৪৩ কর্মকর্তাকে বিভিন্ন মেয়াদে বৈদেশিক প্রশিক্ষণ ও ৯৮১ জনকে স্থানীয় পর্যায়ের কর্মকর্তা কর্মচারীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। নিম্নে প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত তথ্যদি উপস্থাপন করা হলো:

প্রশিক্ষণ/স্টাডি ট্যুর/কর্মশালা/ সেমিনার	ডিপিপিতে সংস্থান		প্রকৃত		স্থান	প্রশিক্ষণের বিষয়বস্তু
	লোক সংখ্যা	মাস	লোক সংখ্যা	মাস		
১. বৈদেশিক প্রশিক্ষণ	৬৯	-	১০	০৯/১২/২০১২-২৩/১২/২০১২	মালয়েশিয়া	Coastal Fisheries Management Training,
			৫	০৬/০৯/২০১৮-১০/০৯/২০১৮	মালয়েশিয়া	Acoustic Training
			১০	২০/১০/২০১৮-২৬/১০/২০১৮	মালয়েশিয়া	International Acoustic Training
			৮	১৭/১১/২০১৮-২৩/১১-২০১৮	মালয়েশিয়া	International Training of Population Dynamics and Stock Assessment
			১০	০৭/০৪/২০১৯-১৩/০৪/২০১৯	মালয়েশিয়া	International Training on Vessel Tracking Monitoring System (VTMS)
সর্বমোট	**৬৯**	**-**	**৪৩**			
২. স্থানীয় প্রশিক্ষণ	৬২৮	-	৯০	১১/০৫/২০০৯-১৪/০৫/২০০৯	-	On Hand Training (Refresher Course)
			১৬৫	২৩/১১/২০১০-২৬/১১/২০১০	-	Training on Information Collection Techniques from the Landing Centre for Marine Fisheries Stock Assessment
			২৪০	১৭/০৭/২০১১-১৮/০৭/২০১১	-	On hand Training on information collection technique from the landing centre for marine fish stock assessment
			৮০	২৪/০৩/২০১৩-২৬/০৩/২০১৩	-	Local Study Tour for Coastal and Marine Fisheries Activities
			১১৫	১৯/০৭/২০১৪-২৩/০৭/২০১৪	-	Awareness building Workshop
			৬৩	০৫/১২/২০১৫-০৬/১২/২০১৫	-	Workshop for SOP and module
			৪০	০৮/০৯/২০১৫-১৪/০৯/২০১৫	-	Training on Monitoring Control and Surveillance (MCS)
			১৮০	১৯/০৪/২০১৬-২১/০৪/২০১৬	-	Consultative training workshop with stakeholder on resource assessment and management
			৪	০৫/০৮/২০১৭-	-	Training on Integrated Website

প্রশিক্ষণ/স্টাডি ট্যুর/কর্মশালা/ সেমিনার	ডিপিপিতে সংস্থান		প্রকৃত		স্থান	প্রশিক্ষণের বিষয়বস্তু
	লোক সংখ্যা	মাস	লোক সংখ্যা	মাস		
				০৬/০৮/২০১৭		Development
			৪	১১/০৬/২০১৮-১২/০৬/২০১৮	-	IT training
সর্বমোট	**৬২৮**	**-**	**৯৮১**	-	-	

চ) Monitoring, Control and Surveillance (MCS) পরিচালনা নিমিত্ত ডাটাবেজ তৈরি: প্রকল্প চলাকালীন সময়ে প্রকল্পের মাধ্যমে উপকূলীয় নদ-নদী ও সমুদ্রে জাল ও নৌকার জরিপ পরিচালনা করে ডাটাবেজ তৈরী করা হয়। প্রকল্পের মাধ্যমে আংশিক ও পরীক্ষামূলকভাবে ডাটাবেজ তৈরি করা হলেও বর্তমানে এ কার্যক্রম হালনাগাদকরণ বন্ধ রয়েছে।

ছ) মৎস্য ভবনে Disaster Recovery Site স্থাপন ও উপকূলীয় জেলা-উপজেলার সাথে নেটওয়ার্ক গড়ে তোলা: মৎস্য অধিদপ্তরের কেন্দ্রীয় দপ্তরের (মৎস্য ভবন) সার্ভার কক্ষে একটি Disaster Recovery Site স্থাপন করা হয়। স্থাপনের পর হতে এর মাধ্যমে নেটওয়াকিং জোরদার ও স্থায়ীভাবে টেকসই করার ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন।

জ) পূর্ব পতেঙ্গাস্থ মেরিন ফিশারিজ সার্ভিল্যান্স চেক পোস্ট এ ভিটিএমএস সার্ভার কক্ষ স্থাপনের লক্ষ্যে মেরিন ফিশারিজ সার্ভিল্যান্স চেক পোস্ট এর প্রশিক্ষণ ভবন সংস্কার ও মেরামতকরণ: মৎস্য অধিদপ্তরের মেরিন ফিশারিজ সার্ভিল্যান্স চেক পোস্টটি চট্রগ্রাম বন্দর কতৃপক্ষ কর্তৃক নতুন স্থানে স্থানান্তর করা হয়েছে বিধায় প্রকল্পের ফিল্ড অফিসে ভিটিএমএস সার্ভার কক্ষ স্থাপনের কাজ করা যায়

ঝ) পন্টুন নির্মাণ: বন্দর কর্তৃপক্ষ তাদের অর্থায়নে মেরিন ফিশারিজ সার্ভিল্যান্স চেক পোস্ট স্থাপন করে দিয়েছে। তবে এখন পর্যন্ত চট্রগাম বন্দর কর্তৃপক্ষ কর্তৃক পূর্বস্থাপিত স্থান হতে নতুন চেকপোস্টে পন্টুন স্থানান্তর করা হয় নাই।

৩.১.৪. প্রকল্পের সার্বিক ও অঙ্গভিত্তিক বিস্তারিত বাস্তবায়ন (বাস্তব ও আর্থিক) অগ্রগতি

প্রকল্পটির মূল অনুমোদিত ব্যয় ছিল ১১৯৪৬.৬০ লক্ষ টাকা (জিওবি ৪৫৫৬.৭০ লক্ষ টাকা ও প্রকল্প সহায়তা ৭৩৮৯.৯০ লক্ষ টাকা) এবং সংশোধিত অনুমোদিত ব্যয় ছিল ১৭০২৩.০০ লক্ষ টাকা (জিওবি ৮৫৪০.০০ লক্ষ টাকা ও প্রকল্প সহায়তা ৮৪৮৩.০০ লক্ষ টাকা)। সংশোধিত অনুমোদিত ব্যয়ের সাপেক্ষে প্রকল্পটির রাজস্ব খাতে বরাদ্দ ছিল ৭৯৮২.৭৬ লক্ষ টাকা, যা মোট বরাদ্দের প্রায় ৪৬.৮৯% এবং প্রকল্পের অনুকূলে উক্ত খাতে মোট অর্থ খরচ হয়েছে ৫৪৭৮.৭২৮ লক্ষ টাকা, যা রাজস্ব খাতে বরাদ্দকৃত অর্থের ৬৮.৬৩%। অপরদিকে প্রকল্পটিতে মূলধন খাতে মোট বরাদ্দ ছিল ৯০৪০.২৪ লক্ষ টাকা, যা মোট বরাদ্দের প্রায় ৫৩.১০% এবং প্রকল্পের অনুকূলে উক্ত খাতে মোট অর্থ খরচ হয়েছে ৮৮৪৩.৮২ লক্ষ টাকা, যা মূলধন খাতে বরাদ্দকৃত অর্থের ৯৭.৮৩%। প্রকল্প অফিস থেকে প্রাপ্ত তথ্য ও প্রকল্প পরিচালকের সাথে আলোচনায় প্রতীয়মান হয় যে, জুন ২০১৯ পর্যন্ত প্রকল্পটির মোট ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় হয়েছিল ১৪৩৩১.৫৪ লক্ষ টাকা। প্রকল্পের অব্যয়িত অর্থ রাষ্ট্রীয় কোষাগারে ফেরত প্রদান করা হয়েছে। বাস্তব অবস্থা পর্যবেক্ষণ ও প্রাপ্ত তথ্যের পর্যালোচনা ও বিশ্লেষণ করে প্রতীয়মান হয় যে, জুন, ২০১৯ পর্যন্ত প্রকল্পটির ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় হয়েছিল মোট বরাদ্দের ৮৪.১৯% এবং ক্রমপুঞ্জিত বাস্তব অগ্রগতি হয়েছিল ৭০%।

সারণি ৩.৩: প্রকল্পের অঙ্গভিত্তিক বাস্তব ও আর্থিক লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতি

(লক্ষ টাকায়)

কার্যক্রম	একক	প্রকল্পের লক্ষ্যমাত্রা		প্রকৃত ব্যয়		মন্তব্য (%)
		ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
(ক) ব্যয় খাতঃ রাজস্ব						
কর্মকর্তাদের বেতন	জন	২২	৪৩৬.০০	২২	৩২৭.৮৭	৭৫.২০
কর্মচারীদের বেতন	জন	৪৩	৪৬৫.০০	৪৩	৩৮৮.৪২	৮৩.৫৩
আউটসোর্সিং কর্মকর্তা	জন	১০	৮৫.০০	১০	৬৩.৩৪	৭৪.৫২
ভাতাদি	জন	৬৫	৭৪০.০০	৬৫	৬৮৭.৪২	৯২.৮৯
টিএ/ডিএ	লামসাম	-	২১০.০০	-	২১০.০০	১০০.০০
দৈনিক মজুরি ভিত্তিক শ্রমিক	লামসাম	-	৩০.০০	-	৩০.০০	১০০.০০
অতিরিক্ত খাটুনি	লামসাম	-	১২.০০	-	১২.০০	১০০.০০
ভিটিএমএস-এর জন্য স্যাটেলাইট ফি	লামসাম	-	৫৮৮.০০	-	১৩৮.২৫	২৩.৫১
সিডি/ভ্যাট (অডিট ও পরামর্শক ফার্ম)	লামসাম	-	২৩.৩০	-	২৩.৩০	১০০.০০
টেলিফোন/টেলিগ্রাফ/টেলিপ্রিন্টার	সেট	৭	১৪.০০	৭	১০.৩৯	৭৪.২১
রেজিষ্ট্রেশন ফি	লামসাম	-	১.০০	-	১.০০	১০০.০০
বিদ্যুৎ	লামসাম	-	২৪.০০	-	১২.২৫	৫১.০৪
গ্যাস ও জ্বালানী	লামসাম	-	১২.০০	-	৯.৭১	৮০.৯২
পেট্রোল ও লুব্রিকেন্ট	লামসাম	-	১৪৫.০০	-	১৪৫.০০	১০০.০০
ইন্স্যুরেন্স	লামসাম	-	১৬০.০০	-	১৪৩.৪৩	৮৯.৬৪
প্রিন্টিং	লামসাম	-	১০.০০	-	৯.৯৮	৯৯.৮০
স্টেশনারী ও কনজিওম্যাবল আইটেম	লামসাম	-	৮০.০০	-	৭৯.৯৭	৯৯.৯৬
প্রচার ও বিজ্ঞাপন	লামসাম	-	৮.০০	-	৭.৯৫	৯৯.৩৮
নাবিক দলের পোশাক	লামসাম	-	৮.০০	-	৮.০০	১০০.০০
প্রশিক্ষণ (দেশে ও বিদেশে)	লামসাম	-	২৬৩.০০	-	১৩৮.৪৬	৫২.৬৫
ওয়ার্কশপ/সেমিনার	লামসাম	-	৭২.০০	-	৪৩.১৮	৫৯.৯৭
সংরক্ষণ ও পোকা দমণের জন্য কেমিক্যালস ও অন্যান্য	লামসাম	-	১৪.০০	-	১১.৯৮	৮৫.৫৭
কনসালটেন্সি	জন	৭	৪৪৪.৬০	৭	৪০৮.০৬	৯১.৭৮
স্থানীয় দক্ষ টেকনিশিয়ান	জন	৪	৬০.০০	৪	৫৯.৬০	৯৯.৩৩
সম্মানী/ফি/মধ্যবর্তী মূল্যায়ন	লামসাম	-	১৫.০০	-	১৫.০০	১০০.০০
জরিপ কার্যক্রম	লামসাম	-	১৮০০.০০	-	১১৬৪.৮৩	৬৪.৭১
কম্পিউটার এক্সেসরিজ	লামসাম	-	১০.০০	-	১০.০০	১০০.০০
প্রজেক্ট ফাইন্যান্সিয়াল অডিটিং	সংখ্যা	৫	১০.৫০	৫	১০.৫০	১০০.০০
ভেসেলের সরঞ্জাম (ভেসেল ও সংশ্লিষ্ট অন্যান্য সরঞ্জাম)	লামসাম	-	১০০.০০	-	৬৯.৯৩	৬৯.৯৩
অন্যান্য ব্যয় (পত্রিকা, ইন্টারনেট, বিজ্ঞাপন, ইন্স্যুরেন্স, অন্যান্য বিল ইত্যাদি)	লামসাম	-	৬০৪.৭০	-	৬০৮.১৩	১০০.৫৭
মটর যানবাহন রক্ষণাবেক্ষণ	লামসাম	-	৬৬.০০	-	৬৪.১৯	৯৭.২৬
কম্পিউটার ও অফিস সরঞ্জাম মেরামত	লামসাম	-	৮.০০	-	৭.৯৯	৯৯.৮৮
কম্পিউটার ল্যাব ও ফিল্ড অফিসের সারভিলেন্স চেকপোষ্ট ও খুলনা ফিল্ড অফিস সংস্কার ও মেরামত	লামসাম	-	১৮.০০	-	১৭.৯৭	৯৯.৮৩
গবেষণা ও জরিপ জাহাজের স্পেয়ার পার্টস,	লামসাম	-	১৪৩০.০০	-	৫৪৯.৬২	৩৮.৪৩

কার্যক্রম	একক	প্রকল্পের লক্ষ্যমাত্রা		প্রকৃত ব্যয়		মন্তব্য (%)
		ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
স্পীড বোট, পন্টুন এবং ভিটিএমএস সংরক্ষণ ও মেরামত						
অন্যান্য মেরামত ও সংরক্ষণ (গ্যাংওয়ে)	সংখ্যা	১	১৯.৬৬	১	-	
উপ-মোট (রাজস্ব)			**৭৯৮২.৭৬**		**৫৪৭৮.৭২**	৬৮.৬৩
(খ) মূলধন খাত						
মটর সাইকেল ক্রয়	সংখ্যা	৩৯	৩২.৬৪	৩৯	৩২.৬৪	১০০.০০
গবেষণা ও জরিপ জাহাজ	সংখ্যা	১	৬৫৫৯.৩৮	১	৬৬৮১.৯১	১০১.৮৭
যন্ত্রপাতি (আইডিবি)	লামসাম	-	১১৩৭.০৫	-	১১৪৮.৭১	১০১.০৩
সায়েন্টিফিক ইকো সাউন্ডার ও অন্যান্য যন্ত্রপাতি	লামসাম	-	৬০০.০০	-	৫৯৯.৭৯	৯৯.৯৭
সার্ভে নেট, ওয়াটার বোর্ড ও অন্যান্য মাছ ধরার যন্ত্রপাতি	লামসাম	-	২৯৯.০০	-	১১৮.১১	৩৯.৫০
ডিজেস্টার রিকভারী সাইট স্থাপনের যন্ত্রপাতি	লামসাম	-	৯৭.০০	-	৯৬.৯৯	৯৯.৯৯
পিএমইউ অফিস সরঞ্জাম	লামসাম	-	৪৪.০০	-	৪৩.৯৯	৯৯.৯৮
পিএমইউ অফিস আসবাবপত্র	লামসাম	-	৩০.০০	-	৩০.০০	১০০.০০
ফোন/ফ্যাক্স	লামসাম	-	০.৭০	-	০.৭০	১০০.০০
অন্যান্য (পন্টুন)	সংখ্যা	১	১৪৯.৪৯	১	-	
সিডি/ভ্যাট/আইডিএফসি/এআইটি/সিএন্ডএফ	লামসাম	-	৯০.৯৮	-	৯০.৯৮	১০০.০০
উপ-মোট (মূলধন)			**৯০৪০.২৪**		**৮৮৪৩.৮২**	৯৭.৮৩
সর্বমোট (ক+খ)			**১৭০২৩.০০**		**১৪৩৩১.৫৪**	৮৪.১৯

তথ্যসূত্র: প্রকল্পের সমাপ্তি মূল্যায়ন প্রতিবেদন, জুন, ২০১৯)

৩.২. ক্রয় কার্যক্রম

৩.২.১. বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ

প্রকল্পের অধীনে পণ্য সংগ্রহ, সেবা সংগ্রহ এবং কার্য সম্পাদনের ক্ষেত্রে পিপিআর ২০০৮ যথাযথভাবে অনুসৃত হয়েছে কি না তা চিহ্নিত করার লক্ষ্যে পণ্য সংগ্রহ/সেবা/কার্য সম্পাদনের কাজের দরপত্র দলিল (Tender Document) পরীক্ষা নিরীক্ষা পূর্বক দরপত্রের বর্ণনা (Specification) অনুযায়ী পণ্য সংগ্রহ/সেবা/কার্য সম্পাদনের বিষয়ে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। দরপত্রের মূল্যায়ন করার জন্য সিপিটিইউ থেকে প্রদত্ত চেকলিষ্ট (পরিশিষ্ট-১১) অনুসারে সম্পাদিত করা হয়। এ অধ্যায়ে পণ্য ও সেবার ধরণ, পণ্য ও সেবার বাজেট ও ব্যয়, পণ্য ও সেবা ক্রয় কর্তৃপক্ষ, পণ্য ও সেবা ক্রয়ের পদ্ধতি, চুক্তি অনুযায়ী কার্য সম্পাদনের তারিখ এবং কাজ সম্পাদনের প্রকৃত তারিখ ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে। ক্রয় সংক্রান্ত প্রাপ্ত তথ্য পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, প্রকল্পের আওতায় Annual Procurement Plan (APP) অনুসরণ করে সকল পণ্য ক্রয় করা হয়েছিল। প্রকল্পের বিভিন্ন টেন্ডার প্যাকেজের কমপ্লায়েন্স ম্যানেজমেন্ট, সার্ভিস কন্ট্রাক্ট ম্যানেজমেন্ট এবং নেগোসিয়েশন বিশেষভাবে খতিয়ে দেখা হয়েছে।

"বাংলাদেশ মেরিন ফিশারিজ ক্যাপাসিটি বিল্ডিং (৩য় সংশোধিত)" প্রকল্পের বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা নিম্নে উপস্থাপন করা হলো:

সারণি ৩.৪: প্রকল্পের বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা

প্যাকেজ নং	ডিপিপি/টিপিপি অনুযায়ী ক্রয়ের জন্য প্যাকেজের বর্ণনা পণ্য	একক	পরিমাণ	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	সম্ভাব্য তারিখ		
					দরপত্র আহবান	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি অনুযায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ
১	২	৩	৪	৮	৯	১০	১১
জিডি-০১	বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি	থোক	লট	৬০০.০০	২৪-১১-২০১৭	২৭-০২-২০১৮	৩০-০৪-২০১৮
জিডি-০২	ট্রল নেট, ওয়াটার বোট এবং অন্যান্য	থোক	লট	৩০০.০০	০৭-১২-২০১৭	০৭-০২-২০১৮	৩০-০৪-২০১৮
জিডি-০৩	স্টেশনারী	থোক	লট	২০.০০	০৭-০৯-২০১৭	০৭-১২-২০১৭	৩০-০৬-২০১৮
জিডি-০৪	অন্যান্য কন্টিজেন্সিস	থোক	লট	৩০.০০	০৭-১১-২০১৭	০৭-০১-২০১৮	৩০-০৬-২০১৮
ক্রয়কৃত পণ্যের মোট মূল্য				৯৫০.০০			

প্যাকেজ নং	ডিপিপি/টিপিপি অনুযায়ী ক্রয়ের জন্য প্যাকেজের বর্ণনা সেবা	একক	পরিমাণ	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	সম্ভাব্য তারিখ		
					দরপত্র আহবান	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি অনুযায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ
১	২	৩	৪	৮	৯	১০	১১
এসডি-০১	স্যাটেলাইট ফি	থোক	লট	৫৮৮.০০	০৭-১০-২০১৭	০৭-০৬-২০১৮	৩১-১২-২০১৮
ক্রয়কৃত সেবার মোট মূল্য				৫৮৮.০০			

৩.২.২. প্রকল্পের আওতায় বিভিন্ন পণ্য, কার্য ও সেবা সংগ্রহ পদ্ধতি পর্যালোচনা

পণ্য: প্রকল্পের অধীনে মোট ৪টি প্যাকেজের মাধ্যমে বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি, ট্রল নেট, ওয়াটার বোট এবং অন্যান্য স্টেশনারী ক্রয়ের জন্য ডিপিপিতে মোট ৯৫০.০০ লক্ষ টাকার সংস্থান ছিল। আরএফকিউ ও উন্মুক্ত দরপত্র আহ্বানের মাধ্যমে ঠিকাদারের সাথে চুক্তির মাধ্যমে পণ্যসমূহ ক্রয় করা হয়েছে। প্রকল্পটির প্রতিটি প্যাকেজের আওতায় পিপিআর-২০০৮ এবং পিপিএ-২০০৬ এর বিধি ও আইনসমূহ প্রতিপালনসহ পিইসি গঠনপূর্বক দরপত্র আহ্বান, মূল্যায়ন ও চুক্তি বাস্তবায়ন করা হয়েছে।

সেবা: প্রকল্পের ডিপিপিতে ১টি প্যাকেজের মাধ্যমে ৫৮৮ লক্ষ টাকা ব্যয়ে সাটেলাইট ফি প্রদান করা হয়েছে। প্রকল্পটির প্রতিটি প্যাকেজের আওতায় পিপিআর-২০০৮ এবং পিপিএ-২০০৬ এর বিধি ও আইনসমূহ প্রতিপালনসহ পিইসি গঠনপূর্বক, মূল্যায়ন ও চুক্তি বাস্তবায়ন করা হয়েছে।

প্রকল্প পরিচালক, **"বাংলাদেশ মেরিন ফিশারিজ ক্যাপাসিটি বিল্ডিং (৩য় সংশোধিত)"** ছিলেন উক্ত পণ্য ক্রয়ের অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ।

সারণি ৩.৫: প্রকল্পের আওতায় বিভিন্ন পণ্য, কার্য ও সেবা সংগ্রহ পদ্ধতি

প্যাকেজ নং	ডিপিপি/টিপিপি অনুযায়ী ক্রয়ের জন্য প্যাকেজের বর্ণনা পণ্য	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরন	ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
জিডি-০১	বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি	থোক	লট	ওটিএম	এনপিডি	জিওবি
জিডি-০২	ট্রল নেট, ওয়াটার বোট এবং অন্যান্য	থোক	লট	ওটিএম	এনপিডি	জিওবি
জিডি-০৩	স্টেশনারী	থোক	লট	আরএফকিউ	এনপিডি	জিওবি
জিডি-০৪	অন্যান্য কন্টিজেন্সিস	থোক	লট	আরএফকিউ	এনপিডি	জিওবি

৩.২.৩. ক্রয় প্রক্রিয়া পর্যালোচনা

প্রকল্প অফিস থেকে প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষণ করে দেখা যায় যে, আরডিপিপিতে উল্লেখিত ক্রয় পরিকল্পনা ও ক্রয় পদ্ধতি অনুযায়ী প্রকল্পের সকল কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে। সকল প্যাকেজই নির্দিষ্ট সময়ে ক্রয় করা হয়েছে। প্রকল্প পরিচালক বলেন যে, পণ্য সমূহ ক্রয়ের ক্ষেত্রে নির্ধারিত আইন PPA 2006 & PPR 2008 অনুসরণ করা হয়েছিল। প্রকল্পের আওতায় বিভিন্ন পণ্যের ক্রয় প্রক্রিয়ার বিশদ পর্যালোচনা নিম্নে উপস্থাপন করা হলো:

সারণি ৩.৬: পিপিএ-২০০৬/পিপিআর-২০০৮ অনুযায়ী পণ্য/সেবা ক্রয় সংক্রান্ত তথ্যাবলি

১	প্যাকেজ নং	:	পিএন-০১	পিএন-০২	পিএন-০৩	জিডি-০১	জিডি-০১	জিডি-০২	জিডি-০৪	এসডি-০১
২	দরপত্র অনুযায়ী কাজের বর্ণনা:	:	মটর-সাইকেল ক্রয়	সমীক্ষা জাহাজ ক্রয়	স্পিড বোর্ড ক্রয়	Digester Recovery Site along with Networking	বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি ক্রয়	Purchase of Hall Sonar for Research Vessel	ট্রল নেট, ওয়াটার বোট এবং অন্যান্য	স্যাটেলাইট ফি
৩-৪	একক ও পরিমাণ	:	৩৯	১	১০	১	৩	১	১২	১
৫	ক্রয় প্রক্রিয়ার পদ্ধতি ও ধরণ		ওটিএম	ওটিএম	ওটিএম	ই-জিপি	ই-জিপি	ই-জিপি	ই-জিপি	ডিপিএম
৬	ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	:	ডিজি/এনপিডি	ডিজি/সচিব	ডিজি/এনপিডি	ডিজি/এনপিডি	ডিজি/এনপিডি	ডিজি/এনপিডি	ডিজি/এনপিডি	ডিজি/এনপিডি
৭	অর্থের উৎস	:	জিওবি	প্রকল্প সহায়তা (ইসলামিক ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক	জিওবি	জিওবি	জিওবি	জিওবি	জিওবি	জিওবি
৮	প্রাক্কলিত মূল্য (লক্ষ টাকায়)	:	৩২.৬৪	৬৫৫৯.০০	২৯৭.০০.০০	৯৬.৯৯	১৭৫.৪৬	৩৪৭.৭৫	১৪১.৫৯	১৩৮.২৫
৯.	বিজ্ঞপ্তি নং, বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের মাধ্যম ও সংবাদপত্রের নাম ও তারিখ		মাধ্যম সংবাদপত্র- ডেইলি স্টার, জনকন্ঠ; তারিখ: ০২/০৩/২০০৮	মাধ্যম সংবাদপত্র- ডেইলি স্টার, সমকাল, জনকন্ঠ; তারিখ: ১২/০৮/২০১১	মাধ্যম সংবাদপত্র- ডেইলি স্টার, জনকন্ঠ; তারিখ: ০১/০১/২০১৩	৩৩.০২.০০০০.৯০২.১২.০০১.১৭-৪৬; মাধ্যম সংবাদপত্র- ডেইলি স্টার, সমকাল, তারিখ: ৩০/১০/২০১৭	৩৩.০২.০০০০.৯০২.১২.০০৩.১৭-২৯২; মাধ্যম সংবাদপত্র- ডেইলি স্টার, সমকাল, তারিখ: ৩০/১০/২০১৭	৩৩.০২.০০০০.৯০২.১৪.০০৬.১৬-১৬২; মাধ্যম সংবাদপত্র- অবজাভার, ইত্তেফাক, তারিখ: ০৫/০৪/২০১৮	৩৩.০২.০০০০.৯০২.১২.০০৪.১৭-২২৩; মাধ্যম সংবাদপত্র- ডেইলি স্টার, সমকাল, তারিখ: ২৬/০৪/২০১৮	-
১০	দরপত্র বিক্রয়ের শেষ তারিখ ও সময়	:	১৭/০৩/২০০৮	১২/০৯/২০১১	২২/০১/২০১৩	২০/০২/২০১৭	৩০/১১/২০১৭	০৩/০৫/২০১৮	২১/০৫/২০১৮	-
	দরপত্র গ্রহণের শেষ তারিখ ও সময়	:	০৭/০৪/২০০৮ ১২.০০ ঘটিকা	২৭/১০/২০১১; ১২.০০ ঘটিকা	১২/০২/২০১৩ ১২.০০ ঘটিকা	২০/০২/২০১৭; ১৩.০০ ঘটিকা	৩০/১১/২০১৭; ১৪.৩০ ঘটিকা	০৩/০৫/২০১৮; ১২.০০ ঘটিকা	২১/০৫/২০১৮; ১৪.৩০ ঘটিকা	-

	প্রাপ্ত মোট দরপত্রের সংখ্যা	:	৫	১৩	৭	৪	৪	৬	৪	১
১১	দরপত্র খোলার তারিখ ও সময়	:	০৭/০৪/২০০৮ ১২.৩০ ঘটিকা	২৭/১০/২০১১; ১২.৩০ ঘটিকা	১২/০২/২০১৩ ১২.৩০ ঘটিকা	২০/০২/২০১৭; ১৩.৩০ ঘটিকা	৩০/১১/২০১৭; ১৪.৩০ ঘটিকা	০৩/০৫/২০১৮; ১২.০০ ঘটিকা	২১/০৫/২০১৮; ১৪.৩০ ঘটিকা	-
	রেসপনসিভ দরপত্রের সংখ্যা	:	৪	৮	৪	৩	৩	৪	৩	১
	নন রেসপনসিভ দরপত্রের সংখ্যা	:	১	৫	৩	১	১	২	১	০
১৩	অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	:	ডিজি/এনপিডি		ডিজি/এনপিডি	ডিজি/এনপিডি	ডিজি/এনপিডি	ডিজি/এনপিডি	ডিজি/এনপিডি	ডিজি/এনপিডি
১৪	Notification of Award প্রদানের তারিখ	:	১৭/০৪/২০০৮	২১/০৫/২০১৩	২৫/০৫/২০১৩	০২/০৩/২০১৭	০৭/১২/২০১৭	০৬/০৫/২০১৮	২৭/০৫/২০১৮	১০/০৬/২০১৯
১৫	মোট চুক্তি মূল্য	:	৩২.৬৪ (লক্ষ)	৬৫৫৯.০০ (লক্ষ)	২৯৭.০০ (লক্ষ)	৯৬.৯৯ (লক্ষ)	১৭৫.৪৬ (লক্ষ)	৩৪৭.৭৫ (লক্ষ)	১৪১.৫৯ (লক্ষ)	১৩৮.২৫ (লক্ষ)
১৬	চুক্তি স্বাক্ষরের তারিখ	:	১৮/০৪/২০০৮	২৪/০৬/২০১৩	২৮/০৫/২০১৩	০৫/০৩/২০১৭	১০/১২/২০১৭	১৫/০৫/২০১৮	০৩/০৬/২০১৮	২৭/০৬/২০১৯
	কার্যাদেশ প্রদানের তারিখ	:	১৭/০৪/২০০৮	২১/০৫/২০১৩	২৫/০৫/২০১৩	০২/০৩/২০১৭	০৭/১২/২০১৭	০৬/০৫/২০১৮	২৭/০৫/২০১৮	১০/০৬/২০১৯
১৭	কার্যাদেশ অনুযায়ী কাজ শুরুর তারিখ	:	১৯/০৪/২০০৮	২৫/০৬/২০১৩	২৯/০৫/২০১৩	০৬/০৩/২০১৭	১১/১২/২০১৭	১৬/০৫/২০১৮	০৪/০৬/২০১৮	২৮/০৬/২০১৯
	সময় বৃদ্ধি থাকলে, কতদিনের এবং কি কারণে	:	প্রযোজ্য নয়	টেন্ডার পদ্ধতি এবং নির্মাতার প্রযুক্তিগত ত্রুটির কারণে ১.৫ বছরের জন্য সময় বৃদ্ধি হয়েছিল	প্রযোজ্য নয়	প্রযোজ্য নয়	প্রযোজ্য নয়	প্রযোজ্য নয়	প্রযোজ্য নয়	প্রযোজ্য নয়
	কার্যাদেশ অনুযায়ী কাজ সমাপ্তির তারিখ;	:	০৪/০৬/২০০৮	২৮/১২/২০১৪	৯/০৭/২০১৩	২২/০৫/২০১৭	২৩/০৪/২০১৮	০১/০৭/২০১৮	০৩/০৮/২০১৮	-
	চূড়ান্ত বিল জমাদানের তারিখ ও বিলের পরিমাণ	:	২০/০৬/২০০৮; ৩২.৬৪ (লক্ষ)	-	১৭/০৬/২০১৩ ২৯৭.০০ (লক্ষ)	২৮/০৫/২০১৭ ৯৬.৯৯	১০/০৫/২০১৮ ১৭৫.৪৬ (লক্ষ)	২১/০৬/২০১৮; ৩৪৭.৭৫ (লক্ষ)	২১/০৬/২০১৮; ১৪১.৫৯ (লক্ষ)	৩০/০৬/২০১৯; ১৩৮.২৫ (লক্ষ)
	চূড়ান্ত বিল পরিশোধের তারিখ ও	:	২৭/০৬/২০০৮; ৩২.৬৪ (লক্ষ)	-	২৭/০৬/২০১৩ ২৯৭.০০ (লক্ষ)	২৭/০৬/২০১৭ ৯৬.৯৯	২৫/০৬/২০১৮ ১৭৫.৪৬ (লক্ষ)	২৭/০৬/২০১৮; ৩৪৭.৭৫ (লক্ষ)	২৮/০৬/২০১৮; ১৪১.৫৯ (লক্ষ)	৩০/০৬/২০১৯; ১৩৮.২৫ (লক্ষ)

	পরিমাণ									
১৮	ক্রয়ের ক্ষেত্রে সরকারি ক্রয়আইন অনুসরণ করা হয়েছিল কিনা	:	যথাযথ সরকারি ক্রয় আইন অনুসরণ করা হয়েছিল	যথাযথ সরকারি ক্রয় আইন অনুসরণ করা হয়েছিল	যথাযথ সরকারি ক্রয় আইন অনুসরণ করা হয়েছিল	যথাযথ সরকারি ক্রয় আইন অনুসরণ করা হয়েছিল	যথাযথ সরকারি ক্রয় আইন অনুসরণ করা হয়েছিল	যথাযথ সরকারি ক্রয় আইন অনুসরণ করা হয়েছিল	যথাযথ সরকারি ক্রয় আইন অনুসরণ করা হয়েছিল	যথাযথ সরকারি ক্রয় আইন অনুসরণ করা হয়েছিল
	না হলে কেন হয়নি?	:	প্রযোজ্য নয়	প্রযোজ্য নয়	প্রযোজ্য নয়	প্রযোজ্য নয়	প্রযোজ্য নয়	প্রযোজ্য নয়	প্রযোজ্য নয়	প্রযোজ্য নয়
	দরপত্রে উল্লেখিত মূল্য অপেক্ষা অধিক ব্যয় হয়েছিল কিনা ?	:	প্রযোজ্য নয়	মূল্য অপেক্ষা অধিক ব্যয় হয়েছে	প্রযোজ্য নয়	প্রযোজ্য নয়	প্রযোজ্য নয়	প্রযোজ্য নয়	প্রযোজ্য নয়	প্রযোজ্য নয়
	হয়ে থাকলে কেন ?	:	প্রযোজ্য নয়	ডলার কনভারশন রেটের কারণে	প্রযোজ্য নয়	প্রযোজ্য নয়	প্রযোজ্য নয়	প্রযোজ্য নয়	প্রযোজ্য নয়	প্রযোজ্য নয়

নিম্নে প্রকল্পের আওতায় ক্রয়কৃত বিভিন্ন প্যাকেজসমূহের বিস্তারিত আলোচনা করা হলো:

৩.২.৩.১. প্যাকেজ নং: পিএন-০১

প্যাকেজেন নাম: মটর সাইকেল ক্রয়

অর্থ-বছর: ২০০৮-০৯

"বাংলাদেশ মেরিন ফিশারিজ ক্যাপাসিটি বিল্ডিং (৩য় সংশোধিত)" প্রকল্পে মাঠ পর্যায়ে ব্যবহারের জন্য ৩৯ (উনচল্লিশ)টি মটর সাইকেল ক্রয়ের লক্ষ্যে গত ০২/০৩/২০০৮ তারিখে দৈনিক জনকন্ঠ ও The Daily Star পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। দরপত্র বিক্রয়ের শেষ তারিখ নির্ধারণ করা হয়েছিল ১৭/০৩/২০০৮ তারিখ পর্যন্ত। গত ০৭/০৪/২০০৮ ইং তারিখ ১২:০০টা পর্যন্ত মোট ৫টি দরপত্র জমা পড়ে, যার মধ্যে রেসপনসিভ দরপত্রের সংখ্যা ছিল ৪ টি এবং নন রেসপনসিভ দরপত্রের সংখ্যা ছিল ১টি। গত ০৭/০৪/২০০৮ তারিখে উক্ত ক্রয় কাজের জন্য আহ্বানকৃত দরপত্র মূল্যায়ন কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়। দরপত্র খোলার ঐদিনই tender opening sheet সংশ্লিষ্ট সকলের কাছে ফ্যাক্স যোগে পাঠান হয়। যাচাই বাছাই কালে ঠিকাদারগণ তাদের দরপত্রের সাথে যে সমস্ত কাগজপত্র দাখিল করেছিল যেমন- Standard Requirement, দাখিলকৃত ক্যাটালগ ও অন্যান্য সাপোটিং কাগজপত্রের আলোকে এবং দাখিলকৃত কাগজপত্রাদি, TDS এ চাহিত কাগজপত্র ও শর্তাবলী, আর্নেষ্টমানি হিসাবে ব্যাংক গ্যারান্টি, ওয়ার্ক সার্টিফিকেট, অডিট রিপোর্ট, ক্রেডিট ফ্যাসিলিটি সার্টিফিকেট, ইত্যাদি নির্ধারিত ছকে পূরণ করা হয় এবং প্রতিটি দরপত্রদাতার জন্যে আলাদা আলাদা ভাবে ছক পূরণ করা হয় এবং পরবর্তীতে একটি ছকে সকল তথ্য একত্রে করা হয়। দরপত্রের সাথে দাখিলকৃত Bank Facility Certificate, Work completion certificate সমূহ সংশ্লিষ্ট ব্যাংক/ দপ্তরে পত্র প্রেরণ/ টেলিফোন যোগে Authentication করা হয়।

৩৯টি মটর সাইকেল ক্রয়ের জন্য প্রাক্কলিত মূল্য নির্ধাণ করা হয়েছিল ৩২.৬৪ লক্ষ টাকা। ঠিকাদার প্রতিষ্ঠানের সাথে গত ১৮/০৪/২০০৮ইং তারিখে মোট ৩২.৬৪ লক্ষ টাকায় চুক্তি স্বাক্ষর হয় এবং ১৭/০৪/২০০৮ ইং তারিখে কার্যাদেশ প্রদান করা হয়। চুক্তি অনুযায়ি কাজ সমাপ্তির তারিখ ছিল ০৪/০৬/২০০৮। চুক্তি অনুযায়ি নির্ধারিত সময়ের মধ্যে কাজটি সমাপ্ত হয়েছিল। গত ২৭/০৬/২০০৮ ইং তারিখে ঠিকাদার প্রতিষ্ঠানকে ৩২.৬৪ লক্ষ টাকার চূড়ান্ত বিল পরিশোধ করা হয়েছিল।

৩.২.৩.২. প্যাকেজ নং: জিডি-০২

প্যাকেজেন নাম: বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি ক্রয়

অর্থ-বছর: ২০১৭-১৮

"বাংলাদেশ মেরিন ফিশারিজ ক্যাপাসিটি বিল্ডিং (৩য় সংশোধিত)" প্রকল্পে বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি ক্রয়ের লক্ষ্যে গত ৩০/১০/২০১৭ তারিখে দৈনিক সমকাল ও The Daily Star পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়। দরপত্র বিক্রয়ের শেষ তারিখ নির্ধারণ করা হয়েছিল ৩০/১১/২০১৭ তারিখ পর্যন্ত। গত ৩০/১১/২০১৭ ইং তারিখ ০২.৩০ পর্যন্ত মোট ৪টি দরপত্র জমা পড়ে, যার মধ্যে রেসপনসিভ দরপত্রের সংখ্যা ছিল ৩ টি এবং নন-রেসপনসিভ দরপত্রের সংখ্যা ছিল ১টি । গত ৩০/১১/২০১৭ তারিখে উক্ত ক্রয় কাজের জন্য আহ্বানকৃত দরপত্র মূল্যায়ন কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়। দরপত্র খোলার ঐদিনই tender opening sheet সংশ্লিষ্ট সকলের কাছে ফ্যাক্স যোগে পাঠান হয়। যাচাই বাছাই কালে ঠিকাদারগণ তাদের দরপত্রের সাথে যে সমস্ত কাগজপত্র দাখিল করেছিল যেমন-Standard Requirement, দাখিলকৃত ক্যাটালগ ও অন্যান্য সাপোটিং কাগজপত্রের আলোকে এবং দাখিলকৃত কাগজপত্রাদি, TDS এ চাহিত কাগজপত্র ও শর্তাবলী, আর্নেষ্টমানি হিসাবে ব্যাংক গ্যারান্টি, ওয়ার্ক সার্টিফিকেট, অডিট রিপোর্ট, ক্রেডিট ফ্যাসিলিটি সার্টিফিকেট, ইত্যাদি নির্ধারিত ছকে পূরণ করা হয় এবং প্রতিটি দরপত্রদাতার জন্যে আলাদা আলাদা ভাবে ছক পূরণ করা হয় এবং পরবর্তীতে একটি ছকে সকল তথ্য একত্রে করা হয়। দরপত্রের সাথে দাখিলকৃত Bank Facility Certificate, Work completion certificate সমূহ সংশ্লিষ্ট ব্যাংক/ দপ্তরে পত্র প্রেরণ/ টেলিফোন যোগে Authentication করা হয়।

বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি ক্রয়ের জন্য প্রাক্কলিত মূল্য নির্ধাণ করা হয়েছিল ১৭৫.৪৬ লক্ষ টাকা। ঠিকাদার প্রতিষ্ঠানের সাথে গত ১০/১২/২০১৭ইং তারিখে মোট ১৭৫.৪৬ লক্ষ টাকায় চুক্তি স্বাক্ষর হয় এবং ০৭/১২/২০১৭ ইং তারিখে কার্যাদেশ প্রদান করা হয়। চুক্তি অনুযায়ি কাজ সমাপ্তির তারিখ ছিল ২৩/০৪/২০১৮। চুক্তি অনুযায়ি নির্ধারিত সময়ের মধ্যে কাজটি সমাপ্ত হয়েছিল। গত ২৫/০৬/২০১৮ ইং তারিখে ঠিকাদার প্রতিষ্ঠানকে ১৭৫.৪৬ লক্ষ টাকার চূড়ান্ত বিল পরিশোধ করা হয়েছিল।

৩.২.৪. প্রকল্পের অডিট সংক্রান্ত তথ্য

প্রকল্প অফিস থেকে প্রাপ্ত প্রকল্পের অডিট সংক্রান্ত নথিপত্র বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, প্রকল্প বাস্তবায়নকালে (২০০৭-১৯) মোট ৩২টি বিষয়ে অডিট আপত্তি ছিল, যার মধ্যে ২২টি বিষয়ের অডিট আপত্তি সুনির্দিষ্ট জবাব ও প্রমাণকের আলোকে নিষ্পত্তি করা হয়েছিল। অবশিষ্ট ১০টি বিষয়ের অডিট আপত্তি এখনো নিষ্পত্তি হয়নি। যে অডিট আপত্তিগুলো এখনো নিষ্পত্তি হয়নি সেগুলোর বিস্তারিত তথ্যাদি সারণি ৩.৭-এ উপস্থাপন করা হয়েছে।

সারণি ৩.৭: অডিট সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য

অডিট সম্পন্নের সময়কাল	প্রধান প্রধান আপত্তি	গৃহীত পদক্ষেপ
২০১৭-১৯	২০১৭-১৮ অর্থ-বছরে জরিপ কাজ সম্পাদন করার জন্য মাছের পরিপক্কতা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বিভিন্ন জেলা ও উপজেলা মৎস্য অফিসে যথেষ্ট বরাদ্দ থাকা সত্ত্বেও মাছ ক্রয় করার কারণে সরকারের প্রায় ১২,৬২,৩৬০.০০ টাকা ক্ষতি	নিষ্পত্তি হয়নি
	OTM পদ্ধতির পরিবর্তে RFQ পদ্ধতিতে বিভিন্ন পণ্য ক্রয় করার কারণে প্রায় ৪,৬১,৩৬০.০০ টাকা অনিয়মিত অর্থ প্রদান	
	ত্রুটিপূর্ণ অনুসন্ধানী জাহাজ আর.ডি.মিন ক্রয় করার কারণে সরকারের প্রায় ১,৬০,৪৮.৭৮৯.০০ টাকার ক্ষতি	
	ডিপিপির সংস্থান না থাকলেও প্রকল্প বর্হিভূত অফিসে অফিস সরঞ্জাম সরবরাহের কারণে প্রায় ৪,৫৩,৫০০.০০ টাকার অনিয়ম	
	আরডিপিপির সংস্থান ছাড়া অফিস সরঞ্জাম ক্রয় এবং কোন চাহিদা ছাড়ায় অফিস সরঞ্জাম ব্যবহারের কারণে প্রায় ৭,৯৮,৫০০.০০ টাকার আর্থিক অনিয়ম	
	আউটসোসিং-এর মাধ্যমে নিযুক্ত কর্মচারীদের বেতন, উৎসব ভাতা ও বৈশাখী ভাতা প্রদান করার কারণে প্রায় ৩৬,২৩,৬৭৩.০০ টাকার অনিয়ম	
	একই পণ্যকে ছোট ছোট অংশে ভাগ করে আরএফকিউ পদ্ধতির মাধ্যমে ক্রয় কার্য সম্পাদন করে PPR-2008-এর নিয়ম লঙ্ঘনের মাধ্যমে প্রায় ৭৩,২৮,৪১১.০০ টাকার আর্থিক অনিয়ম	
	প্রকল্পে কোন যানবাহন না থাকা সত্ত্বেও জ্বালানী সংগ্রহ ও যানবাহন মেরামত বাবদ ১,৭৯,৮৬৯.০০ টাকা খরচ করা হয়েছে।	
	প্রকল্পে কোন পরিবহন না থাকা সত্ত্বেও যানবাহন চালকদের ওভারটাইম বিল হিসেবে ১,৭৯,৯৯২.০০ টাকা ব্যয় করা হয়েছে।	
	RFQ পদ্ধতিতে বিভিন্ন পণ্য ক্রয়ের ক্ষেত্রে ২৩,৬৪,৪৩৮ টাকার অনিয়ম লক্ষ্য করা হয়েছে।	

৩.৩. উদ্দেশ্য অর্জন

৩.৩.১. উদ্দেশ্য ও লগ ফ্রেমের আলোকে input, output, ও outcome পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ

আলোচ্য প্রকল্পটি গ্রহণের পূর্বে বা মধ্যবর্তী সংশোধনীকালে কোন ফিজিবিলিটি স্টাডি/ট্রেনিং নীড অ্যাসেসমেন্ট অথবা বেজলাইন সার্ভে করা হয়নি। ফলে প্রকল্পটির মূল্যায়নের জন্য প্রকল্পের নির্দেশক নির্ণয় করা একটি চ্যালেঞ্জ হিসেবে দেখা দেয়। পরামর্শকগণ প্রকল্পের উদ্দেশ্য এর উপর ভিত্তি করে বিভিন্ন নির্দেশক নির্ণয় করেছেন। এ সকল নির্দেশক অবলম্বন করে প্রকল্পের উদ্দেশ্যের বিপরীতে ফলাফল বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

উদ্দেশ্য	অর্জিত ফলাফল
ক) আর্টিসেনাল ফিশারিজ এর ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে মোহনা ও উপকূলীয় জলাশয়ের বর্তমান মজুদ ও সর্বোচ্চ সহনীয় আহরণের পরিমাণ নিরূপণ;	মোহনা ও উপকূলীয় জলাশয়ের বর্তমান মজুদ ও সর্বোচ্চ সহনীয় মাত্রায় মৎস্য আহরণের পরিমাণ নিরূপণ করা হয়েছে। বিগত ২০১৬ সালে গবেষণা জাহাজ সংগ্রহের পর হতে প্রকল্পকালীন সময়ে বঙ্গোপসাগরের বিভিন্ন গভীরতায় শ্রিম্প, ডিমারসাল ও পেলাজিক প্রকৃতির সর্বমোট ২৪টি ক্রুজ সম্পন্ন করা হয়। ক্রুজসমূহ হতে প্রাপ্ত জৈবিক তথ্যের ভিত্তিতে বিশেষায়িত সফটওয়্যারে বিশ্লেষণের মাধ্যমে Marine Fisheries Survey Reports and Stock Assessment 2019 প্রকাশ করা হয়।
খ) সামুদ্রিক মৎস্য সম্পদের টেকসই ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে উপরের স্তর ও তলদেশের মৎস্য সম্পদের স্থিতি এবং সর্বোচ্চ মাত্রা নিরূপণ;	সামুদ্রিক মৎস্য সম্পদের টেকসই ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে 'আর ভি মীন সন্ধানী' জাহাজ ক্রয় করা হয়েছে। উক্ত জাহাজের সহায়তায় সমুদ্রে উপরের স্তর ও তলদেশের মৎস্য সম্পদের স্থিতি এবং সর্বোচ্চ মাত্রা নিরূপণ সম্ভব হচ্ছে। জরিপে ৪৫৭ জাতের সামুদ্রিক প্রাণির উপস্থিতি পাওয়া যায়। তন্মধ্যে ৩৯৪ জাতের মাছ ও হাঙ্গর, ৪৯ জাতের চিংড়ি ও কাঁকড়া এবং ১৪ জাতের গ্যাসট্রোপোডা রয়েছে। ক্রুজসমূহ হতে প্রাপ্ত জৈবিক তথ্যের ভিত্তিতে বিশেষায়িত সফ্টওয়ারে বিশ্লেষণের মাধ্যমে Marine Fisheries Survey Reports and Stock Assessment 2019 প্রকাশ করা হয়। প্রকাশিত রিপোর্টের বিভিন্ন সুপারিশের ভিত্তিতে বর্তমানে সামুদ্রিক মৎস্য আহরণ ও ব্যবস্থাপনার কর্মকৌশল প্রণয়ন করা হচ্ছে।
গ) বিভিন্ন ধরনের জাল ও নৌকার জরিপ পরিচালনা করা এবং তথ্য ব্যাংক স্থাপন;	প্রকল্পের মাধ্যমে উপকূলীয় নদ-নদী ও সমুদ্রে জাল ও নৌকার জরিপ পরিচালনা করা হয়। বিভিন্ন প্রকারের মোট ১,৯৫,৩৫৩ টি মাছ ধরার যন্ত্র সনাক্ত করা হয়। মোট ৬৮, ১৯২টি মাছ ধরার নৌকার (৩৩,৩৪১টি ইঞ্জিন চালিত ও ৩৪,৮৫১টি ইঞ্জিনবিহীন) এবং ২৮৫টি ট্রলারের সন্ধান পাওয়া যায়। এসব নৌযানের তথ্য মৎস্য অধিদপ্তরের ওয়েবসাইটে সংরক্ষণ করা হয়।
ঘ) সামুদ্রিক মৎস্য সম্পদের সংরক্ষণ, সুষ্ঠু ব্যবহার ও টেকসই ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে জেলেদের মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টি করা;	সামুদ্রিক মৎস্য সম্পদের সংরক্ষণ, সুষ্ঠু ব্যবহার ও টেকসই ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে জেলেদের ও মানুষের মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টি করার লক্ষ্যে অল্পকিছু প্রচারণা ও কর্মশালার আয়োজন করা হয়। তবে এ ব্যাপারে প্রচারণার অভাব ছিল।
ঙ) ক্ষুদ্র ও বাণিজ্যিক মৎস্য সম্পদের তথ্য বিশ্লেষণসহ সকল জরিপ, সমীক্ষা, তথ্য বিশ্লেষণ এর লক্ষ্যে সফটওয়্যার উন্নয়ন;	বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিলের সহায়তায় সফটওয়্যার উন্নয়ন করা হয়। উক্ত সফটওয়্যারে মৎস্য সম্পদের তথ্য বিশ্লেষণসহ সকল জরিপ, সমীক্ষা, তথ্য বিশ্লেষণ সম্পন্ন করা হয়।
চ) বিভিন্ন উৎসের মাধ্যমে দূষণের ফলে সামুদ্রিক মৎস্য সম্পদের উপর পরিবেশগত প্রভাব নিরূপণ করা;	উক্ত উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য প্রকল্পে কোন ধরণের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়নি।

উদ্দেশ্য	অর্জিত ফলাফল
ছ) সামুদ্রিক ও উপকূলীয় মৎস্য সম্পদের পরিমাণ নিরূপণ ও ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে মৎস্য অধিদপ্তরের দক্ষতা বৃদ্ধি করা;	প্রকল্পের মাধ্যমে উপকূলীয় মৎস্য ব্যবস্থাপনা, ফিশ পপুলেশন ডিনামিক্স, গবেষণা ও জরিপ পরিচালনা, নমুনা সংগ্রহ ও VTMS ব্যবহার বিষয়ে সর্বমোট ৪৩ কর্মকর্তাকে বিভিন্ন মেয়াদে বৈদেশিক প্রশিক্ষণ ও ৯৮১ জনকে স্থানীয় পর্যায়ের কর্মকর্তা কর্মচারীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। এ ছাড়াও জরিপ ও গবেষণা জাহাজ ও যন্ত্রপাতি ক্রয় করে মৎস্য অধিদপ্তরের এতদসংশ্লিষ্ট দক্ষতা বৃদ্ধি পেয়েছে।
জ) পরিবর্তনশীল সামুদ্রিক ও উপকূলীয় মৎস্য নিয়ন্ত্রিত আহরণ নির্ধারণের উদ্দেশ্যে একটি catch assessment কর্মসূচির উন্নয়ন করা;	জলবায়ু পরিবর্তন, মানুষের দ্বার সৃষ্ট মাছের ক্ষতিকারক দিক, অবৈধভাবে মাছ সংরক্ষণ, সমুদ্রে মাছ সম্প্রসারণের সফল দিকগুলোর জন্য একটি পর্যালোচনা পরিচালনা করা হয়।
ঝ) সামুদ্রিক সম্পদের তদারকি ও ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে Monitoring, Control and Surveilance (MCS) কার্যক্রমের উন্নয়ন করা;	সামুদ্রিক সম্পদের তদারকি ও ব্যবস্থাপনার জন্য মৎস্য অধিদপ্তরের কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ, স্পীড বোট এবং প্রয়োজনীয় মেশিনারি ও যন্ত্রপাতি ক্রয় করা হয়। সামুদ্রিক সম্পদের তদারকি ও ব্যবস্থাপনার জন্য ১৩৩টি বানিজ্যিক মৎস্য ট্রলারে Vessel Tracking Monitoring System (VTMS) ট্রান্সপোন্ডার সংযোজন করা হয়। স্যাটেলাইট এর মাধ্যমে সিগন্যাল প্রদান ও গ্রহণে সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানের সাথে চুক্তির মেয়াদ শেষ হওয়ায় উক্ত কার্যক্রম বন্ধ হয়ে যায়। পরবর্তীতে বাংলাদেশ স্যাটেলাইট কমিউনিকেশন কোম্পানী লিঃ এর সহায়তায় বঙ্গবন্ধু-১ স্যাটেলাইট হতে গভীর সমুদ্রের মৎস্য নৌযানের গতিবিধি পর্যবেক্ষণ করার জন্য চুক্তি সম্পাদন করা হয়। তবে বিদ্যমান ট্রান্সপোন্ডার এর সাথে Compatable না হওয়ায় Vessel Tracking Monitoring System (VTMS) প্রকল্প চলাকালীন সময়ে স্যাটেলাইটজনিত সমস্যার কারণে চালু করা যায় নাই।
ঞ) বঙ্গোপসাগরের সামুদ্রিক এবং উপকূলীয় সম্পদের একটি পরিপূর্ণ প্রতিবেদন তৈরি করা।	সামুদ্রিক ও উপকূলীয় মৎস্যজাত সম্পদের সার্বিক তথ্যাবলী সম্বলিত "মেরিন এন্ড কোস্টাল ফিস ইন বাংলাদেশ" নামে একটি প্রতিবেদন প্রণয়ন করা হয়েছে।

৩.৪. প্রকল্প ব্যবস্থাপনা

৩.৪.১. প্রকল্প পরিচালক নিয়োগ: প্রকল্প বাস্তবায়নকালে মোট দুইজন প্রকল্প পরিচালক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। যার মধ্য জনাব এ বি এম আনোয়ারুল ইসলাম গত ২৬ নভেম্বর ২০০৭ তারিখ থেকে ৩০ জুলাই ২০১৭ তারিখ পর্যন্ত উক্ত প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। তারপরে জনাব ড. মোঃ শরিফ উদ্দিন গত ০১ জুলাই ২০১৭ তারিখ থেকে ০৯ জানুয়ারি ২০১৮ তারিখ পর্যন্ত উক্ত প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক হিসেবে রুটিন দায়িত্ব পালন করেন। পরবর্তীতে তিনি গত ১০ জানুয়ারি ২০১৮ থেকে ৩০ জুন ২০১৯ পর্যন্ত উক্ত প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক হিসেবে পূর্ণাঙ্গ দায়িত্ব পালন করেন। প্রকল্প পরিচালক সংক্রান্ত তথ্যাদি সারণি ৩.৮ এ উপস্থাপন করা হলো:

সারণি ৩.৮: প্রকল্প পরিচালক সম্পর্কিত তথ্য

ক্রমিক নং	প্রকল্প পরিচালকের নাম	যোগদানের তারিখ	দায়িত্বের শেষ তারিখ
০১	জনাব এ বি এম আনোয়ারুল ইসলাম	২৬/১১/২০০৭	৩০/০৭/২০১৭
০২	ড. মোঃ শরিফ উদ্দিন (রুটিন দায়িত্ব)	০১/০৮/২০১৭	০৯/০১/২০১৮
০৩	ড. মোঃ শরিফ উদ্দিন	১০/০১/২০১৮	৩০/০৬/২০১৯

৩.৪.২. জনবল নিয়োগ: প্রকল্পের সকল কার্যক্রম সাবলীলভাবে, সময়মত এবং সঠিকভাবে সম্পন্ন করার লক্ষ্যে আরডিপিপি'র সংস্থান অনুযায়ী ৭৫ জন জনবল নিয়োগ প্রদান করার কথা থাকলেও প্রকল্প অফিস থেকে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী, প্রকল্প বাস্তবায়নকালে মোট ৫৩ জন জনবল নিয়োগ প্রদান করা হয়েছিল। প্রকল্প অফিস থেকে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী প্রকল্পে জনবল নিয়োগ সংক্রান্ত তথ্যাদি সারণি ৩.৯-এ উপস্থাপন করা হলো:

সারণি ৩.৯: প্রকল্পের জনবল সংক্রান্ত তথ্যাদি

ক্রমিক নং	পদের নাম	গ্রেড	পদের সংখ্যা	নিয়োগ প্রাপ্ত জনবলের সংখ্যা
০১.	প্রকল্প পরিচালক	গ্রেড-৩	১	১
০২.	উপ-প্রকল্প পরিচালক	গ্রেড-৪	৩	২
০৩.	চিফ-ইঞ্জিনিয়ার	গ্রেড-৪	১	০
০৪.	সহকারী পরিচালক	গ্রেড-৫	৫	৪
০৫.	উপকূলীয় মৎস্য কর্মকর্তা	গ্রেড-৯	১০	০
০৬.	আইটি সিস্টেম এনালিষ্ট	গ্রেড-৯	২	২
০৭.	মাঠ সহকারী	গ্রেড-১৪	১০	৪
০৮.	ক্যাশিয়ার	গ্রেড-১৪	১	১
০৯.	হিসাব-রক্ষক	গ্রেড-১৪	১	১
১০.	ডাটা এন্ট্রি অপারেটর	গ্রেড-১৪	৪	৪
১১.	গাড়ি চালক	গ্রেড-১৫	৫	৩
১২.	স্প্রিড বোট চালক	গ্রেড-১৫	১০	১০
১৩.	এমএলএসএস	গ্রেড-২০	৮	৮
১৪.	নৈশ-প্রহরী	গ্রেড-২০	১২	১২
১৫.	সুইপার	গ্রেড-২০	২	২
সর্বমোট			**৭৫**	**৫৩**

৩.৪.৩ পিআইসি ও স্টিয়ারিং কমিটির সভা অনুষ্ঠান: প্রকল্প অফিস থেকে প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষণ করে দেখা যায় যে, প্রকল্প বাস্তবায়নকালে মোট ৪টি পিআইসি ও স্টিয়ারিং কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়েছিল। প্রকল্প অফিস থেকে প্রাপ্ত তথ্য পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, উক্ত পিএসসি ও পিআইসি সভায় গৃহীত সিদ্ধান্ত যথাযথভাবে বাস্তবায়ন করা হয়েছিল।

৩.৪.৪ প্রকল্পের আওতায় গৃহীত বিভিন্ন সমীক্ষা ও প্রতিবেদন: প্রকল্প অফিস থেকে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী প্রকল্পটি গ্রহণকালে কোন ধরনের বেজলাইন সমীক্ষা অথবা যথাযথভাবে স্টেকহোল্ডার এনালাইসিস করে চাহিদা নিরূপণ করা হয় নি। প্রকল্পের জন্য পৃথকভাবে Feasibility study করা হয় নি; তবে secondary source থেকে তথ্যাদি সংগ্রহ করা হয়েছে যা প্রকল্পের Baseline information হিসেবে বিবেচিত হয়েছে। মূলত Fisheries Statistical Report of Bangladesh; Fisheries Resources Survey System (FRSS), DoF থেকে প্রাপ্ত প্রাথমিক তথ্যাদির আলোকে প্রকল্প প্রনয়ন করা হয়। প্রকল্প চলাকালে জেলে ও জেলে সম্প্রদায়, আর্টিসানাল ফিশারিজ বিষয়ে ল্যান্ড বেসড সার্ভের মাধ্যমে মোট ৭ টি প্রধান ল্যান্ডিং স্টেশন ও ২১ টি মৎস্য অবতরণ কেন্দ্র থেকে তথ্যাদি প্রকল্পের তথ্য সরবরাহ ছকে সংগ্রহ করা হয়; যা প্রকল্পের baseline information হিসাবে বিবেচিত হয়েছে।

তবে প্রকল্পের আওতায় Marine Fisheries Survey Reports and Stock Assessment 2019; Standard Operating Procedure on Information Collection from Landing Center for Marine Fisherines Stock Assessment; Information Collection Techniques from Landing Center for Marine Fisheries Stock Assessment; ল্যান্ডবেজড সার্ভে কার্যক্রমের আওতায় পরিচালিত উপকূলীয় ও সামুদ্রিক মৎস্য নৌযান ও জাল-সরঞ্জামাদির জরিপ এবং সামুদ্রিক মৎস্যসম্পদ জরিপ কার্যক্রম পরিচালনা ও অগ্রগতি নামে বিভিন্ন সমীক্ষা ও প্রতিবেদন সম্পাদন করা হয়েছে।

৩.৫. সমীক্ষা থেকে প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষণ ও ফলাফল পর্যালোচনা

"বাংলাদেশ মেরিন ফিশারিজ ক্যাপাসিটি বিল্ডিং (৩য় সংশোধিত)" সমাপ্ত প্রকল্পের প্রভাব মূল্যায়ন সমীক্ষার জন্য দুই ধরনের তথ্য সংগ্রহ করা হয়। যথা: ক) সংখ্যাগত তথ্য সংগ্রহ, খ) গুণগত তথ্য সংগ্রহ। প্রভাব মূল্যায়ন সমীক্ষা সম্পর্কিত তথ্য সংগ্রহের জন্য প্রকল্পের আওতাধীন ৮টি জেলার মোট ১৮টি মৎস্য অবতরণ কেন্দ্র (ল্যান্ডিং স্টেশন) থেকে মোট ৪৫৯ জন উপকারভোগী (মৎস্য আহোরণের সাথে জড়িত ২৩৪ জন উপকারভোগী ও ২২৫ জন উপকারভোগী মৎস্য কর্মকর্তা) এবং প্রকল্প থেকে কোনরূপ সুবিধা গ্রহণ করেন নি এমন ১১৯ জন (মৎস্য আহরণের সাথে জড়িত ৯১জন ও ২৮ জন মৎস্য কর্মকর্তা) উত্তরদাতার নিকট হতে কাঠামোগত প্রশ্নাবলি ব্যবহার করে সরাসরি সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয়।

অন্যদিকে সমাপ্ত প্রকল্পটির বাস্তব অগ্রগতি, সবল, দুর্বল ও প্রভাব সম্পর্কিত গুণগত তথ্য সংগ্রহের জন্য প্রকল্পের অন্তর্ভুক্ত ১৮টি মৎস্য অবতরণ কেন্দ্র (ল্যান্ডিং স্টেশন) থেকে ১০টি দলীয় আলোচনা (এফজিডি) করা হয়েছে। এছাড়াও প্রকল্প পরিচালকসহ ৭ জন জেলা মৎস্য কর্মকর্তার মোট ৯টি কেআইআই সম্পন্ন করা হয়েছে। এছাড়া প্রকল্পের স্থানীয় পর্যায়ে চট্টগ্রাম জেলার মীরসরাই উপজেলায় একটি কর্মশালার আয়োজন করা হয়। তাছাড়া সরেজমিনে পর্যবেক্ষনের মাধ্যমে ডিপিপিতে উল্লেখিত বরাদ্দ বিবেচনায় রেখে প্রকল্পের প্রতিটি কার্যক্রমের কার্যকারিতা, উপযোগিতা, ব্যবহারযোগ্যতা, বর্তমান কার্যকর অবস্থার চিত্র (চেকলিষ্ট অনুসারে) সরাসরি পরিদর্শনের মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। সমীক্ষার প্রাপ্ত সংখ্যাগত ও গুণগত তথ্যাদি নিম্নে উপস্থাপন করা হলো:

৩.৫.১ উত্তরদাতাদের ব্যক্তিগত তথ্যাদি

ক) ফিশার আরটিসেনাল উত্তরদাতাদের কাছ থেকে প্রাপ্ত তথ্য: সমীক্ষায় অংশগ্রহণকারী উপকারভোগী ফিশার আরটিসেনাল উত্তরদাতাদের মধ্যে সর্বোচ্চ ৪২.০০% (২৩ জন) উত্তরদাতার বয়স ছিল ৩৫-৪৪ বছরের মধ্যে, তারপর ২৫.৬% (১৪ জন) উত্তরদাতার বয়স ছিল ৪৫-৫৪ বছরের মধ্যে, ২৩.১% উত্তরদাতার বয়স ছিল ২৫-৩৪ বছর। অন্যদিকে সর্বনিম্ন ১ জনের (২.৬%) ফিশার আরটিসেনালের বয়স ২৫ বছরের কম ছিল, তারপর ৪ জন উত্তরদাতার (৭.৭%) বয়স ছিল ৫৫ বছরের অধিক। অনুরূপভাবে, সমীক্ষায় অংশগ্রহণকারী কন্ট্রোল গ্রুপ ফিশার আরটিসেনাল উত্তরদাতাদের মধ্যে সর্বোচ্চ ৬৬.৭% (১৪ জন) উত্তরদাতার বয়স ছিল ৩৫-৪৪ বছরের মধ্যে, তারপর ১৬.৭% (১৪ জন) উত্তরদাতার বয়স ছিল ৫৫ বছরের অধিক এবং ৮.৩% উত্তরদাতার (২ জন) বয়স ছিল যথাক্রমে ২৫-৩৪ বছর ও ৪৫-৫৪ বছরের মধ্যে।

খ) ফিশার ট্রলারদের কাছ থেকে প্রাপ্ত তথ্য: সমীক্ষায় অংশগ্রহণকারী উপকারভোগী ফিশার ট্রলার উত্তরদাতাদের মধ্যে সর্বোচ্চ ৪০.০০% (২২ জন) উত্তরদাতার বয়স ছিল ৩৫-৪৪ বছরের মধ্যে, তারপর ২৮.৬% (১৫ জন) উত্তরদাতার বয়স ছিল ৪৫-৫৪ বছরের মধ্যে, ১৪.৩% উত্তরদাতার বয়স ছিল যথাক্রমে ২৫-৩৪ বছর এবং ৫৫ বছর বা তার বেশি। অন্যদিকে সর্বনিম্ন ২ জনের (২.৯%) ফিশার ট্রলার উত্তরদাতার বয়স ছিল ২৫ বছরের কম। অনুরূপভাবে, সমীক্ষায় অংশগ্রহণকারী কন্ট্রোল গ্রুপ ফিশার ট্রলার উত্তরদাতাদের মধ্যে সর্বোচ্চ ৮৮.৯% (১৯ জন) উত্তরদাতার বয়স ছিল ৩৫-৪৪ বছরের মধ্যে, বাকী ১১.১% (২ জন) উত্তরদাতার বয়স ছিল ৪৫-৫৪ বছরের মধ্যে।

গ) মৎস্য আড়তদার/ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে প্রাপ্ত তথ্য: সমীক্ষায় অংশগ্রহণকারী উপকারভোগী মৎস্য আড়তদার/ব্যবসায়ী উত্তরদাতাদের মধ্যে সর্বোচ্চ ৪৪.৮% (৫৬ জন) উত্তরদাতার বয়স ছিল ৩৫-৪৪ বছরের মধ্যে, তারপর ২৯.৯% (৩৮ জন) উত্তরদাতার বয়স ছিল ৪৫-৫৪ বছরের মধ্যে, ১২.৬% উত্তরদাতার বয়স ছিল ২৫-৩৪ বছর এবং ১০.৩% উত্তরদাতার বয়স ছিল ৫৫ বছর বা তার বেশি। অন্যদিকে সর্বনিম্ন ৩ জনের (২.৩%)মৎস্য আড়তদার/ব্যবসায়ী উত্তরদাতার বয়স ছিল ২৫ বছরের কম। অনুরূপভাবে, সমীক্ষায় অংশগ্রহণকারী কন্ট্রোল গ্রুপ মৎস্য আড়তদার/ব্যবসায়ী উত্তরদাতাদের মধ্যে সর্বোচ্চ ৫৩.৬% (২৬ জন) উত্তরদাতার বয়স ছিল ৩৫-৪৪ বছরের মধ্যে, ৩৫.৭% (১৭ জন) উত্তরদাতার বয়স ছিল ৪৫-৫৪ বছরের মধ্যে এবং ৩.৬% উত্তরদাতার বয়স ছিল যথাক্রমে ২৫-৩৪ বছর, ২৫ বছরের কম এবং ৫৫ বছরের বেশি।

ঘ) মৎস্য অধিদপ্তরের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের কাছ থেকে প্রাপ্ত তথ্য: সমীক্ষায় অংশগ্রহণকারী উপকারভোগী মৎস্য অধিদপ্তরের কর্মকর্তা/কর্মচারী উত্তরদাতাদের মধ্যে সর্বোচ্চ ৪২.২% (২৭ জন) উত্তরদাতার বয়স ছিল ৩৫-৪৪ বছরের মধ্যে, তারপর ৩৫.৯% (২৩ জন) উত্তরদাতার বয়স ছিল ৪৫-৫৪ বছরের মধ্যে, ১৪.১% উত্তরদাতার বয়স ছিল ২৫-৩৪ বছর এবং ৪.৭% উত্তরদাতার বয়স ছিল ৫৫ বছর বা তার বেশি। অন্যদিকে সর্বনিম্ন ২ জনের (৩.১%)মৎস্য অধিদপ্তরের কর্মকর্তা/কর্মচারী উত্তরদাতার বয়স ছিল ২৫ বছরের কম। অনুরূপভাবে, সমীক্ষায় অংশগ্রহণকারী কন্ট্রোল গ্রুপ মৎস্য অধিদপ্তরের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের মধ্যে সর্বোচ্চ ৩৫% (৭ জন) উত্তরদাতার বয়স ছিল ৩৫-৪৪ বছরের মধ্যে, ৩০.০%

(৬ জন) উত্তরদাতার বয়স ছিল ৪৫-৫৪ বছরের মধ্যে এবং ২০% উত্তরদাতার বয়স ছিল যথাক্রমে ২৫-৩৪ বছর, ২৫ বছরের কম এবং ৫৫ বছরের বেশি।

৩.৫.২. উত্তরদাতাদের শিক্ষাগত যোগ্যতা

ক) ফিশার আরটিসেনাল উত্তরদাতাদের শিক্ষাগত যোগ্যতা: সমীক্ষায় অংশগ্রহণকারী উত্তরদাতাদের মধ্যে ২৫.৬% ফিশার আরটিসেনাল উত্তরদাতার অক্ষর জ্ঞান ছিল না। তবে সাক্ষর জ্ঞান আছে এমন উত্তরদাতাদের মধ্যে সর্বোচ্চ ৩০.৮% (১৭ জন) উপকারভোগী ফিশার আরটিসেনাল উত্তরদাতার পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত পড়াশুনা করেছেন এবং ২০.৫% উত্তরদাতা পঞ্চম শ্রেণির কম পর্যন্ত পড়াশুনা করেছেন। অনুরূপভাবে, কন্ট্রোল গ্রুপ ফিশার আরটিসেনাল উত্তরদাতাদের মধ্যে ৯.১% উত্তরদাতার অক্ষর জ্ঞান ছিল না। তবে সাক্ষর জ্ঞান আছে এমন উত্তরদাতাদের মধ্যে সর্বোচ্চ ৬৩.৬% (১৩ জন) কন্ট্রোল গ্রুপ ফিশার আরটিসেনাল উত্তরদাতা পঞ্চম শ্রেণি কম পর্যন্ত পড়াশুনা করেছেন।

খ) ফিশার ট্রলার উত্তরদাতাদের শিক্ষাগত যোগ্যতা: সমীক্ষায় অংশগ্রহণকারী উত্তরদাতাদের মধ্যে ২১.২% ফিশার ট্রলার উপকারভোগী উত্তরদাতার অক্ষর জ্ঞান ছিল না। তবে সাক্ষর জ্ঞান আছে এমন উত্তরদাতাদের মধ্যে সর্বোচ্চ ৪৫.৫% (২৫ জন) উপকারভোগী ফিশার ট্রলার উত্তরদাতার পঞ্চম শ্রেণির কম পর্যন্ত পড়াশুনা করেছেন। অনুরূপভাবে, কন্ট্রোল গ্রুপ ফিশার ট্রলার উত্তরদাতাদের মধ্যে ১৪.৩% উত্তরদাতার অক্ষর জ্ঞান ছিল না। তবে সাক্ষর জ্ঞান আছে এমন উত্তরদাতাদের মধ্যে সর্বোচ্চ ৪২.৯% (৯ জন) কন্ট্রোল গ্রুপ ফিশার ট্রলার উত্তরদাতা পঞ্চম শ্রেণি কম পর্যন্ত পড়াশুনা করেছেন।

গ) মৎস্য আড়তদার/ব্যবসায়ী উত্তরদাতাদের শিক্ষাগত যোগ্যতা: সমীক্ষায় অংশগ্রহণকারী উত্তরদাতাদের মধ্যে ৪.৭% **মৎস্য আড়তদার/ব্যবসায়ী** উপকারভোগী উত্তরদাতার অক্ষর জ্ঞান ছিল না। তবে সাক্ষর জ্ঞান আছে এমন উত্তরদাতাদের মধ্যে সর্বোচ্চ ৩০.৬% (৩৯ জন) উপকারভোগী ব্যবসায়ী উত্তরদাতার পঞ্চম শ্রেণির কম পর্যন্ত পড়াশুনা করেছেন। অনুরূপভাবে, কন্ট্রোল গ্রুপ ব্যবসায়ী উত্তরদাতাদের মধ্যে ৮.৩% উত্তরদাতার অক্ষর জ্ঞান ছিল না। তবে সাক্ষর জ্ঞান আছে এমন উত্তরদাতাদের মধ্যে সর্বোচ্চ ২০.৮% (১০ জন) কন্ট্রোল গ্রুপ ব্যবসায়ী উত্তরদাতা পঞ্চম শ্রেণি ও এসএসসি পর্যন্ত পড়াশুনা করেছেন।

ঘ) মৎস্য অধিদপ্তরের কর্মকর্তা/কর্মচারী উত্তরদাতাদের শিক্ষাগত যোগ্যতা: সমীক্ষায় অংশগ্রহণকারী সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারি উচ্চশিক্ষায় শিক্ষিত ছিলেন।

সারণি-৩.১০: সমীক্ষায় অংশগ্রহণকারী উত্তরদাতাদের ব্যক্তিগত তথ্যাদি

ব্যক্তিগত তথ্যাদি	ফিশার আরটিসেনাল				ফিশার ট্রলার				মৎস্য আড়তদার/ব্যবসায়ী				মৎস্য অধিদপ্তরের কর্মকর্তা/কর্মচারী			
	উপকারভোগী		কন্ট্রোল গ্রুপ		উপকারভোগী		কন্ট্রোল গ্রুপ		উপকারভোগী		কন্ট্রোল গ্রুপ		উপকারভোগী		কন্ট্রোল গ্রুপ	
	উত্তরদাতার সংখ্যা	%	উত্তরদাতার সংখ্যা	%	উত্তরদাতার সংখ্যা	%	উত্তরদাতার সংখ্যা	%	উত্তরদাতার সংখ্যা	%	উত্তরদাতার সংখ্যা	%	উত্তরদাতার সংখ্যা	%	উত্তরদাতার সংখ্যা	%
উত্তরদাতাদের বয়স বিভাজন																
<২৫ বছর	১	২.৬	-	-	২	২.৯	-	-	৩	২.৩	২	৩.৬	২	৩.১	৪	২০.০
২৫-৩৪ বছর	১২	২৩.১	২	৮.৩	৮	১৪.৩	-	-	১৬	১২.৬	২	৩.৬	৯	১৪.১	২	১০.০
৩৫-৪৪ বছর	২৩	৪২.০	১৪	৬৬.৭	২২	৪০.০	১৯	৮৮.৯	৫৬	৪৪.৮	২৬	৫৩.৬	২৭	৪২.২	৭	৩৫.০
৪৫-৫৪ বছর	১৪	২৫.৬	২	৮.৩	১৫	২৮.৬	২	১১.১	৩৮	২৯.৯	১৭	৩৫.৭	২৩	৩৫.৯	৬	৩০.০
৫৫ বা তদূর্ধ্ব	৪	৭.৭	৪	১৬.৭	৮	১৪.৩	-	-	১৩	১০.৩	২	৩.৬	৩	৪.৭	১	৫.০
সর্বমোট	৫৪	১০০	২১	১০০	৫৪	১০০	২১	১০০	১২৬	১০০.	৪৯	১০০.	৬৪	১০০	২০	১০০
শিক্ষাগত যোগ্যতা																
অক্ষর জ্ঞান নেই	১৪	২৫.৬	২	৯.১	১১	২১.২	৩	১৪.৩	৬	৪.৭	৪	৮.৩	-	-	-	-
পঞ্চম শ্রেণির কম	১১	২০.৫	১৩	৬৩.৬	২৫	৪৫.৫	৯	৪২.৯	৩৯	৩০.৬	৬	১২.৫	-	-	-	-
পঞ্চম শ্রেণি	১৭	৩০.৮	২	৯.১	০		৩	১৪.৩	১৯	১৫.৩	১০	২০.৮	-	-	-	-
অষ্টম শ্রেণি	১০	১৭.৯	২	৯.১	৭	১২.১	৩	১৪.৩	২৫	২০.	৬	১২.৫	-	-	-	-
এসএসসি	৩	৫.১	২	৯.১	৭	১২.১	০		২৪	১৮.৮	১০	২০.৮	-	-	-	-
এইচএস	-	-	-	-	২	৩.	-	-	১২	৯.৪	১২	২৫.	-	-	-	-

ব্যক্তিগত তথ্যাদি	ফিশার আরটিসেনাল				ফিশার ট্রলার				মৎস্য আড়তদার/ব্যবসায়ী				মৎস্য অধিদপ্তরের কর্মকর্তা/কর্মচারী			
	উপকারভোগী		কন্ট্রোল গ্রুপ		উপকারভোগী		কন্ট্রোল গ্রুপ		উপকারভোগী		কন্ট্রোল গ্রুপ		উপকারভোগী		কন্ট্রোল গ্রুপ	
	উত্তরদাতার সংখ্যা	%	উত্তরদাতার সংখ্যা	%	উত্তরদাতার সংখ্যা	%	উত্তরদাতার সংখ্যা	%	উত্তরদাতার সংখ্যা	%	উত্তরদাতার সংখ্যা	%	উত্তরদাতার সংখ্যা	%	উত্তরদাতার সংখ্যা	%
সি																
মাদ্রাসা	-	-	-	-	৩	৬.১	৩	১৪.৩	২	১.২	-	-	-	-	-	-
স্নাতক	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	৪৪	৬৮.৮	১৫	৭৫
স্নাতকত্তোর	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	২০	৩১.২	৫	২৫
সর্বমোট	**৫৪**	**১০০**	**২১**	**১০০.**	**৫৪**	**১০০.**	**২১**	**১০০.**	**১২৬**	**১০০.**	**৪৯**	**১০০.**	**৬৪**	**১০০**	**২০**	**১০০**

৩.৫.৩ উত্তরদাতাদের পেশাভিত্তিক বিভাজন

ক) ফিশার আরটিসেনাল উত্তরদাতাদের পেশার ধরণ: সমীক্ষায় অংশগ্রহণকারী ফিশার আরটিসেনাল উপকারভোগী এবং কন্ট্রোল গ্রুপ উত্তরদাতাদের মধ্যে সর্বোচ্চ ৫৩.৮% এবং ৫০.০% উত্তরদাতা ছিলেন জেলে।

সারণি ৩.১১: **ফিশার আরটিসেনাল উত্তরদাতাদের পেশাভিত্তিক বিন্যাস**

পেশা	**ফিশার আরটিসেনাল উত্তরদাতা**			
	উপকারভোগী		কন্ট্রোল গ্রুপ	
	উত্তরদাতাদের সংখ্যা	%	উত্তরদাতাদের সংখ্যা	%
মালিক	৭	১২.৮	৪	১৬.৭
মাঝি	১৪	২৫.৬	৪	১৬.৭
জেলে	২৯	৫৩.৮	১১	৫০.০
শ্রমিক	৪	৭.৭	৪	১৬.৭
সর্বমোট	৫৪	১০০	২১	১০০.০

খ) ফিশার ট্রলার উত্তরদাতাদের পেশার ধরণ: সমীক্ষায় অংশগ্রহণকারী ফিশার আরটিসেনাল উপকারভোগী এবং কন্ট্রোল গ্রুপ উত্তরদাতাদের মধ্যে সর্বোচ্চ ৬৭.৯% এবং ৬৮.০% উত্তরদাতা ছিলেন জেলে।

সারণি ৩.১১: **ফিশার ট্রলার উত্তরদাতাদের পেশাভিত্তিক বিন্যাস**

পেশা	**ফিশার ট্রলার উত্তরদাতা**			
	উপকারভোগী		কন্ট্রোল গ্রুপ	
	উত্তরদাতাদের সংখ্যা	%	উত্তরদাতাদের সংখ্যা	%
মালিক	৬	১১.১	৩	১৬.০
মাঝি	১১	১৯.৮	২	৮.০
জেলে	৩৭	৬৭.৯	১৪	৬৮.০
শ্রমিক	১	১.২	২	৮.০
সর্বমোট	৫৪	১০০	২১	১০০.০

৩.৫.৪. প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত তথ্যাদি

উক্ত প্রকল্পের আওতায় শুধুমাত্র মৎস্য অধিদপ্তরের কর্মকর্তা/কর্মচারী উত্তরদাতাদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। সমীক্ষায় অংশগ্রহণকারী সকল উপকারভোগী মৎস্য কর্মকর্তা উক্ত প্রকল্পের আওতায় প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছিলেন।

সারণি ৩.১২: **প্রকল্পের আওতায় উত্তরদাতাদের প্রশিক্ষণ প্রদান**

প্রশিক্ষণ	**মৎস্য অধিদপ্তরের কর্মকর্তা/কর্মচারী**			
	উপকারভোগী		কন্ট্রোল গ্রুপ	
	উত্তরদাতাদের সংখ্যা	%	উত্তরদাতাদের সংখ্যা	%
হ্যাঁ	৬৪	১০০.০	-	-
না	০	-	২০	১০০
সর্বমোট	৬৪	১০০	২০	১০০

প্রকল্প থেকে প্রাপ্ত প্রশিক্ষণের উপর সন্তুষ্টির মাত্রা (User Satisfaction Index[1] (USI)): প্রশিক্ষণের উপর উপকারভোগী মৎস্য কর্মকর্তাদের সন্তুষ্টির মাত্রা নিম্নের লেখচিত্রে দেয়া হলো। প্রশিক্ষণের সময়কালের উপর উপকারভোগীদের সন্তুষ্টির মাত্রা হলো ৪.০৫ (সর্বোচ্চ স্কোর ৫.০০), প্রশিক্ষণের সম্মানী ভাতার উপর উপকারভোগীদের

[1]

$$USI = \frac{f\text{hs}(S\text{hs}) + fs(Ss) + f\text{sws}(S\text{sws}) + fms(Sms) + fns(Sns)}{N} \quad \text{.....} (1)$$

সন্তুষ্টির মাত্রা হলো ৩.৫৬, প্রশিক্ষণে ব্যবহৃত উপকরণের উপর উপকারভোগীদের সন্তুষ্টির মাত্রা হলো ৩.৪২, প্রশিক্ষকদের দক্ষতার উপর সন্তুষ্টির মাত্রা হলো ২.৪৮, প্রশিক্ষণ লব্ধ জ্ঞান মাঠ পর্যায়ে প্রয়োগের ক্ষেত্রে সন্তুষ্টির মাত্রা ২.৭৩ এবং প্রশিক্ষণের উপর উপকারভোগীদের সামগ্রিক সন্তুষ্টির মাত্রা হলো ৩.২৬। [স্কোর: ১= খুব খারাপ, ২=খারাপ, ৩= মোটামুটি, ৪=ভাল, ৫=খুব ভাল]

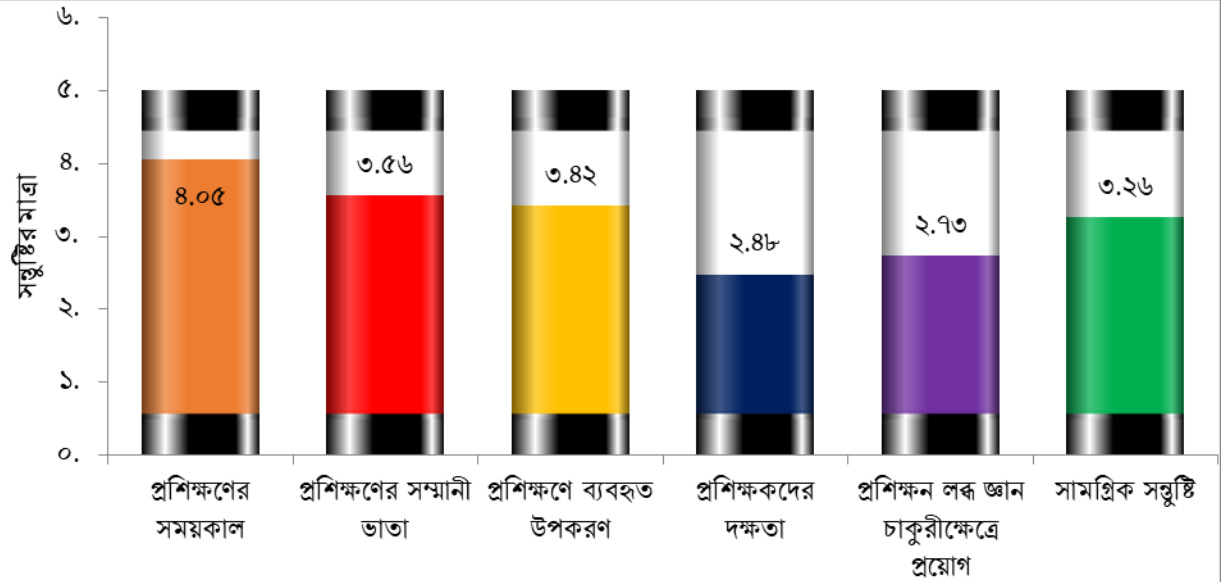

লেখচিত্র ৩.১: প্রকল্প থেকে প্রাপ্ত প্রশিক্ষণে উপকারভোগীদের সন্তুষ্টির মাত্রা

৩.৫.৫ মৎস্য আইন বিষয়ে ধারণা

ক) ফিশার আরটিসেনাল উত্তরদাতাদের দেওয়া তথ্যাদি: সমীক্ষায় অংশগ্রহণকারী উপকারভোগী ফিশার আরটিসেনাল উত্তরদাতাদের মধ্যে সর্বোচ্চ ৪৭ জন (৮৭.১%) বলেন যে, প্রকল্পটি বাস্তবায়নের মাধ্যমে তারা জাটকা না ধরা/নিষিদ্ধ সময়ে মাছ না ধরা সম্পর্কে জেনেছেন, ৩.২% উত্তরদাতা বলেছেন যে, তারা বেহুন্দি/কারেন্ট জাল/ নিষিদ্ধ জাল ব্যবহার বন্ধ হওয়া সম্পর্কে জেনেছেন।

সারণি ৩.১৩: **ফিশার আরটিসেনাল উত্তরদাতাদের মধ্যে সামুদ্রিক মৎস্য আইন বিষয়ক ধারনা**

সামুদ্রিক মৎস্য আইন বিষয়ক ধারণা	**ফিশার আরটিসেনাল উত্তরদাতা**			
	উপকারভোগী		কন্ট্রোল গ্রুপ	
	উত্তরদাতাদের সংখ্যা	%	উত্তরদাতাদের সংখ্যা	%
জাটকা না ধরা/নিষিদ্ধ সময় মাছ না ধরা	৪৭	৮৭.১	২১	১০০.০
বেহুন্দি/কারেন্ট জাল/ নিষিদ্ধ জাল বন্ধ	২	৩.২	-	-
বালি রাখা	২	৩.২	-	-
জানি না	৪	৬.৫	-	-
সর্বমোট	৫৪	১০০	২১	১০০.০

খ) ফিশার ট্রলার উত্তরদাতাদের দেওয়া তথ্যাদি: সমীক্ষায় অংশগ্রহণকারী উপকারভোগী ফিশার ট্রলার উত্তরদাতাদের মধ্যে সর্বোচ্চ ৪০ জন (৭৩.৫%) বলেন যে, প্রকল্পটি বাস্তবায়নের মাধ্যমে তারা জাটকা না ধরা/নিষিদ্ধ সময়ে মাছ না ধরা সম্পর্কে জেনেছেন, ৫.৯% উত্তরদাতা বলেছেন যে, তারা বেহুন্দি/কারেন্ট জাল/ নিষিদ্ধ জাল ব্যবহার বন্ধ হওয়া সম্পর্কে জেনেছেন এবং ১১.৮% উত্তরদাতা (৬) জন বলেছেন যে, তাদের সামুদ্রিক মৎস্য আইন বিষয়ক ধারনা নেই।

সারণি ৩.১৪: ফিশার ট্রলার উত্তরদাতাদের মধ্যে সামুদ্রিক মৎস্য আইন বিষয়ক ধারনা

সামুদ্রিক মৎস্য আইন বিষয়ক ধারণা	ফিশার ট্রলার			
	উপকারভোগী		কন্ট্রোল গ্রুপ	
	উত্তরদাতাদের সংখ্যা	%	উত্তরদাতাদের সংখ্যা	%
জাটকা না ধরা/নিষিদ্ধ সময় মাছ না ধরা	৪০	৭৩.৫	১৯	৯০.০
বেহুন্দি/কারেন্ট জাল/ নিষিদ্ধ জাল বন্ধ	৩	৫.৯	-	-
বালি রাখা	৫	৮.৮	২	১০.০
জানি না	৬	১১.৮	-	-
সর্বমোট	৫৪	১০০.	২১	১০০.০

৩.৫.৬ আইনের প্রয়োগ সফল হয়েছে কিনা: সমীক্ষায় অংশগ্রহণকারী উত্তরদাতাদের মধ্যে মাত্র ৭.১% উত্তরদাতা বলেন যে, প্রকল্পটি বাস্তবায়নের কারণে সামুদ্রিক মৎস্য আইন পুরোপুরি প্রয়োগ সফল হয়েছে। অপরদিকে, ৭.২% উত্তরদাতা মনে করেন আইনের প্রয়োগ অনেকটাই সফল হয়েছে, ৬০.৭% উত্তরদাতা মনে করেন মোটামুটি সফল হয়েছে এবং ২৫.০% উত্তরদাতার এ বিষয়ে অবগত নন বলে উত্তর প্রদান করেছেন।

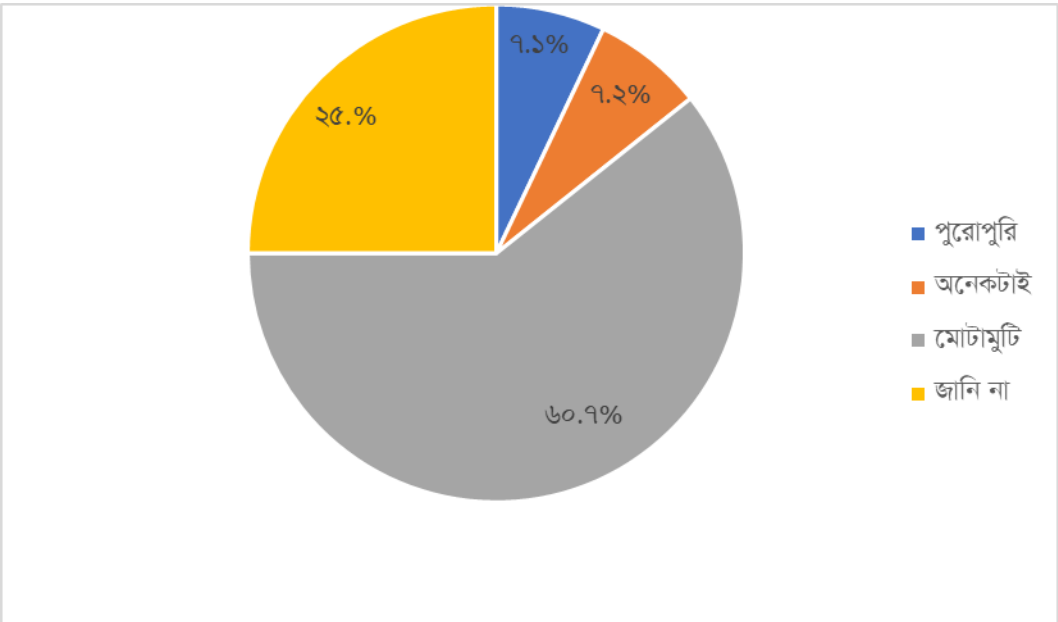

লেখচিত্র ৩.২: প্রকল্পের মাধ্যমে সামুদ্রিক মৎস্য আইনের প্রয়োগ

৩.৫.৭ আইন পরিবর্তনের প্রয়োজনীয়তা: সমীক্ষায় অংশগ্রহণকারী উপকারভোগী উত্তরদাতাদের মধ্যে ৬৯.২% উত্তরদাতা মনে করেন সামুদ্রিক মৎস্য আইন পরিবর্তনের প্রয়োজন আছে এবং ৩০.৬% উত্তরদাতা প্রয়োজন নেই বলে মত প্রকাশ করেছেন।

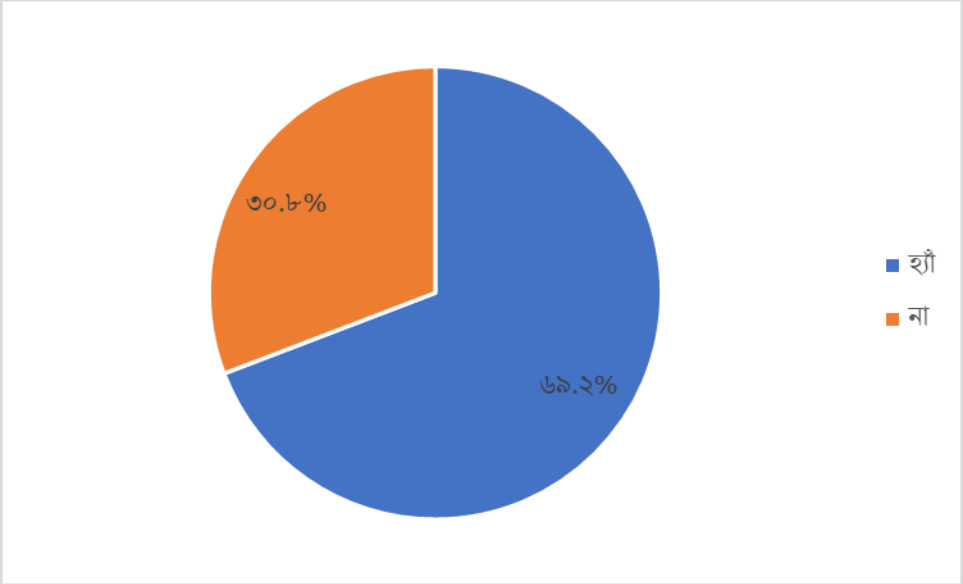

লেখচিত্র ৩.৩: আইন পরিবর্তনের প্রয়োজনীয়তা

৩.৫.৮ প্রকল্পের প্রভাবসমূহ: সমীক্ষায় অংশগ্রহণকারী উপকারভোগী উত্তরদাতাদের মধ্যে ৩৭.০% উত্তরদাতা বলেন যে, প্রকল্পটি বাস্তবায়নের কারণে মৎস্য কর্মকর্তাদের দক্ষতা বৃদ্ধি পেয়েছে, ১৮.৫% উত্তরদাত মনে করেন যে, অতিরিক্ত মাছ ধরা বন্ধ হয়েছে, ৩.৭% উত্তরদাতা মনে করেন প্রকল্পটি বাস্তবায়নের কারণে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা বৃদ্ধি পেয়েছে, ১১.১% উত্তরদাতা মনে করেন, মাছ আহরণ বৃদ্ধি পেয়েছে, ১১.১% উত্তরদাতা মনে করেন জেলেদের মৎস্য আইন বিষয়ক জ্ঞান বৃদ্ধি পেয়েছে এবং ১৮.৫% উত্তরদাতা মনে করেন নতুন প্রজাতির মাছ ধরা বৃদ্ধি পেয়েছে।

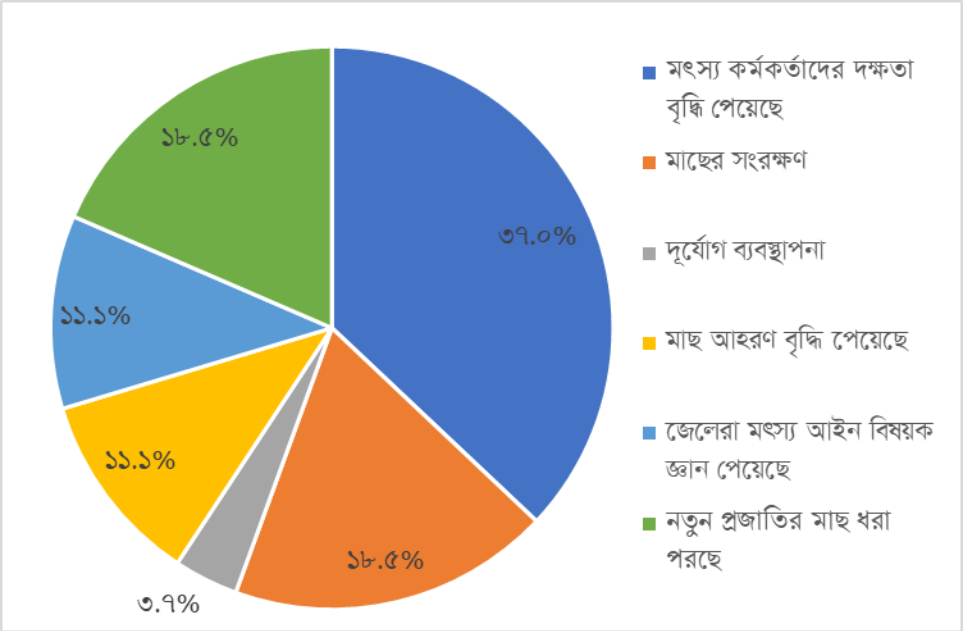

লেখচিত্র ৩.৪: প্রকল্পের প্রভাবসমূহ

চিত্র: প্রভাব মূল্যায়ন সমীক্ষার আওতায় সম্পন্নকৃত জেলেদের সাথে জরিপ কার্যক্রমের স্থিরচিত্র

চিত্র: প্রভাব মূল্যায়ন সমীক্ষার আওতায় সম্পন্নকৃত আড়তদার, ব্যবসায়ী ও ক্রেতারেদ সাথে জরিপ কার্যক্রমের স্থিরচিত্র

চিত্র: প্রভাব মূল্যায়ন সমীক্ষার আওতায় নৌকা প্রতি মাছ আহরণের পরিমাণ নিরুপনের স্থিরচিত্র

খ. প্রকল্প সম্পর্কে গুণগত তথ্যের বিশ্লেষণ

৩.৫.৯. দলভিত্তিক আলোচনা (এফজিডি) থেকে প্রাপ্ত তথ্যের বিশ্লেষণ

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগের পক্ষ থেকে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের ব্যবস্থাপনায় মৎস্য অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়িত **"বাংলাদেশ মেরিন ফিশারিজ ক্যাপাসিটি বিল্ডিং (৩য় সংশোধিত)"** সমাপ্ত প্রকল্পের প্রভাব মূল্যায়ন বিষয়ক সমীক্ষার ক্ষেত্রে উক্ত প্রকল্পের আওতাভুক্ত ১৮টি মৎস্য অবতরণ কেন্দ্র (ল্যান্ডিং স্টেশন) থেকে ১০টি দলীয় আলোচনা (এফজিডি) করা হয়েছে। এফজিডিগুলো এমন একটি জায়গায় করা হয়েছিল যাতে সকল ধরনের অংশগ্রহণকারী সহজে আসতে পারে এবং অবাধে কথা বলতে পারে। এফজিডি গাইডলাইন (পরিশিষ্ট-৯) অনুযায়ী প্রকল্পের কার্যকারিতার দক্ষতা ও যথার্থতা সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহের জন্য এফজিডি করা হয়। নিম্নে দলীয় আলোচনা থেকে প্রাপ্ত তথ্যগুলো উপস্থাপন করা হলো:

দলভিত্তিক আলোচনা (এফজিডি) থেকে প্রাপ্ত তথ্য উপস্থাপন:

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগের সেক্টর ৬ এর মাধ্যমে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের আওতায় মৎস্য অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়িত বাংলাদেশ মেরিন ফিশারিজ ক্যাপাসিটি বিল্ডিং (৩য় সংশোধিত) শীর্ষক সমাপ্ত প্রকল্পটির প্রভাব মূল্যায়ন কার্যক্রমের জন্য এফজিডি করা হয়। সমাপ্ত এই প্রকল্পের প্রভাব মূল্যায়ন সমীক্ষার জন্য অংশগ্রহণকারীদের কাছ থেকে মূল্যবান তথ্য সংগ্রহের বিষয় তাদেরকে অবহিত করা হয়। এফজিডি গাইডলাইন ও চেকলিস্ট (পরিশিষ্ট-৯) অনুসারে সকল আলোচনা পরিচালিত হয়েছে।

এই প্রকল্পের আওতায় আঠারোটি ল্যান্ডিং স্টেশনের (মৎস্য অবতরণ কেন্দ্র) মধ্যে প্রকল্পভূক্ত সাতটি জেলার দশটি ল্যান্ডিং স্টেশনের সবকটিতেই এফজিডি আয়োজন করা হয়েছে। খুলনা জেলার বটিয়াঘাটা উপজেলার বালিয়াডাঙ্গা, সাতক্ষীরা জেলার শ্যামনগর উপজেলার নীলডুমুর, বাগেরহাট জেলার মংলা উপজেলার মংলা, ভোলা জেলার চরফ্যাশন উপজেলার রামরাজ, পটুয়াখালী জেলার কলাপাড়া উপজেলার মনিপুর, বরিশাল জেলার সদর উপজেলা মাছ ঘাট, চট্টগ্রাম জেলার মিরসরাই উপজেলার মিরসরাই চট্টগ্রাম জেলার আনোয়ারা উপজেলার পাকা মসজিদ ঘাট, কক্সবাজার জেলার টেকনাফ উপজেলার শাহপুরী, ও কক্সবাজার সদর উপজেলার নুনিয়াপাড়া ল্যান্ডিং স্টেশন বা মৎস্য অবতরণ কেন্দ্র ।

অনুষ্ঠিত এফজিডির সংখ্যা ১০। এফজিডিতে নারী—পুরুষ, বিভিন্ন পেশার, নিরক্ষর থেকে শিক্ষিত এবং সকল বয়সের ব্যক্তিবর্গ উপস্থিতি ছিলেন। এ সকল এফজিডিতে মোট ১০০ জন অংশগ্রহণ করেন যার মধ্যে ৯৭ জন পুরুষ ও ৩ জন নারী। অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে ১০ জন আড়ৎদার, ১১ জন মৎস্য ব্যবসায়ী, ৩ জন মাছের আড়ৎ এর ম্যানেজার, ৪ জন ইঞ্জিনশ্রমিক, ১০ জন ট্রলারমালিক, ৯ জন ট্রলার চালক, মাঝি ১১ জন। প্রতিটি এফজিডিতে ন্যূনতম ৯ থেকে ১২ জন অংশগ্রহণ করেন।

বাস্তবায়িত এই প্রকল্প "বাংলাদেশ মেরিন ফিশারিজ ক্যাপাসিটি বিল্ডিং (৩য় সংশোধিত)" সম্বন্ধে এফজিডিতে অংশগ্রহণকারীগণের মধ্যে বেশিরভাগই অবগত। যদিও এই প্রকল্পের বেশিরভাগ কার্যক্রম সম্পর্কে অংশগ্রহণকারীদের ধারণা স্বল্প। প্রকল্পের কার্যক্রম বিষয়ে তাদের মনোভাব কি এমন প্রশ্নের জবাবে অধিকাংশ উত্তরদাতাই তেমন কোন সন্তোষজনক উত্তর দিতে পারেন নি।

দলীয় আলোচনায় অংশগ্রহণকারী উত্তরদাতারা বলেন যে, বর্তমানে তিন ধরনের জলযান সমুদ্রে মাছ ধরার জন্য ব্যবহৃত হয় (ক) ইন্ডাসট্রিয়াল ট্রলার-১০-১৫ দিন ব্যাপি গভীর সমূদ্রে (খ) যান্ত্রিক বোট (স্থানীয়ভাবে ট্রলার হিসাবে পরিচিত) -২-৫ দিন ও (গ) ছোট বোট – ১দিন ব্যাপি উপকূলে মাছ ধরে। যান্ত্রিক ও ছোট বোটে ধৃত মাছ বরফ সহকারে ককশিটের বাক্স, কোল্ড স্টোরেজ (বোটের জন্য তৈরি), ড্রামে বরফ দিয়ে সংরক্ষণ করা হয়। ইলিশ, চিংড়ি, ছুরি, পোয়া, লইট্টা, কাটা মাছ (ক্যাটফিস), ম্যাকারেল (ছোট আকারের), সামুদ্রিক চেলা ইত্যাদি মাছ আহরিত হয়। এর মধ্যে, ইলিশ ও পোয়া মাছ বেশি আহরিত হয়।

এফজিডিতে অংশগ্রহণকারী জেলে সদস্যদের মধ্যে ৫৫ থেকে ৭০ শতাংশ জেলে সমুদ্রের তিনটি স্তরের মাঝে মধ্য স্তরে বেশি মাছ ধরেন। এ ছাড়া উপকূলীয় এলাকায় অগভীর তলদেশে বরশি দিয়ে মাছ ধরেন ৩ থেকে ৫ শতাংশ জেলে। সবচেয়ে গভীর তলদেশে মাছ ধরার হার তুলনামূলকভাবে কম।

উত্তরদাতারা আরোও জানান যে, মৎস্যজীবীরা গত ১০ বছরের মধ্যে কোন নতুন প্রজাতির মাছের সন্ধান পাননি। প্রতি ট্রিপে মাছের প্রাপ্যতা পূর্বের তুলনায় অনেক কমে গিয়েছে। যে সকল পদ্ধতি অনুসরণ করে সামুদ্রিক মাছের পরিমাণ বৃদ্ধি করা যায় তাহলো ছোট ফাঁসের জাল, কারেন্ট জাল ও বেহন্দি জাল দিয়ে পোনা ও মা মাছ ধরা বন্ধ করা, সামুদ্রিক মৎস্য পরিবেশ আইন মানা এবং জেলেদের জন্য আপদকালীন সহযোগিতা বৃদ্ধি নিশ্চিত করা। যখন মৎস্য আহরণ বন্ধ থাকে সেই সময় যদি পর্যাপ্ত বিকল্প কাজের সুযোগ তৈরি করা যায় এবং সরকারের সহযোগিতা বাড়িয়ে মৎস্য আহরণের পরিমাণ বৃদ্ধি সম্ভব বলে অংশগ্রহণকারীরা মতামত ব্যক্ত করেছেন।

চিত্র-১: সমীক্ষায় অংশগ্রহণকারী উপকারভোগী উত্তরদাতাদের সাথে দলীয় আলোচনার স্থিরচিত্র

নানা ধরনের গৃহস্থ বর্জ্য, নদ ও উপকূল তীরবর্তী কল-কাখানার বর্জ্য, জাহাজ-ভাঙ্গা কার্যক্রমের ফলে সৃষ্ট বর্জ্য, কৃষি ফসলে মাত্রাতিরিক্ত রাসায়নিক সার ও কীটনাশকের ব্যবহারসহ নানা ধরণের কৃষি বর্জ্য – ইত্যাদির কারণে উপকূলীয় নদী ও সমুদ্রের পানির রাসায়নিক গুণাগুণ এমনভাবে দূষিত বা পরিবর্তিত হয়ে যাচ্ছে যা মাছের প্রজননের প্রতিকূলতার জন্য যথেষ্ট। এফজিডিতে অংশগ্রহণকারীদের বেশিরভাগই মৎস্য আহরণের পরিমাণ কমে গেছে বলে মত প্রকাশ করেছেন এবং এর অন্যতম প্রধান কারণ হিসাবে দূষণকে চিহ্নিত করেছেন।

এছাড়াও উপকূলীয় এলাকায় বাগদা চিংড়ি ও অন্য পোনা আহরণের সময় অন্যান্য প্রজাতির মৎস্য পোনা ধ্বংস হওয়ায় বাংলাদেশের মৎস্য বৈচিত্র্যের জন্য তা হুমকি হয়ে দেখা দিয়েছে। সমুদ্র সীমায় অপরিকাল্পিত ও অসম মৎস্য আহরণের ফলে ইতোমধ্যেই কিছু কিছু মাছ ও চিংড়ি প্রজাতির পরিমাণ একেবারেই কমে এসেছে।

মা ইলিশের প্রজনন নিরাপদ রাখার লক্ষ্যে ৪ অক্টোবর থেকে ২৫ অক্টোবর পর্যন্ত মোট ২২ দিন সারা দেশে ইলিশ ধরা বন্ধ থাকে। এছাড়া, ২০ মে মে থেকে ২৩ জুলাই পর্যন্ত মোট ৬৫ দিন বাংলাদেশের সামুদ্রিক জলসীমায় সব ধরনের মৎস্য আহরণ নিষিদ্ধ থাকে অথচ এ সময় সরকারের কাছ থেকে মৎসজীবিরা যথেস্ট সহযোগিতা পাননা বলে এফজিডিতে অংশগ্রহণকারীরা মত প্রকাশ করেছেন। এই প্রকল্পের আওতায় সামুদ্রিক ও উপকূলীয় জেলেদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়নের দিকটি উপেক্ষিত ছিল বলে এফজিডিতে অংশগ্রহণকারীগণ মত প্রকাশ করেছেন।

সুতাজাল, খুটিজাল, বেহন্দিজাল, টানাজাল, ভাসাজাল মাছ ধরার জন্যে ব্যবহার করা হয়। অন্যদিকে মাছ শিকারে ক্ষতিকর পদ্ধতি ব্যবহৃত হচ্ছে হরহামেশাই। সুক্ষ ফাঁসের কারেন্ট জালের ব্যবহার করে মাছ ধরা চলছে যা ঠিক নয় বলে জানিয়েছেন এফজিডিতে অংশগ্রহণকারীগণ।

৩.৫.১০ মুখ্য ব্যক্তিবর্গের নিকট হতে প্রাপ্ত তথ্যসমূহের বিশ্লেষণ

মুখ্য উত্তরদাতার কাছ থেকে থেকে প্রাপ্ত তথ্যদি বিশ্লেষণ :

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগের সেক্টর ৬ এর মাধ্যমে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের আওতায় মৎস্য অধিদপ্তরের কর্তৃক বাস্তবায়িত বাংলাদেশ মেরিন ফিশারিজ ক্যাপাসিটি বিল্ডিং (৩য় সংশোধিত) শীর্ষক সমাপ্ত প্রকল্পটির "প্রভাব মূল্যায়ন" কার্যক্রমের জন্য প্রকল্পের পরিচালকের সাক্ষাৎকার নেয়া হয়েছে। কেআইআইতে প্রকল্পের পরিকল্পনা এবং উদ্দেশ্য অনুসারে বাস্তবায়ন, অর্জন ও প্রধান প্রধান কর্মকান্ডসমূহের বর্তমান কার্যকারিতা , প্রকল্প ব্যস্থাপনা ও বাস্থবায়ন সংক্রান্ত খুঁটিনাটি বিষয়, প্রকেল্পের মালামাল ও সেবাসমূহের ক্রয় প্রক্রিয়া ও আর্থিক ব্যয়, এবং প্রকল্পের সবল ও দুর্বলদিকসমূহ, সুযোগ ও ঝুঁকি বিশ্লেষণ করা হয়। উপরন্ত প্রকল্পের ক্রয় সংক্রন্ত বিষয়, আইন ও বিধিমালা যথাক্রমে পিপিএ ২০০৬ এবং পিপিআর ২০০৮ অনুসরণ করা হয়েছে কি না, প্রকল্প বাস্তবায়নে কি কি প্রতিকূলতার সম্মূখীন হতে হয়েছে ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা হয়।

প্রকল্প পরিচালকের সাথে আলোচনায় তিনি নিমোক্ত বিষয়মূহের প্রতি আলোকপাত করেন:-

১. দেশের বিশাল সামুদ্রিক ও উপকূলীয় সম্পদের সঠিক পরিমাণ নিরুপণ, মৎস্য আহরণ ক্ষেত্র চিহ্নিতকরণ, মৎস্য সম্পদের সুষ্ঠু ও জৈবিক ব্যবস্থাপনা নিশ্চিতকরণ, অতি আহরণ বন্ধসহ জেলেদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন এবং কাঙ্খিত সহনীয় টেকসই উৎপাদন ও আহরণ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে এ প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়।

২. বাংলাদেশের সমুদ্রসীমার একান্ত অর্থনৈতিক অঞ্চলে সামুদ্রিক মৎস্য সম্পদের বিশাল সম্ভাবনা রয়েছে। সমুদ্রের এ সমস্ত সম্ভাবনার ব্যবহার এবং মাছ ধরার অঞ্চলসমূহকে সুনির্দিষ্টভাবে চিহ্নিত করতে না পারার কারণে বাণিজ্যিকভাবে মৎস্য আহরণ সঠিক মাত্রায় করা সম্ভব হচ্ছিল না।

৩. ইতোপূর্বে আমাদের সামুদ্রিক মৎস্য সম্পদের ওপর তেমন কোন পরিপূর্ণ সমীক্ষা পরিচালিত হয়নি। এর ফলে, জেলেরা মাছ আহরণের ক্ষেত্রে দক্ষ ও কৌশলী হয়ে উঠতে পারেনি – কোন কোন প্রজাতি অতিমাত্রায় এবং কিছু কিছু ক্ষেত্রে স্বল্প মাত্রায় সামুদ্রিক মৎস্য আহরিত হচ্ছিল। উপকূল ও সমুদ্র সীমার মাছ ধরার যান্ত্রিক/অযান্ত্রিক নৌকা, ট্রলার ইত্যাদির কোন সঠিক পরিসংখ্যান বা তাদের বিজ্ঞানভিত্তিক ব্যবস্থাপনাও চালু করা যায়নি। এ প্রকল্পের মাধ্যমে বিজ্ঞান ভিত্তিক সামুদ্রিক জরিপ ব্যবস্থাপনা গড়ে উঠে, যার ফলে সামুদ্রিক মৎস্য আহরণের পরিকল্পনা গড়ে ওঠে এবং গভীর সমূদ্রে ট্রলারের সংখ্যা বৃদ্ধি পায় এবং সমুদ্রে মৎস্য আহরণ ফিসিং জোনে নিয়ন্ত্রিত মাত্রায় করার দিক নির্দেশনা প্রদান করা সম্ভব হয়।

৪. প্রকল্পের মাধ্যমে MCS (Monitoring Control and Servillence) বাস্তবায়ন ও MSY (Maximum Sustainable Yield) পরিমান হালনাগাদকরণের মাধ্যমে সামুদ্রিক মৎস্য সম্পদের টেকসই ব্যবস্থাপনা পরিচালনার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয় যা বর্তমানে BSCMF (কোষ্টাল মেরিন ফিশারিজ) প্রকল্পের মাধ্যমে পরিচালিত হচ্ছে।

৫. প্রকল্পের একটি মূল উদ্দেশ্য ছিলো আর্টিসেনাল ফিশারিজ এর ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে মোহনা ও উপকূলীয় জলাশয়ের বর্তমান মজুদ ও সর্বোচ্চ সহনীয় আহরণের পরিমাণ নিরূপণ; সামুদ্রিক মৎস্য সম্পদের টেকসই ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে উপরের স্তর ও তলদেশের মৎস্য সম্পদের স্থিতি এবং সর্বোচ্চ মাত্রা নিরূপণ; বিভিন্ন ধরনের জাল ও নৌকার জরিপ পরিচালনা করা এবং এ সংক্রন্ত বিষয়ে তথ্য ব্যাংক প্রতিষ্ঠিত করা; সামুদ্রিক মৎস্য সম্পদের সুষ্ঠু সংরক্ষণ, ব্যবহার ও টেকসই ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে জেলেদের মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টি করা।

৬. সামূদ্রিক মৎস্য সেক্টরের জনবলের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য প্রকল্পটি বাস্তবায়নের প্রয়োজন ছিল। প্রকল্পের অঙ্গভিত্তিক মূল কার্যক্রম এর মাঝে— Vessel Tracking and Monitoring System (VTMS) চালুকরণ— যা মৎস্য নৌযানের গতিবিধি পর্যবেক্ষণের জন্য পরীক্ষামূলকভাবে চালু করা হয়। বর্তমানে স্যাটেলাইট জটিলতার কারণে এ কাযর্ক্রম বন্ধ রয়েছে, তবে অধিদপ্তরের নতুন চলমান প্রকল্পের (সাসটেইনেবল কোষ্টাল এন্ড মেরিন ফিশারিজ প্রকল্প) মাধ্যমে এ কার্যক্রম সঠিকভাবে পুনরায় চালু করার ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে।

৭. প্রকল্প থেকে বিভিন্ন ধরনের জরিপ কার্যক্রম পরিচালিত হয়েছিল। ল্যান্ড বেসড সার্ভে এবং ভেসেল বেসড সার্ভে বর্তমান চলমান রয়েছে। মৎস অধিদপ্তর কতৃর্ক উপকূলীয় ও সামূদ্রিক মৎস্যযান সংখ্যা ও তথ্যাদি হালনাগাদকরণ ও নিবন্ধন চলমান রয়েছে।

৮. প্রকল্প পরিচালকের দপ্তরে মাত্র ১টি স্পীট বোট সরবারাহ করা হয়। বর্তমানে স্পীট বোটটি MCS বাস্তবায়ন কাজে ব্যবহার করা হয়। এর রক্ষণাবেক্ষণ ও পরিচালনরে জন্য রাজস্ব বাজেটে আওতায় নেয়া হয়েছে। তবে স্পীড বোটটি পুরাতন হওয়ায় বারাদ্দকৃত অর্থ দ্বারা তা সঠিকভাবে পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ করা সম্ভব হচ্ছে না।

৯. বর্তমানে জলযান, যানবাহন ও গবেষণাজাহাজ সঠিকভাবে পরিচালনার জন্য দক্ষ জনবল ও পর্যাপ্ত অর্থের প্রয়োজন রয়েছে। জাল, নৌকা জরিপ ও তথ্য ব্যাংকের কোনো অংশই সামুদ্রিক অধিদপ্তর হতে করা হয়নি, এ সমস্ত তথ্যাদি প্রতিবেদনের মাধ্যমে মাঠ পর্যায় থেকে সংগৃহীত হয়েছে। এ সকল তথ্যাদি নতুন প্রকল্পের BSCMF (কোষ্টাল মেরিন ফিশারিজ) মাধ্যমে হালনাগাদ করা হয়েছে।

১০. প্রকল্প পরিচালকের মতে সমস্ত ডাটা ওয়েভ-বেজড ও আধুনিক পদ্ধতিতে সংগ্রহ ও সংরক্ষণ করা প্রয়োজন এবং তা যেন সহজে ব্যবহার করা যায় সেরুপ ব্যবহার বান্ধব হতে হবে। জেলেদের সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য বুকলেট, লিফলেট ও মৎস্য আহরণ ও সামুদ্রিক মৎস্য ক্যালেন্ডার বিতরণ করা হয়েছিল। এই প্রকল্প থেকে বেশ কিছু জনসচেতনামূলক কার্যক্রম গৃহীত হয়েছিল। বর্তমানে “সাসটেইনেবল কোষ্টাল এন্ড মেরিন ফিশারিজ প্রকল্প”-এ উক্ত কার্যক্রম চালু রেখেছে।

১১. সামুদ্রিক মাছের আহরণের পরিমাণ বৃদ্ধি করতে হলে (ক) নেট জাল দিয়ে মাছের পোনা ধরা বন্ধ করতে হবে, (খ) সামুদ্রিক মৎস্য রক্ষা ও সংরক্ষনের জন্য পরিবেশ ও সামুদ্রিক মৎস্য আইন যথাযথভাবে মেনে চলা (গ) জেলেদের আপদকালীন সহযোগিতা বৃদ্ধি ও নিশ্চিত করা (ঘ) জেলেদের সচেতনতা সৃষ্টি বৃদ্ধিকরণ কার্যক্রম এ প্রকল্পে যথেষ্ট ছিল না, এরুপ কার্যক্রম রাজস্ব খাত থেকে নিয়মিত পরিচালিত হওয়া প্রয়োজন, (ঙ) মৎস্য অধিদপ্তরের সামুদ্রিক দপ্তরের শুন্যপদ পুরণসহ নতুন লোকবল নিয়োগ প্রদান করা প্রয়োজন।

১২. প্রকল্প পরিচালকের দপ্তর থেকে সরকারে কতৃর্ক ৬৬ দিন ও ২২ দিন মৎস ধরা নিষিদ্ধ – সে সময় খাদ্য সহায়তা প্রদান করা হয়। যখন মৎস্য আহরণ বন্ধ থাকে সে সময় জেলে ও জেলে পরিবারের সদস্যদের জন্য পর্যাপ্ত বিকল্প কাজের সুযোগ তৈরি করা হলে এবং সরকারের সহযোগিতা বৃদ্ধি করা গেলে মৎস্য আহরণের পরিমাণ বৃদ্ধি সম্ভব বলে প্রকল্প পরিচালক মতামত ব্যক্ত করেছেন।

১৩. প্রকল্পটির শেষ হলেও গবেষণা কাজের জন্য যে ব্যবস্থাপনা রাখা হয়েছিল তা মৎস্য অধিদপ্তর এখনো ব্যবহার করছেন। প্রকল্প পরিচালক আরোও জানান যে, প্রকল্প সমাপ্তের পর মৎস্য অধিদপ্তরের অনেক লোকবল অবসর গ্রহণ ও না থাকার কারণে ক্রয়কৃত জাহাজটি বর্তমানে নৌ-বাহিনী ও মৎস্য অধিদপ্তরের অস্থায়ী লোকবল দ্বারা পরিচালিত হচ্ছে। প্রকল্প পরিচালক বলেন যে, সকল প্রকার গবেষণা ও জরিপ কাজে স্থায়ী প্রশিক্ষিত জনবল নিয়োগ ও এ সংক্রন্ত কাজের বাজেট বরাদ্দ বৃদ্ধি করা প্রয়োজন।

১৪. গবেষণা জাহাজ ক্রয়ে দীর্ঘসূত্রিতা এবং ঋণ ও কারিগরী সহায়তা সঠিক সময়ে না পাওয়ায় প্রকল্পের মেয়াদ বার বার বৃদ্ধি করতে হয়েছে। তবে এ প্রকল্প থেকে জাহাজের মাধম্যে পরিচালিত জরিপ কার্যক্রমে বিশ্ববিদ্যালয়, বিএফআরআই ও এফএও সম্পৃক্ত ছিলো যা বর্তমানেও চলমান। জরীপের ফলাফল ও তথ্যদি ইতোমধ্য সরকার কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে।

চিত্র: প্রভাব মূল্যায়ন সমীক্ষার আওতায় সম্পন্নকৃত প্রকল্পের মুখ্য ব্যক্তিবর্গের সাথে কেআইআই

৩.৫.১১ স্থানীয় কর্মশালা থেকে প্রাপ্ত তথ্যের বিশ্লেষণ

স্থানীয় পর্যায়ের কর্মশালাটির স্থান নির্ধারণের জন্য প্রকল্প এলাকার উপর স্টাডি করে বিভিন্ন নির্দেশক যেমন প্রকল্প এলাকার কাজের পরিধি অথবা সুবিধাভোগীদের সংখ্যা বেশি প্রভৃতি বিষয় বিবেচনাপূর্বক চট্টগ্রাম জেলায় কর্মশালার স্থান হিসেবে নির্বাচন করা হয়েছিল। আইএমইডি-এর কর্মকর্তাদের সাথে আলোচনা সাপেক্ষে কর্মশালার স্থান চূড়ান্তকরণ করা হয়েছিল। ষ্টেকহোল্ডারদের মধ্যে কর্মশালায় উপস্থিত ছিলেন প্রকল্প এলাকায় বসবাসকারী সব ধরনের উপকারভোগী জনগণ (মহিলা ও পুরুষ) যেমন স্থানীয় নেতৃবৃন্দ, শিক্ষক, ছাত্র, সামাজিক প্রতিনিধি ইত্যাদিসহ সংশ্লিষ্ট উপজেলা পর্যায়ে কর্মকর্তাগণ। ষ্টেকহোল্ডারদের সাথে যেসব বিষয়বস্তু নিয়ে আলোচনা হয় সেগুলো নিম্নরূপ:

মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের আওতায় মৎস্য অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়িত বাংলাদেশ মেরিন ফিশারিজ ক্যাপাসিটি বিল্ডিং (৩য় সংশোধিত) শীর্ষক সমাপ্ত প্রকল্পটির প্রভাব মূল্যায়ন কার্যক্রমের অংশ হিসাবে বিগত ৯-০৪-২০২২ তারিখে চট্টগ্রামস্থ জেলা মৎস্য কর্মকর্তার সভা কক্ষে আঞ্চলিক কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়।

কর্মশালার অংশগ্রহণকারী

৩০ জন অংশগ্রহণকারী কর্মশালায় অংশগ্রহন করেন। অংশগ্রহণকারীদের মাঝে সামুদ্রিক মৎস্য দপ্তরের ৫ জন, জেলা ও উপজেলা মৎস্য দপ্তরের ৮ জন, সাসটেইনেবল কোষ্টাল এন্ড মেরিন ফিশারিজ প্রকল্প থেকে ৩ জন, সামুদ্রিক ট্রলার মালিক সমিতির প্রতিনিধি ২ জন, বোট মালিক সমিতির প্রতিনিধি ২ জন ও সামুদ্রিক মৎস্য ব্যবসায়ি সমিতির ৩ জন প্রতিনিধি সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন।

চিত্র: চট্টগ্রাম জেলার মিরসরাই উপজেলায় অনুষ্ঠিত স্থানীয় পর্যায়ের কর্মশালার স্থিরচিত্র

কর্মশালার কার্যবিবরণী

কর্মশালায় জনাব মু: শুকুর আলী, মহাপরিচালক (যুগ্মসচিব), পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সেক্টর-৬, বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ (আইএমডি), পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়, প্রধান অতিথি ও ড. মো: শরীফউদ্দিন, পরিচালক (সামূদ্রিক) ও প্রাক্তন প্রকল্প পরিচালক, "বাংলাদেশ মেরিন ফিশারিজ ক্যাপাসিটি বিল্ডিং (৩য় সংশোধিত) প্রকল্প, সভাপতি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন। বিশেষ অতিথি হিসাবে ড. মো: আব্দুর রউফ, উপ-পরিচালক, সামুদ্রিক মৎস্য দপ্তর , চট্রগ্রাম, ফরহানা লাভলী, জেলা মৎস্য কর্মকর্তা, চট্রগ্রাম, জনাব, অধির চন্দ্র দাস, সহকারী পরিচালক, সাসটেইনেবল কোষ্টাল এন্ড মেরিন ফিশারিজ প্রকল্প, চট্রগ্রাম উপস্থিত ছিলেন।

পবিত্র কোরআন থেকে তেলোয়াতের মাধ্যমে কর্মশালার কার্যক্রম শুরু করা হয়। কর্মশালায় ড. হাবিবুর রহমান খোন্দকার, দল নেতা, প্রকল্পের মূল্যায়ন টিম, কর্মশালার আলোচ্য বিষয়াদি উপস্থাপন করেন।

কর্মশালায় ক) প্রকল্পের ধারনা, পরিকল্পনা ও উদ্দেশ্য খ) প্রকল্পের অংগ ভিত্তিক কার্যক্রম গ) জাহাজ, জলযান ও যানবাহন পরিচালনা ও রক্ষনাবেক্ষণ ঘ) জাল ও নৌকার জরিপ ও তথ্য ব্যংক ঙ) জেলেদের সচেতনতা সৃষ্টি করা চ) সামূদ্রিক দূষণ রোধ ও পরিবেশগত নিরুপন ছ) সামুদ্রিক মৎস্য সম্পদ আহরণ নিয়ন্ত্রন জ) নৌযানের গতিবিধি পর্যবেক্ষণের জন্য VTMS মনিটরিং ও সামুদ্রিক মৎস্য সেক্টরের জনবল বিষয়ে আলোকপাত ও আলোচনা করা হয়। অংশগ্রহনকারীগণ প্রায় সকলে আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন এবং প্রকেল্পে তাদের অংগ্রহণ, অভিজ্ঞতা ও এর কার্যক্রম বিষয়ে বিশদ আলোচনা শেষে নিমোক্ত সিদ্ধান্তসমূহ গৃহীত হয়।

কর্মশালায় গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহ

ক) বাংলাদেশ মেরিন ফিশারিজ ক্যাপাসিটি বিল্ডিং (৩য় সংশোধিত) শীর্ষক সমাপ্ত প্রকল্পটির উদ্দেশ্যসমূহ সামুদ্রিক মৎস্যে উন্নয়নের জন্য উপযোগী ছিলো তবে অনেক কার্যক্রম বাস্তবায়িত হয় নাই এবং কার্যক্রম টেকসই করার উদ্যোগ অপর্যাপ্ত ।

খ) সমাপ্ত প্রকল্পের কার্যক্রম টেকসই করার জন্য অসমাপ্ত ও অর্ধসমাপ্ত কাজ সমূহ মৎস্য অধিদপ্তর বর্তমানে বাস্তবায়নাধীন সাসটেনেবল কোষ্টাল এন্ড মেরিন ফিসারিজ প্রকল্প থেকে সমাপ্ত ও টেকসই করার ব্যবস্থা নিতে পারেন।

গ) সামুদ্রিক মৎস্য দপ্তর ও সমুদ্রিক মৎস্য জরিপ ইউনিটে লোকবলের স্বল্পতা রয়েছে, শুন্য পদে লোক পদায়ন বা নিয়োগ করতে হবে। সামুদ্রিক মৎস্য ব্যবস্থাপনা ও সংরক্ষনের বিষয়কে প্রধান্য দিয়ে এর অবকাঠামো ও লোকবল বৃদ্বি করতে হবে।

ঘ) উপকুলে অনিয়ন্ত্রিতভাবে মৎস্য আহরিত হচ্ছে এবং অবৈধ জাল ও মাছধরার ফাঁদ ব্যবহার বন্ধ করতে হবে।

ঙ) জাহাজ ভাঙ্গা, জাহাজ থেকে বর্জ্য নিক্ষেপ, কলখারখানার বর্জ্য এবং শহরের বর্জ্য পানিতে ফেলার কারণে সমূদ্রে দূষণ সৃষ্টি হচ্ছে। পরিবেশ অধিদপ্তর, মৎস্য অধিদপ্তর ও স্থানীয় প্রশাসন সমূদ্র দূষণ রোধে যৌথভাবে উপযুক্ত কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে। দেশের সকল উপকূলীয় এলাকায় এ কার্যক্রম চালু করতে হবে।

চ) সামূদ্রিক মৎস্য জরিপ ইউনিটকে আরো উপযোগী হতে হবে। গবেষণার ক্ষেত্র আরো বৃদ্ধি করতে হবে। সমূদ্র গবেষণায় বাংলাদেশের প্রতিবেশী দেশ সমূহ যৌথভাবে গবেষণা ও মৎস্য সংরক্ষণের উদ্যেগ গ্রহণ করতে পারেন।

ছ) সামুদ্রিক মৎস্য সংরক্ষণ আইন, অভ্যন্তরীন মৎস্য সংরক্ষণ আইন ও ইলিশ সংরক্ষণ আইনের সংশোধন ও সমন্বয় করা প্রয়োজন।

জ) জেলেদের নিয়মিত মৎস্য সংরক্ষণ, সামুদ্রিক মাছ পরিচিতি ও এর জীবন, জীব ও জৈব নিরাপত্তা, প্রকৃতি এবং দূষন ও দূষণ রোধে করনীয়, সামাজিক বিষয়, জাল ও জলযান ব্যবহার ও প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে। জেলে, মৎস্য নৌযান, ট্রলার অপারেটরদের জন্য কারিগরী প্রশিক্ষণের এর জন্য প্রশিক্ষণ কেন্দ্র চালু করতে হবে।

৩.৫.১২ প্রকল্প বাস্তবায়নে বিলম্বিত হওয়ার কারণ বিশ্লেষণ

১. ২০০৬ সালে বাংলাদেশ সরকার এবং আইডিবির মধ্য প্রকল্প বাস্তবায়ন সংক্রন্ত চুক্তি সম্পদিত হলেও তৃতীয় পক্ষ মালয়েশিয়া সরকারের সাথে ২০১০ সালে ত্রিপক্ষীয় চুক্তি স্বক্ষরিত হবার কারণে প্রকল্প বাস্তবায়নে বিলম্ব ঘটে।

২. প্রকল্পের আরডিপিপি মোট ৩ বার পরিবর্তিত হয় এবং সাথে এর ব্যয়ও বৃদ্বি পায়; যা প্রকল্প বাস্তবায়নে বিলম্ব ঘটায় বলে মনে হয়।

৩. অভিষ্ট সময়ে গবেষণা জাহাজ হস্তান্তর না হওয়া প্রকল্পের পরিকল্পিত জরিপ বাঁধাগ্রস্ত হয়।

৪. প্রথমে প্রকল্পে জনবল নিয়োগের বিধি না থাকায় এবং নতুন কর্ম এলাকা অন্তর্ভুক্ত করায় প্রকল্প বাস্তবায়নে বিলম্ব ঘটে।

৫. মৎস্য অধিদপ্তর থেকে ডেপুটেশনে প্রকল্পে নিয়োগকৃত লোকবলের অনেকে পদোন্নতি পেয়ে অন্যত্র বদলি হয়ে চলে যান এবং বেশ কয়েকজন কর্মকর্তা ও কর্মচারীর অবসর গ্রহণের ফলে প্রকল্প বাস্তবায়নের গতি মন্থর হয়ে পরে।

৬. প্রকল্প শেষ হবার ৩ বছর পূর্বে ১ম প্রকল্প পরিচালক অবসর গ্রহণ করেন এবং নতুন ২য় প্রকল্প পরিচালক দায়িত্ব গ্রহন করেন; ফলে প্রকল্পটি বাস্তবায়নে পরোক্ষভাবে বিলম্ব ঘটে।

৭. ন্যাশনাল পরামর্শক নিয়োগে বিলম্ব ঘটা এবং আর্ন্তজাতিক পরামর্শক ৩৪ মাসের স্থলে মাত্র ১ মাস কাজ করার ফলে প্রকল্পের অনেক কাজ বিলম্বিত হয়েছে এবং অসম্পুর্ন রয়েছে বলে অনুমিত হয়েছে।

৮. গবেষণা জাহাজ ক্রয়ের পদ্বতি নির্ধারণে সিদ্ধান্তহীনতা/পরিবর্তন এবং জাহাজ ক্রয়ে বিলম্ব হওয়ায় জরিপ কাজ পরিকল্পনা অনুযায়ি সঠিক সময়ে ও সঠিক ভাবে করা যায় নাই।

৩.৫.১৩ প্রকল্পের BCR ও IRR অর্জন, পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ

ক্রমিক নং	উপাদান	লক্ষমাত্রা (আরডিপিপি)	অর্জন
০১.	প্রকল্পের উপকার ও খরচের অনুপাত (BCR) ক. আর্থিক খ. অর্থনৈতিক	২.২১	এটি একটি পরিষেবা খাতের প্রকল্প। তাই এই প্রকল্পের সুবিধাসমূহ অর্থের মাপকাঠিতে পরিমাপ করা সম্ভব হয়নি।
০২.	প্রকল্পের IRR বিশ্লেষণ ক. আর্থিক খ. অর্থনৈতিক	৫৬.৯%	

৩.৫.১৪ সামুদ্রিক মৎস্য আহরণের পরিমাণ: প্রকল্প অফিস থেকে প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, প্রকল্পটি বাস্তবায়নের ফলে সমুদ্রে মোট মৎস্য আহরণের পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছে। তবে ট্রলার ও আরটিসেনাল নৌকার সংখ্যা পূর্বের তুলনায় বৃদ্ধি পাওয়ায় নৌকা প্রতি মাছ ধরার পরিমাণ হ্রাস পেয়েছে।

সমুদ্রে মাছ ধরার কাজে ব্যবহৃত নৌকার ধরণ	আহরণকৃত সামুদ্রিক মৎস্য সম্পদের পরিমাণ	
	প্রকল্প বাস্তবায়নের শুরুতে ২০০৮-০৯ অর্থ-বছর	প্রকল্প বাস্তবায়নের শেষে ২০১৭-১৮ অর্থ-বছর
ট্রলার	৩৫,৪২৯ মে. টন	১২০০৮৭ মে. টন
আরটিসেনাল	৪,৭৯,২১৫ মে. টন	৫,৩৪,৬০০ মে. টন
সর্বমোট	৫,১৪,৬৪৪ মে. টন	৬,৫৪,৬৮৭ মে. টন

পূর্বে জরিপকৃত মজুদের চেয়ে বর্তমান জরিপে সামুদ্রিক মাছের উৎপাদন ও নৌ-যান নিম্নের ছকনুযায়ী বৃদ্ধি পেয়েছে:

প্রকার/দ্রব্য	বছর		
	২০০৪-০৫	২০১০-১১	২০১৭-১৮
ইন্ডাসট্রিয়াল ট্রলার দ্বারা ধৃত মাছ (পরিমান: মে.টন)	৩৪,১১৪	৪১৬৬৫	১২০০৮৭
আর্টিসানাল ফিশিং বোট দ্বারা ধৃত মাছ (পরিমান: মে.টন)	৪,৪০,৪৮৩	৫০৪৬৬৮	৫৩৪৬০০
ট্রলারের সংখ্যা (টি)	৮০	১৪১	২৫৫
আর্টিসানাল ফিশিং বোট সংখ্যা (টি)	৪৩৯৬০	তথ্য নাই	৬৭৬৬৯

সূত্র: FRSS, National Fish Week & Compendium DoF

৩.৫.১৪ প্রকল্পের প্রভাবসমূহ

প্রকল্প সমাপ্তি প্রতিবেদন অনুযায়ী প্রভাব	সমীক্ষা থেকে প্রাপ্ত ফলাফল
গবেষণা জাহাজ ক্রয় ছিল প্রকল্পের প্রধান কার্যক্রম। গবেষণা জাহাজ "আরভি মীন সন্ধানী" বাংলাদেশে পৌঁছায় জুন ২০১৬ এর মাঝামাঝি এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর একটি ভিডিও উদ্বোধনী অধিবেশনের পর ডিসেম্বর ২০১৬ এ জরিপ কার্যক্রম শুরু করে।	গবেষণা জাহাজ ক্রয় ছিল প্রকল্পের প্রধান কার্যক্রম। গবেষণা জাহাজ "আরভি মীন সন্ধানী" বাংলাদেশে পৌঁছায় জুন ২০১৬ এর মাঝামাঝি এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর একটি ভিডিও উদ্বোধনী অধিবেশনের পর ডিসেম্বর ২০১৬ এ জরিপ কার্যক্রম শুরু করে।
উক্ত জাহাজের সহায়তায় সমুদ্রে উপরের স্তর ও তলদেশের মৎস্য সম্পদের স্থিতি এবং সর্বোচ্চ মাত্রা নিরূপণ সম্ভব হচ্ছে। জরিপে ৪৫৭ জাতের সামুদ্রিক প্রাণির সন্ধান পাওয়া যায়। তন্মধ্যে ৩৯৪ জাতের মাছ ও হাঙ্গার, ৪৯ জাতের চিংড়ি ও কাঁকড়া এবং ১৪ জাতের গ্যাসট্রোপোডা রয়েছে।	প্রকল্পের আওতায় সম্পন্নকৃত জরিপ প্রতিবেদন অনুযায়ী সামুদ্রিক জরিপ পরিচালনায় ৪৫৭ প্রজাতির সামুদ্রিক প্রাণীর উপস্থিতি পাওয়া যায়। তন্মধ্যে ৩৯৪ প্রজাতির মাছ ও হাঙ্গার, ৪৯ প্রজাতির চিংড়ি ও কাঁকড়া এবং ১৪ প্রজাতির গ্যাসট্রোপোড (উদরপদ/শামুক জাতীয় প্রানি) রয়েছে।
প্রকল্পের মাধ্যমে উপকূলীয় নদ-নদী ও সমুদ্রে জাল ও নৌকার জরিপ পরিচালনা করা হয়। বিভিন্ন প্রকারের মোট ১,৯৫,৩৫৩ টি মাছ ধরার যন্ত্র সনাক্ত করা হয়। মোট ৬৮, ১৯২টি মাছ ধরার নৌকার (৩৩,৩৪১টি ইঞ্জিন চালিত ও ৩৪,৮৫১টি হস্তচালিত) সন্ধান পাওয়া যায়।	প্রকল্পটি বাস্তবায়ন কালে বিভিন্ন প্রকারের মোট ১,৯৫,৩৫৩ টি মাছ ধরার জাল/সরঞ্জাম সনাক্ত করা হয়েছে। মোট ৬৮,১৯২টি মাছ ধরার বোট/নৌকার (৩৩,৩৪১টি ইঞ্জিন চালিত ও ৩৪,৮৫১টি ইঞ্জিনবিহীন) এবং ২৮৫টি ট্রলারের সন্ধান পাওয়া যায়
সামুদ্রিক মৎস্য সম্পদের সংরক্ষণ, সুষ্ঠু ব্যবহার ও টেকসই ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে জেলেদের ও মানুষের মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টি করার লক্ষ্যে প্রচারণা ও কর্মশালার আয়োজন করা হয়।	সামুদ্রিক মৎস্য সম্পদের সংরক্ষণ, সুষ্ঠু ব্যবহার ও টেকসই ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে জেলেদের ও মানুষের মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টি করার লক্ষ্যে প্রচারণা ও কর্মশালার আয়োজন করা হয়। তবে এ ব্যাপারে প্রচারণার অভাব ছিল।
মনিটরিং, কন্ট্রোল অ্যান্ড সার্ভিল্যান্স (MCS) হল সামুদ্রিক ও উপকূলীয় সম্পদের তত্ত্বাবধান ও ব্যবস্থাপনার অন্যতম প্রধান হাতিয়ার। এ জন্য ১৩৩টি ইন্ডাস্ট্রিয়াল ফিশিং ট্রলারে ভিটিএমএস যন্ত্রপাতি লাগানো হয়েছে।	Vessel Tracking Monitoring System (VTMS) টি প্রকল্প চলাকালীন সময়ে স্যাটেলাইটজনিত সমস্যার কারনে চালু করা যায় নাই। প্রকল্প পরিচালক জানান যে “সাসটেনেবল কোষ্টাল এন্ড মেরিন প্রকল্প “ থেকে VTMS স্থাপনের ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে এবং ইতিমধ্য যন্ত্রপাতিসহ VTMS চালুকরণের বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন।
বিভিন্ন উৎসের মাধ্যমে দূষণের ফলে সামুদ্রিক মৎস্য সম্পদের উপর পরিবেশগত প্রভাব নিরূপণ করা।	উক্ত উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য প্রকল্পে কোন ধরণের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়নি।

৩.৬ প্রকল্পের আওতায় গৃহীত বিভিন্ন কার্যক্রমের বর্তমান কার্যকর অবস্থা

ক্রম	ক্রয়ের বর্ণনা	পরিমাণ	বর্তমান অবস্থা	মন্তব্য
১	মটর-সাইকেল	৩৯ টি	প্রকল্প হতে বাংলাদেশের উপকূলীয় সকল ৩৯ টি উপজেলায় মোটরসাইকেল বরাদ্দ প্রদান করা হয়। প্রকল্প চলাকালীন সময়ে প্রকল্পভুক্ত কার্যক্রমসহ দাপ্তরিক বিভিন্ন কাজ পরিচালনা ও পরিদর্শন কাজে বরাদ্দকৃত মোটরসাইকেলসমূহ ব্যবহৃত হতো। প্রকল্প শেষে উক্ত মোটরসাইকেলসমূহ রাজস্ব খাতসহ বিভিন্ন দাপ্তরিক কাজ পরিচালনা ও পরিদর্শন কাজে ব্যবহৃত হচ্ছে।	মোটরসাইকেলসমূহের বয়স ১৪ বছর হওয়ায় সার্বিক রক্ষণাবেক্ষণ অনেক ব্যয়সাধ্য বলে জানানো হয় (২০০৮ সন থেকে ব্যহৃত হচ্ছে। রাজস্ব ও নুতন প্রকল্প থেকে ব্যয় মেটানো হচ্ছে।
২	সমীক্ষা জাহাজ	১ টি	প্রকল্প চলাকালীন সময়ে প্রকল্প এর মাধ্যমে বঙ্গোপসাগরে আর ভি মীন সন্ধানীর মাধ্যমে ভেসেল বেজড গবেষণা পরিচালিত হতো। প্রকল্প শেষে উক্ত গবেষণা জাহাজ আর ভি মীন সন্ধানী মৎস্য অধিদপ্তরাধীন সামুদ্রিক মৎস্য জরিপ ব্যবস্থাপনা ইউনিট, চট্টগ্রাম হস্তান্তর করা হয়। বর্তমানে মৎস্য অধিদপ্তরাধীন সাসটেইনেবল কোস্টাল অ্যান্ড মেরিন ফিশারিজ প্রজেক্ট এর অর্থায়নে নিয়মিতভাবে বঙ্গোপসাগরে আর ভি মীন সন্ধানীর মাধ্যমে ভেসেল বেজড গবেষণা পরিচালিত হচ্ছে।	সামুদ্রিক জরিপ (Biological and Ecological) এর জন্য ১টি গবেষণা জাহাজ অপ্রতুল
৩	স্পিড বোর্ড	১০ টি	প্রকল্প হতে বাংলাদেশের উপকূলীয় ১০ টি জেলায় স্পীডবোট বরাদ্দ প্রদান করা হয়। প্রকল্প চলাকালীন সময়ে প্রকল্পভুক্ত কার্যক্রমসহ দাপ্তরিক বিভিন্ন কাজ পরিচালনা ও পরিদর্শন কাজে বরাদ্দকৃত স্পীডবোট সমূহ ব্যবহৃত হয়েছে। প্রকল্প শেষে উক্ত স্পীডবোট সমূহ মৎস্য সংরক্ষণ ও পরিদর্শন কাজে ব্যবহৃত হচ্ছে।	স্পীডবোট চালনার জন্য কোন স্থায়ী স্পীডবোট ড্রাইভার না থাকায় এবং স্পীডবোট সমূহের বয়স প্রায় ১০ বছর হওয়ায় ইদানিং সার্বিক রক্ষণাবেক্ষণ ব্যয় বৃদ্ধি পেয়েছে। কোষ্টাল মেরিন প্রকল্প ও রাজস্ব খাত থেকে স্পীড বোর্ড চালু রাখার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।
৪	Digester Recovery Site along with Networking	১	প্রকল্প হতে মৎস্য ভবন, মৎস্য অধিদপ্তর এর সার্ভার রুমে Digester Recovery Site along with Networking স্থাপন করা হয়। প্রকল্প মেয়াদ শেষে উক্ত Digester Recovery Site along with Networking কার্যক্রমটি চলমান রয়েছে।	রাজস্বভুক্ত লোকবল দ্বারা পরিচালিত হচ্ছে।
৫	বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি ক্রয়	৩	প্রকল্প এর মাধ্যমে বঙ্গোপসাগরে আর ভি মীন সন্ধানীর মাধ্যমে ভেসেল বেজড গবেষণা যথাযথভাবে পরিচালনা করার নিমিত্ত নেট রেকডার মনিটর, সায়েন্টিফিক ইকোসাউন্ডার ও ওলেক্স ট্রাক প্লটার স্থাপন করা হয় যা সচল রয়েছে।	বর্তমানে মৎস্য অধিদপ্তরাধীন সাসটেইনেবল কোস্টাল অ্যান্ড মেরিন ফিশারিজ প্রজেক্ট এর অর্থায়নে নিয়মিতভাবে বঙ্গোপসাগরে আর ভি মীন সন্ধানীর মাধ্যমে ভেসেল বেজড গবেষণা পরিচালিত হচ্ছে।
৬	Purchase of Hall Sonar for	১ সেট	আর ভি মীন সন্ধানীর মাধ্যমে ভেসেল বেজড গবেষণা যথাযথভাবে পরিচালনা করার জন্য হাল সোনার স্থাপন করা হয় যা বর্তমানে সচল রয়েছে।	বর্তমানে সাসটেইনেবল কোস্টাল অ্যান্ড মেরিন ফিশারিজ প্রজেক্ট এর

ক্রম	ক্রয়ের বর্ণনা	পরিমাণ	বর্তমান অবস্থা	মন্তব্য
	Research Vessel			অর্থায়নে নিয়মিতভাবে বঙ্গোপসাগরে আর ভি মীন সন্ধানীর মাধ্যমে ভেসেল বেজড গবেষণা পরিচালিত হচ্ছে।
৭	ট্রল নেট, ওয়াটার বোট এবং অন্যান্য	১২ সেট	প্রকল্প এর মাধ্যমে বঙ্গোপসাগরে আর ভি মীন সন্ধানীর মাধ্যমে ভেসেল বেজড গবেষণা যথাযথভাবে পরিচালনা করার নিমিত্ত সার্ভে নেট, অটার বোর্ডসহ বিভিন্ন মৎস্য আহরণ সরঞ্জাম সংগ্রহ করা হয় যা এখন ব্যবহৃত হচ্ছে।	সাসটেইনেবল কোস্টাল অ্যান্ড মেরিন ফিশারিজ প্রজেক্ট এর অর্থায়নে নিয়মিতভাবে এর মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ করা হচ্ছে। বঙ্গোপসাগরে আর ভি মীন সন্ধানীর মাধ্যমে ভেসেল বেজড গবেষণা পরিচালিত হচ্ছে।
৮	স্যাটেলাইট	১ সেট	বঙ্গোপসাগরে মৎস্য আহরণে নিয়োজিত বাণিজ্যিক ট্রলারসমূহকে মনিটরিং, কন্ট্রোল এবং সার্ভেল্যান্স কার্যক্রমের আওতায় দেশের বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট-১ মাধ্যমে নৌযানের গতিবিধি নিয়ন্ত্রণের নিমিত্ত স্যাটেলাইট সিগন্যাল সংগ্রহের একটি চুক্তি সম্পাদিত হয়। কিন্তু মূল কার্যক্রম পরিচালনার সময় দেখা যায় বিদ্যমান ডিভাইসের সাথে বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট-১ এর সিগন্যালিং পদ্ধতি compatible নয়। বর্তমানে কার্যক্রম বন্ধ রয়েছে।	পরবর্তীতে মৎস্য অধিদপ্তরাধীন সাসটেইনেবল কোস্টাল অ্যান্ড মেরিন ফিশারিজ প্রজেক্ট এর মাধ্যমে স্থাপিত ডিভাইসের মাধ্যমে উক্ত পরিসেবা গ্রহণের কাজ প্রক্রিয়াধীন।

প্রকল্পের আওতায় সম্পন্নকৃত বিভিন্ন কার্যক্রমের চিত্র

চিত্র: প্রকল্পের আওতায় ক্রয়কৃত স্পিড বোটের বর্তমান কার্যকর অবস্থা

চিত্র: প্রকল্পের আওতায় বাস্তবায়িত গভীর সমুদ্রে জাহাজে জরিপ ও গবেষণা কার্যক্রম

চিত্র: প্রকল্প থেকে সামুদ্রিক জরিপ পরিচালনায় ৪৫৭ প্রজাতির সামুদ্রিক প্রাণীর উপস্থিতি পাওয়া যায়।

চিত্র: প্রকল্পের আওতায় সম্পন্নকৃত ল্যান্ডবেজড জরিপ ও গবেষণা কার্যক্রম

চিত্র: প্রকল্পের আওতায় ক্রয়কৃত গবেষণা ও জরিপ জাহাজ "আর ভি মীন সন্ধানী"

৩.৭ প্রকল্পের Exit Plan বিশ্লেষণ

প্রকল্প সমাপ্তির পর সৃষ্ট সুবিধাদি টেকসই (sustainable) হয়েছে কিনা সে বিষয়ে পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ এবং সুবিধাদি টেকসই করার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় দিকনির্দেশনা।

বাংলাদেশ মেরিন ফিশারিজ ক্যাপাসিটি বিল্ডিং প্রকল্প (৩য় সংশোধিত) প্রকল্প থেকে অবকঠামো নির্মাণ ও উন্নয়ন, যন্ত্রপাতি ও যানবাহন ক্রয়, গবেষণার জন্য সামুদ্রিক জাহাজ ক্রয় , মৎস্য অধিদপ্তরের লোকবলের দক্ষতা ও সক্ষতা বৃদ্ধি, সামূদ্রিক মৎস্য সম্পদের তথ্যাদির ডাটা বেস তৈরি ও ব্যবহার, সামুদ্রিক মৎস্যযানের উপর নজরদারী চালুকরণ, মৎস্য ভবনে Disaster Recovery Site স্থাপন ও উপকূলীয় জেলা-উপজেলার সাথে নেটওয়ার্ক গড়ে তোলা এবং সমূদ্রে মৎস্য আহরণকারি জেলেদের সচেতনতা বৃদ্ধি করা সংক্রান্ত কার্যক্রম গ্রহণ ও বাস্তবায়নের প্রচেষ্টা করা হয়। প্রকল্পের কার্যক্রমের মাঝে কতিপয় কার্যক্রম টেকসই হয়েছে এবং বেশ কিছু কার্যক্রম টেকসই হয় নাই এবং বর্তমানে অন্য প্রকল্প ও কর্মসূচির মাধ্যমে পরিচালিত হচ্ছে বলে সমীক্ষায় প্রতিয়মান হয়েছে। যেমন:-

১. গবেষণা ও জরিপ জাহাজ ক্রয় ও সংগ্রহ করে ডিমারসাল ও প্যালাজিক সার্ভে এবং প্রয়োজনীয় গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা: গবেষণার জন্য সামুদ্রিক জাহাজ ক্রয় , যন্ত্রপাতি ও যানবাহন (মটর সাইকেল, স্পীডবোট, সার্ভে ইকুইপমেন্ট ইত্যাদি) ক্রয় করা হয়েছে এবং বর্তমানে তা মৎস্য অধিদপ্তরের সামুদ্রিক মৎস্য জরিপ ইউনিট কর্তৃক ব্যবহৃত হচ্ছে। গবেষণা জাহাজ ও যানবাহন প্রকল্পের ১ম থেকে ৯ম অর্থ-বছরে ক্রয় করা হয়, ১০ম থেকে ১২তম অর্থ-বছরে প্রকল্প থেকে জরিপ পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণে কাজ করা হয়। বর্তমানে সামুদ্রিক গবেষণা জাহাজ (মীন সন্ধানী), যন্ত্রপাতি ও যানবাহনসমূহ চালু রয়েছে তবে প্রকল্পের জনবল বর্তমানে না থাকায় (আত্বিকরণ বা নুতন নিয়োগ প্রদান করা হয় নাই) অন্য প্রতিষ্ঠান ও অন্য প্রকল্পের লোকবল দ্বারা তা পরিচালনা করা হচ্ছে।

২. ল্যান্ড বেজড সার্ভে, ডিমারসাল সার্ভে ও প্যালাজিক সার্ভে কার্যক্রম পরিচালনা: ল্যান্ড বেজড সার্ভে মুলত উপকুলীয় মৎস্য অবতরণকেন্দ্র ও সরাসরি উপকুলীয় আর্টিসেনাল মাছ ধরার নৌকা বা বোট থেকে উপজেলা ভিত্তিতে জরিপ পরিচালনা করা হয় এবং তথ্যাদি মৎস্য অধিদপ্তরে কেন্দ্রীয়ভাবে সংরক্ষণ করা হয়। এরূপ জরিপ নিয়মিতভাবে একটি নির্দিষ্ট সময় পর পর পরিচালনা করা প্রয়োজন কিন্তু প্রকল্পটি সমাপ্তির পর বর্তমানে এ কার্যক্রম বন্ধ রয়েছে। তবে জানা যায় "সাসটেনেবল কোষ্টাল এন্ড মেরিন প্রকল্প" থেকে ল্যান্ড বেজড সার্ভে কার্যক্রম পরিচালনার পরিকল্পনা রয়েছে।

গভীর সমূদ্রে ডিমারসাল সার্ভে ও প্যালাজিক সার্ভে কার্যক্রম নিয়মিত সামুদ্রিক মৎস্য ইউনিট থেকে পরিচালনা করা হচ্ছে। এ কাজে ব্যবহৃত গবেষণা জাহাজটি পরিচালনার জন্য বাংলাদেশ নেভ্ থেকে ডেপুটেশনে পাঁচজন কর্মকর্তা ও নাবিক নিয়োজিত রয়েছেন এবং বর্তমানে এর পরিচালনা ব্যয় "সাসটেইনেবল কোষ্টাল এন্ড মেরিন প্রকল্প " ও মৎস্য অধিদপ্তরের রাজস্ব বরাদ্দ থেকে ব্যয় করা হচ্ছে।

৩. জরিপ সরঞ্জাম ও যন্ত্রপাতি ক্রয়: পরিকল্পিত সকল যন্ত্রপাতি ও যানবাহন ক্রয়, সরবারহ ও সংযোজন করা হয়েছে তবে এর রক্ষণাবেক্ষণের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ বর্তমানে "সাসটেনেবল কোষ্টাল এন্ড মেরিন প্রকল্প" ও মৎস্য অধিদপ্তরের রাজস্ব বরাদ্দ থেকে ব্যয় করা হচ্ছে।

৪. Monitoring, Control and Surveillance (MCS) এবং Vessel Tracking Monitoring System (VTMS) স্থাপন: Monitoring, Control and Surveillance (MCS) এ কার্যক্রম নিয়মিত সামুদ্রিক মৎস্য দপ্তর থেকে পরিচালিত হচ্ছে। তবে এ ক্ষেত্রে লোকবলের স্বল্পতা থাকায় এবং প্রকল্প থেকে প্রস্তাবিত চেকপোষ্ট নির্মিত না হওয়ায় কার্যক্রমটি যথাযথভাবে করা যাচ্ছে না বলে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা জানান। Vessel Tracking Monitoring System (VTMS) টি প্রকল্প চলাকালীন সময়ে স্যাটেলাইটজনিত সমস্যার কারণে চালু করা যায় নাই। প্রকল্প পরিচালক জানান যে "সাসটেইনেবল কোষ্টাল এন্ড মেরিন প্রকল্প " থেকে VTMS স্থাপনের ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে এবং ইতিমধ্য যন্ত্রপাতিসহ VTMS চালুকরণের বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন। সমীক্ষায় নিয়োজিত দলনেতা প্রকল্প পরিচালক, মেরিন ফিসারীজের সাথে সরেজমিনে স্থাপনা ও যন্ত্রপাতি পরিদর্শণ করেছেন।

৫. মৎস্য অধিদপ্তরের কর্মকর্তা/কর্মচারীগণের প্রশিক্ষণ প্রদান: প্রকল্প চলাকালীন এ অংগের কার্যক্রম সঠিকভাবে পরিচালিত হয়েছে এবং গবেষণা জাহাজ, নমূনা সংগ্রহ ও জরিপ পরিচালনা এবং VTMS ব্যবহার বিষয়ে ৪৩ কর্মকর্তাকে বিভিন্ন মেয়াদে বৈদেশিক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। উপরোন্তু এফএও এর সহায়তায় আর. ভি. ড. ফ্রিজ্জফ নানসেন কর্তৃক জরিপ পরিচালনা কালে সার্ভে ইউনিটের কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। সামুদ্রিক মৎস্য দপ্তর ও জরিপ ইউনিটের কর্মকর্তা/কর্মচারীগণের প্রশিক্ষণ নিয়মিত চালু রাখা প্রয়োজন। আশা করা যায় "সাসটেইনেবল কোষ্টাল এন্ড মেরিন প্রকল্প " থেকে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালিত হবে।

৬. Monitoring, Control and Surveillance (MCS) পরিচালনা নিমিত্ত ডাটাবেজ তৈরি: প্রকল্প চলাকালীন আংশিক ও পরীক্ষামূলকভাবে ডাটাবেজ তৈরি করা হলেও বর্তমানে এ কার্যক্রম হালনাগাদকরণ বন্ধ রয়েছে। তবে জানা যায় সামূদ্রিক দপ্তর থেকে "সাসটেইনেবল কোষ্টাল এন্ড মেরিন প্রকল্প" এর সহায়তায় MCS ডাটাবেজ তৈরি ও রক্ষণাবেক্ষণ করা হবে।

৭. মৎস্য ভবনে Disaster Recovery Site স্থাপন ও উপকূলীয় জেলা-উপজেলার সাথে নেটওয়ার্ক গড়ে তোলা: এ বিষয়ে মৎস্য অধিদপ্তরের কেন্দ্রীয় দপ্তরে (মৎস্য ভবন) একটি সেল খোলা হয় , তবে এর কার্যক্রম জোরদার ও স্থায়ীভাবে টেকসই করতে হবে। উপজেলা সাথে নেটওয়ার্কিং এর মাধ্যমে তথ্যাদি আদান প্রদান কার্যক্রম বর্তমানে স্থগিত রয়েছে।

৮. পূর্ব পতেঙ্গাস্থ মেরিন ফিশারিজ সার্ভিল্যান্স চেক পোস্ট ও ভিটিএমএস স্থাপনের লক্ষ্যে অফিস ভবন, প্রকল্পের ফিল্ড অফিস এবং মেরিন ফিশারিজ সার্ভিল্যান্স চেক পোস্ট এর প্রশিক্ষণ ভবন সংস্কার ও মেরামতকরণ: প্রকল্পের ফিল্ড অফিস তৈরি করা যায় নাই যেহেতু মৎস্য অধিদপ্তরের মেরিন ফিশারিজ সার্ভিল্যান্স চেক পোস্ট চট্রগ্রাম বন্দর কতৃপক্ষ কর্তৃক নতুন স্থানে স্থানান্তর করা হয়েছে। বন্দর কর্তৃপক্ষ তাদের অর্থায়নে ফিল্ড অফিস ও চেকপোষ্ট স্থাপন করে দিয়েছে। "সাসটেইনেবল কোষ্টাল এন্ড মেরিন ফিশারিজ প্রকল্প" থেকে মেরিন ফিশারিজ সার্ভিল্যান্স চেক পোস্ট ও ভিটিএমএস কেন্দ্র আধুনিকায়ন ও প্রয়োজনীয় অবকাঠামো স্থাপনের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে।

৯.পন্টুন নির্মাণ: চট্রগাম বন্দর কর্তৃপক্ষের আপত্তির কারণে পূর্ব নির্ধারিত স্থানে বন্দর এলাকায় পন্টুন নির্মাণ করা যায় নাই। বর্তমানে স্থানীয় বোট ক্লাবের জেটিতে "মীন সন্ধানী" জাহাজ নোঙ্গর করা হয় এবং অনির্ধারিত স্থানে কর্ণফুলি নদীতে স্থাপিত মাছ ধরার নৌযানের মাধ্যমে MCS কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। তবে "সাসটেইনেবল কোষ্টাল এন্ড মেরিন প্রকল্প" শীর্ষক প্রকল্প থেকে চট্রগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ কর্তৃক বারাদ্দকৃত স্থানে নুতন চেকপোস্ট ও পন্টুন স্থাপন করা হবে বলে জানা যায়।

প্রকল্পের মাধ্যমে সৃষ্ট সুবিধাদি টেকসই করার জন্য করনীয় বিষয়ে সুপারিশ:

- ক্রয়কৃত গবেষণা ও জরিপ জাহাজ দ্বারা ডিমারসাল ও প্যালাজিক সার্ভে এবং প্রয়োজনীয় গবেষণা কার্যক্রম নিয়মিত পরিচালনার জন্য রাজস্ব বাজেট থেকে অর্থ বরাদ্দ করা হলে সার্ভে নিয়মিত পরিচালনে সহায়ক হবে।

সার্ভে পরিচালনা একটি নিয়মিত কার্যক্রম, এ ক্ষেত্রে উন্নয়ন প্রকল্প প্রধানত কার্যক্রমকে জোরদার করতে পারে কিন্তু নিয়মিত পরিচালনা অব্যাহত রাখার জন্য রাজস্ব খাত থেকে বরাদ্দ বৃদ্ধি করা যেতে পারে।

- গবেষণা জাহাজটি বর্তমানে নৌ-বাহিনী থেকে ডেপুটেশনে পদায়িত লোকবল দিয়ে পরিচালনা করা হচ্ছে। সামুদ্রিক মৎস্য দপ্তরের জাহাজ পরিচালনার জন্য ক্যাপ্টেন, মাষ্টার ফিশারম্যান, স্কিপার, প্রকৌশলী ইত্যাদি পদ শুন্য রয়েছে, অবসর ও পদোন্নতি জনিত শুন্যপদে ধারাবাহিকভাবে লোকবল নিয়োগ প্রদান করা গেলে জাহাজ পরিচালনা টেকসই হবে বলে আশা করা যায়।

- বাংলাদেশ মেরিন ফিসারিজ ক্যাপাসিটি বিল্ডিং প্রকল্পটি মূলত মৎস্য অধিদপ্তরের সামূদ্রিক মৎস্য দপ্তর, সামূদ্রিক মৎস্য ব্যবস্থাপনা ও জরিপ ইউনিট এবং উপকূলীয় মৎস্য কর্মকর্তা দ্বারা পরিচালিত হয়েছে। বর্তমানে সামুদ্রিক মৎস্য দপ্তরে ৮৩ টি পদের মাঝে ২৬টি পদ ও ব্যবস্থাপনা ও জরিপ ইউনিটের ১০০ টি পদের মাঝে ৬৭ টি পদ শুন্য রয়েছে। একইভাবে উপকূলীয় মৎস্য অধিদপ্তরের অনেক পদ শুন্য রয়েছে। শুন্য পদসমূহে লোকবল নিয়োগ করা হলে সামূদ্রিক মৎস্য দপ্তর, সামূদ্রিক মৎস্য ব্যবস্থাপনা ও জরিপ ইউনিট প্রকল্প থেকে যে সকল কার্যক্রম চালু করা হয়েছিলো তা টেকসইভাবে চালু রাখা যাবে। এ সকল শুন্য পদ পুরণ করা হলে উপকুলীয় ও সামুদ্রিক মৎস্য ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম টেকসই ভাবে পরিচালিত হবে।

- প্রকল্প থেকে যানবাহন (স্পীড বোট) চালক ও জরিপ পরিচালনার জন্য ফিল্ড ফ্যাসিলিটেটর অস্থায়ীভাবে নিয়োগ দেয়া হয়েছিলো। কিন্তু প্রকল্প সমাপ্তির পর ঐ সকল পদ শুন্য থাকায় ল্যান্ড বেসড জরিপ পরিচালনা ও তদারকি কার্যক্রম স্থবির হয়ে পড়েছে। এ সকল পদ যদি অস্থায়ী ভিত্তিতে নিয়মিত রাজস্ব খাত থেকে চালু রাখা যায় তবে প্রকল্প থেকে পরিচালিত কার্যক্রম টেকসইভাবে পরিচালনা করা যাবে।

- বিভিন্ন সময় বাস্তবায়িত ও বর্তমানে পরিচালিত প্রকল্প এবং মৎস্য অধিদপ্তরের স্বায়ী কাঠামোর কার্যক্রমের মাঝে সমন্বয়ের ঘাটতি কমানো গেলে প্রকল্প কার্যক্রম সমূহ টেকসই ভাবে পরিচালিত হবে বলে আশা করা যায়। আইডি কার্ড প্রদান প্রকল্প, ইলিশ সংরক্ষণ প্রকল্প, সামুদ্রিক ও মুক্ত জলাশয়ে মাছ ধরা নিষিদ্ধ কার্যক্রম এর সাথে নিবিড় সমন্বয় রক্ষা করা গেলে প্রকল্পের কার্যক্রম টেকসই থাকবে বলে আশা করা যায়।

- প্রশিক্ষিত ও অভিজ্ঞ জনবল সামুদ্রিক ও উপকূলীয় এলাকা থেকে অভ্যন্তরীণ এলাকায় বদলীকরণ বন্ধ রাখতে হবে।

প্রকল্পের অনুমোদিত ডিপিপিতে Exit Plan এ উপরে বর্ণিত বিষয়সমূহের কথাও বলা হয়েছে এবং প্রকল্পের কার্যক্রম টেকসই ও চালু রাখার জন্য মৎস্য অধিদপ্তর ও সাসটেইনবেল কোষ্টাল এন্ড মেরিন ফিসারিজ প্রকল্প বিষয়সমূহ বাস্তবায়ন ও পরিচালনা করবে বলে Exit Plan এ উল্লেখ করা হয়েছে, সে অনুযায়ী Exit Plan বাস্তবায়িত হলে প্রকল্পের কার্যক্রম টেকসই ও চলমান থাকবে বলে আশা করা যায়।

চতুর্থ অধ্যায়

SWOT Analysis

SWOT Analysis হচ্ছে Strengths, Weaknesses, Opportunities এবং Threats এর সংক্ষিপ্তরূপ। এটি একটি কাঠামোগত পদ্ধতি যা প্রকল্পের উক্ত চারটি দিক মূল্যায়ন বা বিশ্লেষণ করে। তন্মধ্যে সবল দিকসমূহ ও দুর্বল দিকসমূহ প্রকল্পের অভ্যন্তরীণ বিষয় এবং প্রকল্প বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষের নিয়ন্ত্রণাধীন। এছাড়া সুযোগসমূহ এবং ঝুঁকিসমূহ বাইরের বিষয় যা প্রকল্প বাস্তবায়নকারীকে অনুমান করতে হয় এবং তদনুযায়ী সক্রিয় হতে হয়। কেআইআই, এফজিডি এবং স্থানীয় কর্মশালার মাধ্যমে প্রকল্প সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের অবকাঠামো ও জীবনমান উন্নয়ন এবং প্রকল্প সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিগণ ও স্থানীয় সুফলভোগী, বাস্তবায়নকারী কর্মকর্তাগণের দেওয়া তথ্য ও আলোচনার ভিত্তিতে নিম্নরূপ SWOT Analysis করা হয়েছে।

সবল দিক (Strengths)	দুর্বল দিক (Weaknesses)
• **সামুদ্রিক মাছের আহরণ ক্ষেত্র চিহ্নিতকরণ সক্ষমতা:** বাংলাদেশের সমুদ্রসীমার একান্ত অর্থনৈতিক অঞ্চলে সামুদ্রিক মাছের বিশাল সম্ভাবনা রয়েছে বলে বিশেষজ্ঞদের ধারণা। কিন্তু সমুদ্রের বিপুল সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও সমুদ্রে মাছ ধরার অঞ্চলগুলোকে সুনির্দিষ্টভাবে চিহ্নিত করতে না পারার কারণে বাণিজ্যিকভাবে মৎস্য আহরণ সঠিকভাবে করা যাচ্ছিল না। BMFCB প্রকল্প বিজ্ঞান ভিত্তিক জরিপের মাধ্যমে মাছ ধরার অঞ্চল সুনির্দিষ্টভাবে চিহ্নিত হয়েছে এবং প্রকল্প প্রদত্ত প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষ জনবল সৃষ্টি হয়েছে। • **আর্টিসেনাল ফিশারিজ এর ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে মোহনা ও উপকূলীয় জলাশয়ের জরিপ পরিচালনা:** ল্যান্ড বেজড সার্ভের মাধ্যমে উপকূলীয় জলাশয়ে মাছ ধরার পদ্ধতি, জাল ও নৌযানের প্রকার, ধৃত মাছের প্রজাতি ও প্রকার, প্রজাতি ভিত্তিক মজুদের পরিমাণ বিষয়ে হালনাগাদ তথ্যাদি সংগ্রহে মৎস্য অধিদপ্তরের অভিজ্ঞতা ও দক্ষতা বৃদ্ধি পেয়েছে। ভবিষ্যতে এ সার্ভের ফলে উপকূলীয় জলাশয়ে মাছের মজুদ, মাছের প্রজনন, পরিবেশ ইত্যাদি তথ্যাদির ধারণা নেয়ার সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে এবং এ বিষয়ে অধিদপ্তরের দক্ষতা বৃদ্ধি পেয়েছে । • **গবেষণা ও জরিপ জাহাজ সংগ্রহ পূর্বক ডিমারসাল ও প্যালাজিক সার্ভে এবং গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনার জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা:** প্রকল্পের সবচেয়ে সবল দিক হলো আইডিবি (IDB) ও মালয়েশিয়া সরকারের সহায়তায় গবেষণা জাহাজ ক্রয়/সংগ্রহ করে গভীর সমুদ্রে মাছ ধরার স্থান চিহ্নিত করা এবং মাছের প্রজাতি ও প্রকার, প্রজাতি ভিত্তিক মাছের মজুদের পরিমাণ বিষয়ে হালনাগাদ তথ্যাদি বিশ্লেষণ এবং সামুদ্রিক মৎস্য শিল্পকে বিকশিত করা। এ সার্ভের মাধ্যমে সামুদ্রিক মৎস্য ব্যবস্থাপনা সুসংহতকরণের সুযোগ সৃষ্টি এবং	• **প্রকল্পের উদ্দেশ্য সঠিকভাবে বাস্তবায়িত ও টেকসই না হওয়া:** গবেষণা জাহাজ সময়মত না পাবার কারণে এবং প্রকল্প বাস্তবায়নে বৈদেশিক সাহায্য পেতে বিলম্ব হবার কারণে প্রকল্প প্রণয়নে দুর্বলতা ও উচ্চআকাঙ্ক্ষা হবার কারণে প্রকল্পের উদ্দেশ্য সঠিকভাবে বাস্তবায়িত ও টেকসই করা যায় নাই। • **প্রকল্প সমাপ্তির পর জাহাজ ও যানবাহন পরিচালনার লোকবল না থাকা:** অবসর, বদলী ও পদোন্নতি জনিত কারণে পদ শূন্য হলেও তা পূরণ করা হয় নাই। অধিদপ্তরের স্থায়ী লোকবল (কিছু কিছু ক্ষেত্রে অস্থায়ী) দ্বারা প্রকল্পটি বাস্তবায়নের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছিলো। • **Monitoring, Control and Surveillance (MCS) এবং Vessel Tracking Monitoring System (VTMS) স্থাপন বাস্তবায়ন ও টেকসইকরণে ব্যর্থতা:** স্থাপন একটি জটিল ও সময়সাপেক্ষ কার্যক্রম। এর সাথে স্যাটেলাইট সংযোগ, সফটওয়্যার ও এ্যপ এর সাহায্যের প্রয়োজন ছিলো। কিন্তু সংযোগ তৈরি করতে না পারায় এবং লোকবল স্বল্পতার কারণে এ কার্যক্রম সঠিকভাবে বাস্তবায়ন করা যায় নাই। • **পরিকল্পিত সামুদ্রিক মৎস্য সম্পদের টেকসই ব্যবস্থাপনার প্রচলন করতে না পারা:** • **বিভিন্ন ধরনের জাল ও নৌকার জরিপ পরিচালনার মাধ্যমে তথ্য ব্যাংক চালু রাখতে না পারা**

আর্ন্তজাতিক তথ্য উপাত্ত বিনিময়ের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। • **Monitoring, Control and Surveillance (MCS)** এবং **Vessel Tracking Monitoring System (VTMS)** স্থাপন: মৎস্য অধিদপ্তর থেকে পূর্বে সামুদ্রিক মৎস্য ব্যবস্থাপনার জন্য সীমিত আকারে MCS বাস্তবায়িত হচ্ছিল। মাছ ধরার নৌযানের সংখ্যা, জালের প্রকার এবং জেলের সংখ্যা বৃদ্ধি পাবার কারণে MCS বাস্তবায়ন জোরদারকরণের পরিকল্পনা নেয়া হয়। সমূদ্র মৎস্য সম্পদ এর সুষ্ঠ ব্যবস্থাপনা, মাছ ধরার নৌযানের গতিবিধি পর্যবেক্ষণ, বিদেশী ও অবৈধ মাছ ধারার নৌযান নিয়ন্ত্রণের জন্য এবং আর্ন্তজাতিক আইন বাস্তবায়নের জন্য VTMS চালু করার সক্ষমতা অর্জিত হয়েছে। • **জরিপ পরিচালনার মাধ্যমে তথ্য ব্যাংক স্থাপন :** জরিপ পরিচালনার মাধ্যমে তথ্য ব্যাংক স্থাপন করার বিষয়ে দক্ষতা বৃদ্ধি পেয়েছে যা মৎস্য অধিদপ্তরে সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং পরিকল্পনা ও শিক্ষাক্ষেত্রে ব্যবহার করা যাবে। • **সামুদ্রিক মৎস্য সম্পদের তথ্য বিশ্লেষণসহ সকল জরিপ, সমীক্ষা, তথ্য বিশ্লেষণের লক্ষ্যে সফটওয়্যার উন্নয়ন:** বর্তমান তথ্যপ্রবাহের যুগে বাংলাদেশের সামুদ্রিক মৎস্য সম্পদের তথ্য বিশ্লেষণের সফটওয়্যার না থাকায় গবেষণার জন্য বিদেশের তথ্য ও সফটওয়্যারের উপর নির্ভর করতে হয়েছে। প্রকল্প থেকে এরূপ সফটওয়্যার তৈরি হওয়ায় দেশের সামুদ্রিক মৎস্য ব্যবস্থাপনা, পরিকল্পনা প্রণয়ন ও মৎস্য বাণিজ্য উন্নয়নে ব্যবহার করা যাবে। • **সামুদ্রিক মৎস্য ব্যবস্থাপনায় মৎস্য অধিদপ্তরের দক্ষতা বৃদ্ধি পেয়েছে:** মৎস্য অধিদপ্তরের সংশ্লিষ্ট জনবলের দক্ষতা বৃদ্ধি পাওয়ায় সামুদ্রিক মৎস্য ব্যবস্থাপনা ও সংরক্ষণে পারদর্শিতা বৃদ্ধি পেয়েছে যা সামুদ্রিক মৎস্য সম্পদ বৃদ্ধি ও উন্নয়নে সহায়ক ভুমিকা রাখতে পারবে।	• **বিভিন্ন উৎসের দূষণের ফলে সামুদ্রিক মৎস্য সম্পদের উপর পরিবেশগত প্রভাব নিরূপণ করতে না পারা:**
সুযোগ (Opportunities)	**ঝুঁকি (Threats)**
• **গবেষণা ও জরিপ জাহাজ ক্রয় ও সংগ্রহ করে ডিমারসাল ও প্যালাজিক মাছ সার্ভে এবং প্রয়োজনীয় গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা:** বর্তমানে সমুদ্রে জরিপ কাজ নিয়মিত পরিচালিত হচ্ছে এবং ইতোমধ্য সামূদ্রিক মৎস্য সম্পদের প্রজাতি ভিত্তিক মজুদ ও মৎস্য বিচরণ এলাকা, প্রজনন মৌসুম, বাইওলোজী বিষয়ে নিয়মিত বার্ষিক প্রতিবেন প্রণয়ন করা হচ্ছে যা গবেষণাসহ পরিকল্পনা প্রণয়নে ব্যবহৃত হচ্ছে। • **গবেষণা ও জরিপ জাহাজ পরিচালনায় যৌথ উদ্যোগ গ্রহণ:** বাংলাদেশ নৌবাহিনীর লোকবল, বিএফআরআই এর বিজ্ঞানী, চট্রগাম বিশ্ববিদ্যালয়ের মেরিন ফিশারিজ	• **আর্টিসেনাল ফিশারিজ এর ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে মোহনা ও উপকূলীয় জলাশয়ের বর্তমান মজুদ ও সর্বোচ্চ সহনীয় আহরণের পরিমাণ নিরূপনে কার্যক্রম:** প্রকল্পের লোকবল, অবকাঠামোগত সুবিধা, কর্মকর্তাদের দক্ষতার নিরীক্ষে অস্থায়ী ও অদক্ষ ফ্যাসিলিটেটর এর মাধ্যমে বাস্তবায়ন পরিকল্পিত মাত্রায় করা যায় নাই এবং কার্যক্রম টেকসই হয় নাই। মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তারা বর্তমানে বিষয়টি সম্পর্কে ভালোভাবে জানেন না। • প্রকল্পের প্রশিক্ষিত ও দক্ষ লোকবল স্থায়ী করা যায় নাই ফলে সামুদ্রিক মৎস্য সেক্টরের ১২ বৎসরের

বিভাগের শিক্ষক, বাংলাদেশ মহাকাশ গবেষণা ও দূর অনুধাবন প্রতিষ্ঠান (SPARSO) এর বিজ্ঞানী, জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থা (FAO) এর বিশেষজ্ঞ ও বাংলাদেশ মেরিন ফিশারিজ এ্যসোসিয়েশন (BMFA)-এর সমন্বয়ে যৌথভাবে জরিপ পরিচালনার ব্যবস্থা করা হয়। • **মৎস্য অধিদপ্তরের কর্মকর্তা/কর্মচারীগণের প্রশিক্ষণ প্রদান ও দক্ষতা উন্নয়ণ:** গবেষণা জাহাজ পরিচালনা, নমূনা সংগ্রহ ও জরিপ পরিচালনা এবং VTS ব্যবহারের বিষয়ে ৪৩ কর্মকর্তাকে বিভিন্ন মেয়াদে আন্তর্জাতিক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। এফএও এর সহায়তায় আর. ভি. ড. ফ্রিজ্জফ নানসেন কর্তৃক জরিপ পরিচালনা কালে সার্ভে ইউনিটের কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। একাধিক কর্মকর্তা বিভিন্ন সময় উচ্চতর শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ পান। সকলের দক্ষতা ও উদ্যোগের ফলে বর্তমানে মৎস্য অধিদপ্তরের সামুদ্রিক মৎস্য জরিপ ইউনিট ও সামুদ্রিক মৎস্য দপ্তরে পরিচালনায় নিয়োজিত রয়েছেন। • **মৎস্য ভবনে সামুদ্রিক মৎস্য শাখার মাধ্যমে Disaster Recovery Site স্থাপন ও উপকূলীয় জেলা-উপজেলার সাথে নেটওয়ার্ক গড়ে তোলা হয়েছে:** উপজেলা, জেলা এবং বিভাগ থেকে নিয়মিত দুর্যোগ কালীন তথ্যাদি সংগ্রহ ও সমন্বয় করা হয়। • **জরিপ সরঞ্জাম ও যন্ত্রপাতি ক্রয়:** পরিকল্পিত সকল যন্ত্রপাতি ও যানবাহন ক্রয়, সরবারহ ও সংযোজন করা হয়েছে এবং যন্ত্রপাতির সাহায্যে জরিপ কাজ চালু রাখা হয়েছে।	অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগানো যায় নাই। • জরিপ ও গবেষণা জাহাজ এবং প্রকল্পের স্পীড বোট চালু রয়েছে তবে এর পরিচালনাকারী নাবিক, স্কীপার, মাষ্টার ফিসারম্যান , প্রকৌশলী ও স্পীড বোট ড্রাইভার না থাকায় বিকল্প লোকবল দ্বারা পরিচালিত হচ্ছে। • Monitoring, Control and Surveillance (MCS) এবং Vessel Tracking Monitoring System (VTMS) স্থাপন একটি জটিল ও সময়সাপেক্ষ কার্যক্রম। এর সাথে স্যাটলাইট সংযোগ, সফটওয়্যার ও এ্যপ এর সাহায্য প্রয়োজন ছিলো যা সংযোগ করতে না পারায় এ কার্যক্রম সঠিকভাবে বাস্তবায়ন করা যায় নাই। • **বিভিন্ন উৎসের সামুদ্রিক দূষণ ও সামুদ্রিক মৎস্য সম্পদের উপর পরিবেশগত প্রভাব নিরূপণ:** এ বিষয়টি যৌথভাবে বেশ কিছু সংশ্লিষ্ট সংস্থা যেমন পরিবেশ অধিদপ্তর, মৎস্য অধিদপ্তরের মাননিয়ন্ত্রণ শাখা, কৃষি গবেষণা সংস্থা, জেলে সংগঠন, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের গবেষণা কেন্দ্র সহ আর্ন্তজাতিক সংস্থার যৌথ কার্যক্রম নেয়া প্রয়োজন ছিলো। এ বিষয়ে পরিকল্পিত ও দৃশ্যমান কোন ফলাফল পাওয়া যায় নাই।

পঞ্চম অধ্যায়

সার্বিক পর্যবেক্ষণ

"বাংলাদেশ মেরিন ফিশারিজ ক্যাপাসিটি বিল্ডিং (৩য় সংশোধিত)" শীর্ষক সমাপ্ত প্রকল্পটির মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ছিল আর্টিসেনাল ফিশারিজ এর ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে মোহনা ও উপকূলীয় জলাশয়ের বর্তমান মজুদ ও সর্বোচ্চ সহনীয় আহরণের পরিমাণ নিরূপণ; সামুদ্রিক মৎস্য সম্পদের টেকসই ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে উপরের স্তর ও তলদেশের মৎস্য সম্পদের স্থিতি এবং সর্বোচ্চ মাত্রা নিরূপণ; বিভিন্ন ধরনের জাল ও নৌকার জরিপ পরিচালনা করা এবং তথ্য ব্যাংক স্থাপন; সামুদ্রিক মৎস্য সম্পদের সংরক্ষণ, সুষ্ঠু ব্যবহার ও টেকসই ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে জেলেদের মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টি করা; ক্ষুদ্র ও বাণিজ্যিক মৎস্য সম্পদের তথ্য বিশ্লেষণসহ সকল জরিপ, সমীক্ষা, তথ্য বিশ্লেষণ এর লক্ষ্যে সফটওয়্যার উন্নয়ন; বিভিন্ন উৎসের মাধ্যমে দূষণের ফলে সামুদ্রিক মৎস্য সম্পদের উপর পরিবেশগত প্রভাব নিরূপণ করা; সামুদ্রিক ও উপকূলীয় মৎস্য সম্পদের পরিমাণ নিরূপণ ও ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে মৎস্য অধিদপ্তরের দক্ষতা বৃদ্ধি করা; পরিবর্তনশীল সামুদ্রিক ও উপকূলীয় মৎস্য সম্পদের নিয়ন্ত্রিত আহরণ নির্ধারণের উদ্দেশ্যে একটি Catch Assessment কর্মসূচির উন্নয়ন করা; সামুদ্রিক সম্পদের তদারকি ও ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে Monitoring, Control and Surveillance (MCS) কার্যক্রমের উন্নয়ন করা; বঙ্গোপসাগরের সামুদ্রিক এবং উপকূলীয় সম্পদের একটি পরিপূর্ণ প্রতিবেদন তৈরি করা। প্রভাব মূল্যায়ন সমীক্ষার মাধ্যমে প্রকল্পের প্রভাব/উদ্দেশ্য অর্জন, প্রকল্প বাস্তবায়নের মাধ্যমে সৃষ্ট সুবিধাদি, টেকসইকরণ পরিকল্পনাসহ বিভিন্ন বিষয়সমূহ পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ করা হয়েছে। নিম্নে বিষয়গুলো আলোচনা করা হলো:

অর্থবছরভিত্তিক বরাদ্দ, ছাড় ও ব্যয়: প্রকল্প কর্তৃপক্ষ হতে প্রাপ্ত বছরভিত্তিক অর্থছাড় ও বাস্তবায়ন অবস্থা সংক্রান্ত প্রতিবেদন পর্যালোচনায় প্রতীয়মান হয়েছে যে, ২০১০-১১, ২০১২-১৩, ২০১৩-১৪, ২০১৪-১৫ এবং ২০১৬-১৭ অর্থ বছরে প্রাপ্ত বরাদ্দ যথাক্রমে ১২৯.০০ লক্ষ টাকা, ২১২.০০ লক্ষ টাকা, ১৮৫০.০০ লক্ষ টাকা, ৩৯৯৭.০০ লক্ষ টাকা, ১০০০.০০ লক্ষ টাকার বিপরীতে প্রকৃত ব্যয় দেখানো হয়েছে যথাক্রমে ১০৩.৬৩%, ১১০.৭৪%, ১০০.২১%, ১১৮.৩১% এবং ১৩৩.১৭%।

প্রধান প্রধান কার্যক্রমের অগ্রগতি: Vessel Tracking Monitoring System (VTMS) টি প্রকল্প চলাকালীন সময়ে স্যাটেলাইটজনিত সমস্যার কারণে চালু করা যায়নি। প্রকল্প চলাকালীন আংশিক ও পরীক্ষামূলকভাবে Monitoring, Control and Surveillance (MCS) পরিচালনা নিমিত্ত ডাটাবেজ তৈরি করা হলেও বর্তমানে এ কার্যক্রম হালনাগাদকরণ বন্ধ রয়েছে। চট্রগাম বন্দর কর্তৃপক্ষের আপত্তির কারণে পূর্ব নির্ধারিত স্থানে বন্দর এলাকায় পন্টুন নির্মাণ করা যায়নি। ফলে গবেষণা জাহাজটির বার্থিং এর জন্য নিজস্ব জেটি ও পন্টুন অদ্যবধি নির্মিত না হওয়ায় চট্রগ্রামস্থ বোট ক্লাবের জেটিতে জাহাজটি নোঙ্গর করে রাখা হয়। এরুপ অস্থায়ী ব্যবস্থা গবেষণা কাজে বাঁধার সৃষ্টি করতে পারে। জেটিটি পর্যটক ও ক্লাব কর্তৃপক্ষ বাণিজ্যিকভাবে ব্যবহার করেন। মৎস্য অধিদপ্তরের কেন্দ্রীয় দপ্তরে (মৎস্য ভবন) একটি Disaster Recovery Site সেল খোলা হয়, তবে এর কার্যক্রম জোরদার ও স্থায়ীভাবে টেকসই হয়নি। উপজেলার সাথে নেটওয়ার্কিং এর মাধ্যমে তথ্যাদি আদান প্রদান কার্যক্রম বর্তমানে স্থগিত রয়েছে।

প্রধান প্রধান অডিট আপত্তি: ত্রুটিপূর্ণ অনুসন্ধানী জাহাজ আর.ভী. মিন ক্রয় করার কারণে সরকারের প্রায় ১,৬০,৪৮,৭৮৯.০০ টাকার ক্ষতি; আউটসোর্সিং-এর মাধ্যমে নিযুক্ত কর্মচারীদের বেতন, উৎসব ভাতা ও বৈশাখী ভাতা বাবদ প্রায় ৩৬,২৩,৬৭৩.০০ টাকার অনিয়মিত ব্যয় হয়েছে; প্রকল্পে কোন যানবাহন না থাকা সত্ত্বেও জ্বালানী সংগ্রহ ও যানবাহন মেরামত বাবদ ১,৭৯,৮৬৯.০০ টাকা খরচ করা হয়েছে।

জনবলের অভাব: প্রকল্পের আরডিপিপি'র সংস্থান অনুযায়ী ৭৫ জন জনবল নিয়োগ প্রদান করার কথা থাকলেও প্রকল্প অফিস থেকে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী, প্রকল্প বাস্তবায়নকালে মোট ৫৩ জন জনবল নিয়োগ প্রদান করা হয়েছিল। অপরদিকে, বর্তমানে চট্রগ্রামস্থ সামুদ্রিক মৎস্য দপ্তর ও সামুদ্রিক মৎস্য জরিপ ইউনিটে বর্তমানে ১০০ টি পদের সংস্থান থাকা সত্ত্বেও মাত্র ৩৩ টি পদে লোক নিয়োজিত রয়েছে এবং বাকি ৬৭ টি পদ শুন্য রয়েছে এবং সামুদ্রিক মৎস্য দপ্তরে ৮৩ টি পদের সংস্থান থাকা সত্ত্বেও মাত্র ৫৭ টি পদে লোক নিয়োজিত রয়েছে এবং বাকি ২৬ টি পদ শুন্য রয়েছে (অধিদপ্তর থেকে প্রাপ্ত তথ্য)।

Monitoring, Control and Surveillance (MCS) এবং Vessel Tracking Monitoring System (VTMS) স্থাপন: Monitoring, Control and Surveillance (MCS) এবং Vessel Tracking Monitoring System (VTMS) স্থাপন করার কর্মসূচি প্রকল্প থেকে গ্রহণ করা সত্ত্বেও তা স্যাটেলাইট সংক্রান্ত সমস্যা ও জটিলতার কারণে অসমাপ্ত থেকে যায়। জানা যায় এ সিস্টেমটি পরিচালনার জন্য সামুদ্রিক মৎস্য দপ্তর, সাসটেনেবল কোষ্টাল এন্ড মেরিন প্রকল্প, নেভী, কোষ্ট গার্ড ও বাংলাদেশ মহাকাশ গবেষণা ও দূর অনুধাবন প্রতিষ্ঠান (SPARSO) সংযুক্ত থাকবেন।

সামুদ্রিক মৎস্য সম্পদের টেকসই ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে উপরের স্তর ও তলদেশের মৎস্য সম্পদের স্থিতি এবং সর্বোচ্চ মাত্রা নিরূপণ: সামুদ্রিক মৎস্য সম্পদের টেকসই ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে 'আর ভি মীন সন্ধানী' জাহাজ ক্রয় করা হয়েছে। উক্ত জাহাজের সহায়তায় সমুদ্রে উপরের স্তর ও তলদেশের মৎস্য সম্পদের স্থিতি এবং সর্বোচ্চ মাত্রা নিরূপণ সম্ভব হচ্ছে। জরিপে ৪৫৭ জাতের সামুদ্রিক প্রাণীর উপস্থিতি পাওয়া যায়। তন্মধ্যে ৩৯৪ জাতের মাছ ও হাঙ্গর, ৪৯ জাতের চিংড়ি ও কাঁকড়া এবং ১৪ জাতের গ্যাসট্রোপোডা রয়েছে।

বিভিন্ন ধরনের জাল ও নৌকার জরিপ পরিচালনা করা এবং তথ্য ব্যাংক স্থাপন: প্রকল্পের মাধ্যমে উপকূলীয় নদ-নদী ও সমুদ্রে জাল ও নৌকার জরিপ পরিচালনা করা হয়। বিভিন্ন প্রকারের মোট ১,৯৫,৩৫৩ টি মাছ ধরার যন্ত্র সনাক্ত করা হয়। মোট ৬৮, ১৯২টি মাছ ধরার নৌকার (৩৩,৩৪১টি ইঞ্জিন চালিত ও ৩৪,৮৫১টি ইঞ্জিনবিহীন) সন্ধান পাওয়া যায়। এসব নৌযানের তথ্য মৎস্য অধিদপ্তরের ওয়েবসাইটে সংরক্ষণ করা হয়। বিভিন্ন ধরনের জাল ও নৌকার জরিপ পরিচালনা করা এবং তথ্য ব্যাংক স্থাপন।

সামুদ্রিক মৎস্য সম্পদের সংরক্ষণ, সুষ্ঠু ব্যবহার ও টেকসই ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে জেলেদের মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টি করা: সামুদ্রিক মৎস্য সম্পদের সংরক্ষণ, সুষ্ঠু ব্যবহার ও টেকসই ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে জেলেদের ও মানুষের মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টি করার লক্ষ্যে স্বল্প সংখ্যাক প্রচারণা ও কর্মশালার আয়োজন করা হয়।

বিভিন্ন উৎসের মাধ্যমে দূষণের ফলে সামুদ্রিক মৎস্য সম্পদের উপর পরিবেশগত প্রভাব নিরূপণ করা: উক্ত উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য প্রকল্পে কোন ধরণের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়নি।

সামুদ্রিক ও উপকূলীয় মৎস্য সম্পদের পরিমাণ নিরূপণ ও ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে মৎস্য অধিদপ্তরের দক্ষতা বৃদ্ধি করা: সমীক্ষায় অংশগ্রহণকারী উপকারভোগী মৎস্য কর্মকর্তাদের মধ্যে ৩৭.০% উত্তরদাতা বলেন যে, প্রকল্পটি বাস্তবায়নের কারণে তাদের দক্ষতা বৃদ্ধি পেয়েছে।

বঙ্গোপসাগরের সামুদ্রিক এবং উপকূলীয় সম্পদের একটি পরিপূর্ণ প্রতিবেদন তৈরি করা: সামুদ্রিক ও উপকূলীয় মৎস্যজাত সম্পদের সার্বিক তথ্যাবলী সম্বলিত "মেরিন এন্ড কোস্টাল ফিস ইন বাংলাদেশ" নামে একটি প্রতিবেদন প্রণয়ন করা হয়েছে।

প্রকল্পের প্রভাব: এই প্রকল্পের আওতায় মোহনা ও উপকূলীয় জলাশয়ের বর্তমান মজুদ ও সর্বোচ্চ সহনীয় মাত্রায় মৎস্য আহরণের পরিমাণ নিরূপণের লক্ষ্যে ইতোমধ্যে বঙ্গোপসাগরের বিভিন্ন গভীরতায় শ্রিম্প, ডিমারসাল ও পেলাজিক প্রকৃতির সর্বমোট ২৪টি ক্রুজ সম্পন্ন করা হয় এবং প্রাপ্ত তথ্য বিশেষায়িত সফটওয়্যারে বিশ্লেষণের মাধ্যমে Marine Fisheries Survey Reports and Stock Assessment 2019 প্রকাশ করা হয়। যেটি সামুদ্রিক মৎস্য আহরণ ও ব্যবস্থাপনার কর্মকৌশল প্রণয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকা রাখছে। তাছাড়া প্রকল্পের আওতায় 'আর ভি মীন সন্ধানী' জাহাজের সহায়তায় সমুদ্রে উপরের স্তর ও তলদেশের মৎস্য সম্পদের স্থিতি এবং সর্বোচ্চ মাত্রা নিরূপণ সম্ভব হচ্ছে। যেমন: সামুদ্রিক মৎস্য জরিপ পরিচালনার মাধ্যমে ৪৫৭ প্রজাতির সামুদ্রিক প্রাণির উপস্থিতি পাওয়া যায়। তন্মধ্যে ৩৯৪ প্রজাতির মাছ ও হাঙ্গর, ৪৯ প্রজাতির চিংড়ি ও কাঁকড়া এবং ১৪ প্রজাতির গ্যাসট্রোপোড (উদরপদ/শামুক জাতীয় প্রাণী) রয়েছে। বিভিন্ন উৎসের মাধ্যমে দূষণের ফলে সামুদ্রিক মৎস্য সম্পদের উপর পরিবেশগত প্রভাব নিরূপণ করা এই প্রকল্পের অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য হলেও এই সংক্রান্ত কোন কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়নি। ফলে পরিবেশগত কোন প্রভাব পরিলক্ষিত হয়নি। প্রকল্পের মাধ্যমে উপকূলীয় মৎস্য ব্যবস্থাপনা, ফিশ পপুলেশন ডিনামিক্স, গবেষণা ও জরিপ পরিচালনা, নমুনা সংগ্রহ ও VTMS ব্যবহার বিষয়ে সর্বমোট ৪৩ কর্মকর্তাকে বিভিন্ন মেয়াদে বৈদেশিক প্রশিক্ষণ ও ৯৮১ জনকে স্থানীয় পর্যায়ের কর্মকর্তা কর্মচারীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করার মাধ্যমে সক্ষমতা বৃদ্ধি পাওয়ায় সামুদ্রিক মৎস্য আহরণ ও ব্যবস্থাপনায় ইতিবাচক প্রভাব ফেলছে।

ষষ্ঠ অধ্যায়
সুপারিশ ও উপসংহার

সামুদ্রিক মৎস্য সম্পদ ব্যবস্থাপনা ও উৎপাদনশীলতায় বিশ্বের অন্য দেশের তুলনায় বাংলাদেশ অনেক পিছিয়ে। দেশে উৎপাদিত ও আহরিত মৎস্যের মাত্র ১৩.৫% সামুদ্রিক মৎস্যের অবদান। অন্য দেশে সমূদ্রে ও উপকুলীয় এলাকায় সামুদ্রিক মাছের চাষের প্রচলন থাকলেও আমাদের দেশে এখনো তা ব্যপকতা লাভ করে নাই।

বাংলাদেশ মেরিন ফিসারিজ ক্যাপাসিটি বিল্ডিং প্রকল্পটি মূলত মৎস্য অধিদপ্তরের সামুদ্রিক মৎস্য জরিপ, ব্যবস্থাপনা ও দক্ষতা উন্নয়ন ও বৃদ্ধির জন্য প্রণীত এবং এর জন্য আইডিবি (Islamic Development Bank) ও মালয়েশিয়া সরকার গবেষণা জাহাজ ক্রয় ও লোকবলের প্রশিক্ষণ সহায়তা প্রদান করে। প্রকল্পটি বিভিন্ন জটিলতার কারণে ১২ বছরব্যাপি বাস্তবায়িত হলেও প্রকল্পের সকল উদ্দেশ্য যথাযথভাবে সম্পাদন করা যায় নাই । প্রকল্প বাস্তবায়নের তথ্যাদি পর্যালোচনা, সরেজমিন তদারকি, প্রকল্প সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের সাথে KII ও প্রকল্পের সুফলভোগীদের সাথে পরিচালিত FGD এবং স্থানীয় কর্মশালা থেকে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে বর্তমান সমাপ্ত প্রকল্পটির অর্জিত সফলতা, টেকসই পরিচালনা ও ভবিষ্যতে এ সংক্রান্ত প্রকল্প গ্রহণের সুবিধার জন্য নিমোক্ত সুপারিশ প্রণয়ন করা হলো:-

১. প্রকল্প থেকে সংগৃহীত গবেষণা জাহাজটি সুষ্ঠভাবে রক্ষণাবেক্ষণ ও পরিচালনের জন্য মৎস্য অধিদপ্তরের মেরিন ফিশারিজ দপ্তরে রাজস্ব খাতভুক্ত বর্তমানে শুন্যপদসমূহে জনবল নিয়োগ প্রদান করা যেতে পারে এবং যে সকল পদের জনবল অন্যত্র সরিয়ে নেয়া হয়েছে বা বদলী করা হয়েছে তাদেরকে পুনরায় মূল পদে ফিরিয়ে আনা যেতে পারে।

২. গবেষণা জাহাজটির বার্থিং এর জন্য নিজস্ব জেটি ও পন্টুন অদ্যবধি নির্মিত না হওয়ায় চট্রগ্রামস্থ বোট ক্লাবের জেটিতে জাহাজটি নোঙ্গর করে রাখা হয়। এমতাবস্থায় চট্রগ্রাম সমূদ্র বন্দর কর্তৃক বরাদ্দকৃত জায়গায় সামুদ্রিক মৎস্য চেক পোষ্টের জন্য পরিকল্পিত জেটি/পন্টুন জরুরী ভিত্তিতে নির্মাণ/স্থানান্তর করা যেতে পারে।

৩. প্রকল্পের Exit Plan অনুযায়ী মেরিন ফিসারিজ ক্যাপাসিটি বিল্ডিং প্রকল্পের অসমাপ্ত ও সমাপ্ত কার্যক্রম টেকসই ও চলমান রাখার জন্য সাসটেইনেবল কোষ্টাল এন্ড মেরিন ফিসারিজ প্রকল্প ও মৎস্য অধিদপ্তরের রাজস্ব বাজেট থেকে পরিচালনার বিষয়টি সরকার কর্তৃক ইতোমধ্যে অনুমোদিত। বিষয়টি বিবেচনায় রেখে সময়মত সকল কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা না গেলে নতুনভাবে বেশ কিছু কার্যক্রম শুরু করতে হতে পারে। এ সমস্যা থেকে পরিত্রাণের জন্য অনুমোদিত Exit Plan মোতাবেক অসমাপ্ত কার্যক্রমসমূহ সমাপ্তকরণের ব্যবস্থা নেয়া যেতে পারে।

৪. চট্রগ্রামস্থ সামুদ্রিক মৎস্য দপ্তর ও সামুদ্রিক মৎস্য জরিপ ইউনিটে সরকারি বিধি মেনে জরুরী ভিত্তিতে শুন্য পদে লোক নিয়োগ করা হলে এ সেক্টরের দক্ষতা বৃদ্ধি পাবে বলে আশা করা যায়।

৫. "বাংলাদেশ মেরিন ফিশারিজ ক্যাপাসিটি বিল্ডিং" প্রকল্প থেকে Monitoring, Control and Surveillance (MCS) এবং Vessel Tracking Monitoring System (VTMS) স্থাপন সংক্রান্ত কার্যক্রম কার্যকর না হওয়ায় সিস্টেমটি পূর্ব পরিকল্পনার আলোকে বাস্তবায়ন করা যেতে পারে। এ বিষয়ে প্রশিক্ষিত লোকবল নিয়োজিত ও নিয়োগকে প্রধান্য দেওয়া যেতে পারে। যেহেতু এ বিষয়টি দীর্ঘদিন যাবত বাস্তবায়িত হয় নাই তাই প্রয়োজনে এ বিষয়ে FAO বা আর্ন্তজাতিকভাবে অভিজ্ঞ সংস্থার কারিগরী সাহায্য নেয়া যেতে পারে। ভবিষ্যতে এক্ষেত্রে যেন দক্ষ লোকবল পাওয়া যায় সে লক্ষ্যে বাংলাদেশ মেরিন ফিশারিজ একাডেমি ও বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের মৎস্যবিজ্ঞানের শিক্ষা কার্যক্রমে এ বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত করার উদ্যোগ গ্রহণ করা যেতে পারে।

৬. VTMS বাস্তবায়নে ড্রোন প্রযুক্তি ব্যবহার করা যায় যা বিশ্বের অনেক দেশে চালু রয়েছে। এক্ষেত্রেও মৎস্য অধিদপ্তরের নেতৃত্বে নেভী, কোষ্ট গার্ড ও বিভিন্ন গবেষণা প্রতিষ্ঠানের সমন্বয়ে প্রয়োজনীয় কর্মসূচি গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করা যেতে পারে।

৭. সমাপ্ত প্রকল্পসমূহের তথ্যাদি সংরক্ষণের জন্য আইটি নির্ভর একটি আর্কাইভ নিজ নিজ প্রতিষ্ঠানে গড়ে তোলা যেতে পারে। এর ফলে পূর্ব প্রকল্পের অভিজ্ঞতার আলোকে নুতন প্রকল্প প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন সহজতর হবে এবং গবেষণা ও পরিকল্পনা প্রণয়নও ফলদায়ক হবে।

৮. ''সাসটেইনেবল কোষ্টাল এন্ড মেরিন ফিশারিজ" প্রকল্পের মাধ্যমে ''বাংলাদেশ মেরিন ফিশারিজ ক্যাপাসিটি বিল্ডিং" প্রকল্পের সকল অসমাপ্ত কার্যক্রম বিশেষ করে VTMS, MCS, উপকূলীয় মৎস্য জরিপ কার্যক্রম এবং পন্টুন স্থাপন সমাপ্তকরণের জন্য কর্মসূচি গ্রহণ করা যেতে পারে। প্রয়োজনে ''সাসটেইনেবল কোষ্টাল এন্ড মেরিন ফিশারিজ" প্রকল্পটি সংশোধন করে হলেও তা অন্তর্ভুক্ত ও বাস্তবায়ন করা যেতে পারে।

৯. সামুদ্রিক মৎস্য সংরক্ষণবিধির আওতায় সমূদ্রে মাছ ধরা নিষেধকালীন জেলে ও ট্রলার অপারেটরদের জন্য বৃত্তিমূলক (vocational) প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা যেতে পারে। উল্লেখ্য, পূর্বে মৎস্য অধিদপ্তর থেকে ৪ টি বিভাগে "মৎস্য ভোকেশনাল প্রশিক্ষণ কেন্দ্র" স্থাপন করা হয়েছিলো এবং প্রশিক্ষণ চলমান ছিলো; পরবর্তীতে প্রশিক্ষণ কেন্দ্রসমূহ অবলুপ্ত করা হয়। বর্তমান প্রেক্ষাপটে সামুদ্রিক মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য উপকুলীয় এলাকায় এরূপ "মৎস্য ভোকেশনাল প্রশিক্ষণ কেন্দ্র" চালু করে জেলে ও ট্রলার অপারেটরদের নিয়মিত প্রশিক্ষণের মাধ্যমে তাদের জ্ঞান ও দক্ষতা বৃদ্ধি করা যায়, পাশাপাশি জেলেদের সমূদ্র দূষণ, মৎস্য সংরক্ষণসহ সকল প্রচলিত আইনের বিষয়ে সচেতনতা করা যেতে পারে।

উপসংহার: "বাংলাদেশ মেরিন ফিশারিজ ক্যাপাসিটি বিল্ডিং" প্রকল্পটি একটি উচ্চভিলাসী প্রকল্প; এ প্রকল্প বাস্তবায়নে যে সকল বিষয়কে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিলো তা মৎস্য অধিদপ্তরের লোক বল ও অবকাঠামো সল্পতার কারণে সম্পুর্ণরূপে বাস্তবায়ন করা সম্ভব হয়নি। যদি প্রকল্পটি প্রণয়নের পূর্বে বেসলাইন সার্ভে ও Feasibility study করা হতো তবে প্রকল্পটি বাস্তবায়ন আরো সহজতর হতো। প্রকল্পটি বাস্তবায়ন বাংলাদেশের সামুদ্রিক মৎস্য সেক্টরের জন্য একটি মাইলফলক; এর দোষ, ত্রুটি ও বাস্তবায়নে সৃষ্ট জটিলতা এ সেক্টরের জন্য একটি শিক্ষণীয় অভিজ্ঞতা; সামুদ্রিক মৎস্য জরিপে প্রকল্পের ভুমিকা ও সফলতা দেশের জন্য ও মৎস্য অধিদপ্তরের জন্য একটি মাইলফলক হয়ে থাকবে বলে আশা করা যায়। সংশ্লিষ্ট সকল প্রতিষ্ঠানকে সংযুক্ত রেখে এ ধরণের প্রকল্প বাস্তবায়ন ও প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা গেলে সামুদ্রিক মৎস্য ব্যবস্থাপনা ও পরিচালনার জন্য বাংলাদেশের সক্ষমতা বৃদ্ধি পাবে।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়
বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ
পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সেক্টর-৪ শের-ই-বাংলা নগর, ঢাকা-**১২০৭**
'বাংলাদেশ মেরিন ফিশারিজ ক্যাপাসিটি বিল্ডিং (৩য় সংশোধিত)'
প্রকল্পের প্রভাব মূল্যায়ন সমীক্ষা

কোড | | | | | |

ল্যান্ড স্টেশনের নাম: ……, উপজেলা: ……, জেলা:……..

উপকারভোগী উপকূলীয় জেলে (যান্ত্রিক/অযান্ত্রিক)

১.০. উত্তরদাতার সাধারণ তথ্যাদি

১.১ তথ্য প্রদানকারীর নামঃ ……

১.২ ক) তথ্য প্রদানকারীর ধরণ [কোড: ১=মালিক, ২=মাঝি, ৩=জেলে. ৪=শ্রমিক]

খ) শিক্ষাগত যোগ্যতা: [কোড: ১=অক্ষর জ্ঞান নেই, ২=পঞ্চম শ্রেণির কম, ৩=পঞ্চম শ্রেণি, ৪=অষ্টম শ্রেণি, ৫=এসএসসি, ৬=এইচএসসি, ৭=স্নাতক, ৮=স্নাতকোত্তর, ৮=মাদ্রাসা শিক্ষা, ৯=অন্যান্য----------(উল্লেখ করুন)]

গ) বয়স: ……বছর।

ঘ) কোন সাল থেকে বোটে মাছ ধরায় নিয়োজিত আছেন ……

ঙ) পুর্বে কোথায় কাজ করতেন?……

১.৩ মোবাইল নং----------আইডি নং……

১.৪ ক) বোটের নাম:……রেজিষ্ট্রেশন নং……বছর……

খ) কোন কোন লেন্ডিং সেন্টার/ঘাটে মাছ নামানো হয়:……

গ) মাছ না ধারার সময় কোথায় নোঙ্গার করা হয়:……

ঘ) এ মালিক বা কোম্পনির নিয়ন্ত্রনে কয়টি বোট রয়েছে?……..টি,

ঙ) বোটের নামসমূহ: ……

১.৫ ক) বোটের স্পেসিফিকেশন

দৈর্ঘ্য:……মিটার, প্রস্থ:……, বোটের ধরন/প্রকার ……

খ) ধৃত মাছের স্টোর ধারন ক্ষমতা: ……

গ) মেশিনের ক্ষমতা:……মেশিন সংখ্যা:……..

১.৬ ক) চাকুরীর ধরনঃ (√) চিহ্ন ব্যবহার করুন: স্থায়ী/ অস্থায়ী , খ) বেতনভুক্ত/ক্যাচ শেয়ার/উভয়

গ) শেয়ার হলে ধৃত মাছের বা টাকার কত অংশ (%)

……

২ মাছ ধরারর সরঞ্জাম ও মাছ আহরণ

২.১ ক. মাছ ধরার কাজে কি কি জাল ব্যবহৃত হয়?:

……..

খ. ধৃত মাছ কিভাবে সংরক্ষণ করা হয়ে থাকে?:

২.২ কোন কোন স্তরের মাছ কতটা ধরেন (%) ?

(ক) উপরিস্তর……মিটার গভীরতায়, ……..%

(খ) মধ্যস্তর ……মিটার গভীরতায়, ……..%

(গ) তলদেশ……মিটার গভীরতায়, ……..%

(ঘ) বরশী……%

(ঙ) অন্যান্য (যদি থাকে) ……..%

২.৩ ক) প্রধানত কী কী প্রজাতির মাছ বেশি আহরিত হয়? (প্রচলিত বা স্থানীয় নাম % হিসাবে)

(১) নাম: ……; পরিমাণ: ……(বোট প্রতি)

(২) নাম: ……; পরিমাণ: ……(বোট প্রতি)

(৩) নাম: ……; পরিমাণ: ……(বোট প্রতি)

(৪) নাম: ……; পরিমাণ: ……(বোট প্রতি)

(৫) নাম: ……; পরিমাণ: ……(বোট প্রতি)

খ) বিগত ১০ বছরে আপনার বোটে মাছ ধরায় কি কি পরিবর্তণ হয়েছে বলে মনে করেন?

[কোড: ১= নতুন প্রজাতির মাছ ধরা পরছে, ২=মাছের ধরার পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছে, ৩=মাছ ধরার পরিমাণ হ্রাস পেয়েছে, ৪=অপরিবর্তীত রয়েছে]

গ) কি কি নতুন প্রজাতির মাছ ধরা পরছে ……..

ঘ) মাছের ধরার পরিমাণ কতটুকু বৃদ্ধি পেয়েছে ……

ঙ) কি কি পদ্ধতি অনুসরণ করে সামুদ্রিক মাছ বৃদ্ধি করা যায় বলে মনে করেন?

(১) ……., (২) ……, (৩) ……..

২.৪ মাছ আহরন সংক্রান্ত

ক) বর্তমানে প্রতি ট্রিপে কত টন/মন মাছ ধরা পরে? ……

খ) ১০ বছর আগে প্রতি ট্রিপে কত টন/মন মাছ ধরা পরত? ……

গ) পার্থক্যর কারন কি বলে মনে করেন?……

ঘ) প্রতি ক্যাচে মাছের পরিমান কি বৃদ্ধি পেয়েছে? [কোড: ১= হ্যাঁ, ২= না, ৩= জানি না]

ঙ) উত্তর হ্যাঁ হলে, কি কারণে বৃদ্ধি পেয়েছে বলে মনে করেন?

(১) ……, (২) ……., (৩) ……..

৩ **প্রকল্পের ধারণা, উদ্দেশ্য ও কার্যক্রম**

৩.১ মৎস্য অধিদপ্তর কতৃক বাস্তবায়িত "বাংলাদেশ মেরিন ফিশারিজ ক্যাপাসিটি বিল্ডিং" প্রকল্প সমন্ধে জানিন কি?

[কোড: ১= হ্যাঁ, ২= না]

৩.২ হ্যাঁ হলে, প্রকল্পের উদ্দেশ্য সর্ম্পকে ধারণা আছে কি? (প্রকল্পের সারপত্র-সরবাহকৃত ১০ টি উদ্দেশ্য, গল্প আকারে প্রশ্ন করতে হবে, সরাসরি প্রশ্ন করা যাবে না) [কোড: ১= হ্যাঁ, ২= না]

৩.২.১ উত্তর হ্যাঁ হলে, প্রকল্পে গৃহীত কার্যক্রম বিষয়ে কি কি জানেন?

……
……

৩.২.২ সামূদ্রিক মৎস্য সেক্টরের প্রয়োজনীয়তার সাথে প্রকল্পটির প্রাসঙ্গিকতা কেমন ছিলো বলে আপনার ধারনা।

……..

৩.২.৩ প্রকল্পের কার্য়ক্রম সামুদ্রিক মৎস্য সেক্টরের উন্নয়নে কতটা কাজে আসছে বলে মনে করেন।

……

৪ **সার্বিলেন্স চেক ও চেক পোষ্ট সমন্ধে ধারনা।**

৪.১ সার্বিলেন্স চেক পোষ্ট বা মৎস্য অধিদপ্তরে কি কোন তথ্যাদি প্রদান করতে হয়? [কোড: ১= হ্যাঁ, ২= না]

<u>যদি হ্যাঁ হয়, তবে নিমোক্ত তথ্যগুলো প্রদান করুন</u>

(ক) কি কি তথ্য দিতে হয়? ……

(খ) তথ্যসমূহ কি কোন ছকে রাখা হয়? [কোড: ১= হ্যাঁ, ২= না]

(গ) তথ্যসমূহ কোথায় লিপিবদ্ধ রাখা হয়? [কোড: ১=খাতা, ২=কম্পিউটার]

(ঘ) মৎস্য্ অধিদপ্তরের ওয়েভ সাইটে কি এ তথ্যাদি সংরক্ষিত হয়? [কোড: ১= হ্যাঁ, ২= না]

(ঙ) এতে কি কি সুবিধা? ……

(চ) অসুবিধা সমূহ কি কি? ……

৪.২ মাছ ধরার জন্য কি কোন পারমিট নিতে হয়? [কোড: ১= হ্যাঁ, ২= না]

<u>যদি হ্যাঁ হয়, তবে নিমোক্ত তথ্যগুলো প্রদান করুন</u>

ক) কে পারমিট দেন? ……

খ) কয়দিনের জন্য ফিসিং পারমিট দেয়া হয়? [কোড: ১= ১দিন, ২=২-৩ দিন, ৩= ৩-৫ দিন, ৪= ১ সপ্তাহ, ৫= ৭-১০ দিন, ৬= ২ সপ্তাহ, ৭= > ২ সপ্তাহ]

গ) মাছ ধরে ফিরে আসার পর কি কোন তথ্য দিতে হয়? [কোড: ১= হ্যাঁ, ২= না]

৫. দক্ষতা বৃদ্ধি

৫.১ প্রকল্পের আওতায় কি ধরণের সচেতনতামূলক কার্যক্রম হাতে নেওয়া হয়েছিল

[কোড: ১=পরিবেশ রক্ষা, ২=পরিবেশে মৎস্য সংরক্ষণ বা রক্ষা, ৩= জীবন নিরাপত্তা, ৪= দূর্যোগ ব্যবস্থাপনা, ৫= ধৃত মাছ সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা, ৬= মৎস্য রক্ষা ও পরিবেশ সংক্রান্ত আইন, ৭= নারীর ক্ষমতায়ন, ৮= স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা, ৯=শিক্ষা, ১০=আইন বর্হিভুত, অঘোষিত ও অনিয়ন্ত্রিত (IUU) মৎস্য আহরন, ১১=অন্যান্য .....(উল্লেখ করুন)]

৫.২ ক) আপনাদের দক্ষতা বৃদ্ধিতে কি কোন প্রশিক্ষণ কার্যক্রম গ্রহন করা হয়েছিলো? [কোড: ১= হ্যাঁ, ২= না]

খ) কোন কোন বিষয়ে দক্ষতা বৃদ্ধি হয়েছে বলে মনে করেন?

.....

গ) প্রকল্প থেকে কি কি প্রশিক্ষনের ব্যবস্থা করা হয়েছিলো?

.....

ঘ) বর্তমানে জেলেদের কি ধরণের প্রশিক্ষণের প্রয়োজন আছে বলে মনে করেন উল্লেখ করুন:

.....

৬ জরীপ কার্যক্রম

৬.১ উপকূলীয় ও সামূদ্রিক মৎস্য সম্পদের পরিসংখ্যান কি অধিদপ্তরের ওয়েব সাইটে রয়েছে?

[কোড: ১= হ্যাঁ, ২= না]

আপনি কিভাবে তা ব্যবহার করছেন?

.....

৭ সামূদ্রিক মৎস্য আইন বিষয়ক

ক) কি কি আইন প্রচলিত রয়েছে?

.....

খ) এর বাস্তবায়ন কতটা সফল বলে মনে করেন?

.....

গ) আইনের কি কোন পরিবর্তণ করা প্রয়োজন?

.....

ঘ) কেন বা নয় কেন?

.....

৮ প্রকল্পের সবল ও দুর্বল দিকসমূহ (সকল উত্তরদাতাদের জন্য)

৮.১ প্রকল্পের তিনটি ভালো/ সবল দিক সম্পর্কে আপনার মতামত দিন:

১।

২।

৩।

৮.২ প্রকল্পের তিনটি দুর্বল দিক সম্পর্কে আপনার মতামত দিন:

১।

২।

৩।

৮.৩ প্রকল্পটি বাস্তবায়ন ফলে কি ধরনের সুযোগ-সুবিধা সৃষ্টি হয়েছে

তথ্য সংগ্রহকারীর নাম ও স্বাক্ষরঃ----------, মোবাইলঃ---------- তারিখঃ----------

সুপারভাইজারের নাম ও স্বাক্ষরঃ----------, মোবাইলঃ---------- তারিখঃ----------

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়
বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ
পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সেক্টর-৪ শের-ই-বাংলা নগর, ঢাকা-**১২০৭**
'বাংলাদেশ মেরিন ফিশারিজ ক্যাপাসিটি বিল্ডিং (৩য় সংশোধিত)'
প্রকল্পের প্রভাব মূল্যায়ন সমীক্ষা

কোড | | | | | |

ল্যান্ড স্টেশনের নাম: ……, উপজেলা: ……, জেলা:……..

গভীর সমুদ্রের ফিশার ট্রলার ব্যবহারকারী উপকারভোগী উত্তরদাতাদের জন্য প্রশ্নাবলী

১.০. উত্তরদাতার সাধারণ তথ্যাদি

১.১ তথ্য প্রদানকারীর নামঃ ……

১.২ ক) তথ্য প্রদানকারীর ধরণ [কোড: ১= মালিক, ২=ম্যনেজার, ৩=ক্যাপ্টেন, ৪=মার্কেটিং, ৫=স্কিপার, ৬=নেট অপারেটর, ৭=শ্রমিক, ৮=অন্যান্য……..(উল্লেখ করুন)

খ) শিক্ষাগত যোগ্যতা: [কোড: ১=অক্ষর জ্ঞান নেই, ২=পঞ্চম শ্রেণির কম, ৩=পঞ্চম শ্রেণি, ৪=অষ্টম শ্রেণি, ৫=এসএসসি, ৬=এইচএসসি, ৭=স্নাতক, ৮=স্নাতকোত্তর, ৮=মাদ্রাসা শিক্ষা, ৯=অন্যান্য----------(উল্লেখ করুন)]

গ) বয়স: ……বছর।

ঘ) কোন সাল থেকে বোটে মাছ ধরায় নিয়োজিত আছেন ……

ঙ) পুর্বে কোথায় কাজ করতেন?……

১.৩ মোবাইল নং----------আইডি নং……

১.৪ ক) ট্রলারের নাম:……রেজিষ্ট্রেশন নং……বছর……

খ) কোন কোন লেন্ডিং সেন্টার/ঘাটে মাছ নামানো হয়:……

গ) মাছ না ধারার সময় কোথায় নোঙ্গর করা হয়:……

ঘ) এ মালিক বা কোম্পনির নিয়ন্ত্রনে কয়টি ট্রলার রয়েছে?……..টি,

ঙ) ট্রলারের নামসমূহ: ……

১.৫ ক) ট্রলারের স্পেসিফিকেশন

দৈর্ঘ্য:……মিটার, প্রস্থ:……, ট্রলারের ধরন/প্রকার ……

খ) ধৃত মাছের স্টোর ধারন ক্ষমতা: ……

গ) মেশিনের ক্ষমতা:……মেশিন সংখ্যা:……..

১.৬ ক) চাকুরীর ধরনঃ (√) চিহ্ন ব্যবহার করুন: স্থায়ী/ অস্থায়ী , খ) বেতনভুক্ত/ক্যাচ শেয়ার/উভয়

গ) শেয়ার হলে ধৃত মাছের বা টাকার কত অংশ (%)

……

২ মাছ ধরারর সরঞ্জাম ও মাছ আহরণ

২.১ ক. মাছ ধরার কাজে কি কি জাল ব্যবহৃত হয়?:

……..

খ. মাছ কিভাবে সংরক্ষণ করা হয়ে থাকে?:

২.২ কোন কোন স্তরের মাছ কতটা ধরেন (%) ?

(ক) উপরিস্তর……মিটার গভীরতায়, ……..%

(খ) মধ্যস্তর ……মিটার গভীরতায়, ……..%

(গ) তলদেশ……মিটার গভীরতায়, ……..%

(ঘ) বরশী……%

(ঙ) অন্যান্য (যদি থাকে) ……..%

২.৩ ক) প্রধানত কী কী প্রজাতির মাছ বেশি আহরিত হয়? (প্রচলিত বা স্থানীয় নাম % হিসাবে)

(১) নাম: ……; পরিমাণ: ……(বোট প্রতি)

(২) নাম: ……; পরিমাণ: ……(বোট প্রতি)

(৩) নাম: ……; পরিমাণ: ……(বোট প্রতি)

(৪) নাম: ……; পরিমাণ: ……(বোট প্রতি)

(৫) নাম: ……; পরিমাণ: ……(বোট প্রতি)

খ) বিগত ১০ বছরে আপনার বোটে মাছ ধরায় কি কি পরিবর্তণ হয়েছে বলে মনে করেন?

[কোড: ১= নতুন প্রজাতির মাছ ধরা পরছে, ২=মাছের ধরার পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছে, ৩=মাছ ধরার পরিমাণ হ্রাস পেয়েছে, ৪=অপরিবর্তীত রয়েছে]

গ) কি কি নতুন প্রজাতির মাছ ধরা পরছে ……..

ঘ) মাছের ধরার পরিমাণ কতটুকু বৃদ্ধি পেয়েছে ……

ঙ) কি কি পদ্ধতি অনুসরণ করে সামুদ্রিক মাছ বৃদ্ধি করা যায় বলে মনে করেন?

(১) ……., (২) ……, (৩) ……..

২.৪ মাছ আহরন সংক্রান্ত

ক) বর্তমানে প্রতি ট্রিপে কত টন/মন মাছ ধরা পরে? ……

খ) ১০ বছর আগে প্রতি ট্রিপে কত টন/মন মাছ ধরা পরত? ……

গ) পার্থক্যর কারন কি বলে মনে করেন?……

ঘ) প্রতি ক্যাচে মাছের পরিমান কি বৃদ্ধি পেয়েছে? [কোড: ১= হ্যাঁ, ২= না, ৩= জানি না]

ঙ) উত্তর হ্যাঁ হলে, কি কারণে বৃদ্ধি পেয়েছে বলে মনে করেন?

(১) ……, (২) ……., (৩) ……..

৩ **প্রকল্পের ধারণা, উদ্দেশ্য ও কার্যক্রম**

৩.১ মৎস্য অধিদপ্তর কতৃক বাস্তবায়িত "বাংলাদেশ মেরিন ফিশারিজ ক্যাপাসিটি বিল্ডিং" প্রকল্প সমন্ধে জানিন কি?

[কোড: ১= হ্যাঁ, ২= না]

৩.২ হ্যাঁ হলে, প্রকল্পের উদ্দেশ্য সর্ম্পকে ধারণা আছে কি? (প্রকল্পের সারপত্র-সরবাহকৃত ১০ টি উদ্দেশ্য, গল্প আকারে প্রশ্ন করতে হবে, সরাসরি প্রশ্ন করা যাবে না) [কোড: ১= হ্যাঁ, ২= না]

৩.২.১ উত্তর হ্যাঁ হলে, প্রকল্পে গৃহীত কার্যক্রম বিষয়ে কি কি জানেন?

……
……

৩.২.২ সামূদ্রিক মৎস্য সেক্টরের প্রয়োজনীয়তার সাথে প্রকল্পটির প্রাসঙ্গিকতা কেমন ছিলো বলে আপনার ধারনা।

……..

৩.২.৩ প্রকল্পের কার্য়ক্রম সামুদ্রিক মৎস্য সেক্টরের উন্নয়নে কতটা কাজে আসছে বলে মনে করেন।

……

৪ **সার্বিলেন্স চেক ও চেক পোষ্ট সমন্ধে ধারনা।**

৪.১ সার্বিলেন্স চেক পোষ্ট বা মৎস্য অধিদপ্তরে কি কোন তথ্যাদি প্রদান করতে হয়? [কোড: ১= হ্যাঁ, ২= না]

<u>যদি হ্যাঁ হয়, তবে নিমোক্ত তথ্যগুলো প্রদান করুন</u>

(ক) কি কি তথ্য দিতে হয়? ……

(খ) তথ্যসমূহ কি কোন ছকে রাখা হয়? [কোড: ১= হ্যাঁ, ২= না]

(গ) তথ্যসমূহ কোথায় লিপিবদ্ধ রাখা হয়? [কোড: ১=খাতা, ২=কম্পিউটার]

(ঘ) মৎস্য্ অধিদপ্তরের ওয়েব সাইটে কি এ তথ্যাদি সংরক্ষিত হয়? [কোড: ১= হ্যাঁ, ২= না]

(ঙ) এতে কি কি সুবিধা? ……

(চ) অসুবিধা সমূহ কি কি? ……

৪.২ মাছ ধরার জন্য কি কোন পারমিট নিতে হয়? [কোড: ১= হ্যাঁ, ২= না]

<u>যদি হ্যাঁ হয়, তবে নিমোক্ত তথ্যগুলো প্রদান করুন</u>

ক) কে পারমিট দেন? ……

খ) কয়দিনের জন্য ফিসিং পারমিট দেয়া হয়? [কোড: ১= ১দিন, ২=২-৩ দিন, ৩= ৩-৫ দিন, ৪= ১ সপ্তাহ, ৫= ৭-১০ দিন, ৬= ২ সপ্তাহ, ৭= > ২ সপ্তাহ]

গ) মাছ ধরে ফিরে আসার পর কি কোন তথ্য দিতে হয়? [কোড: ১= হ্যাঁ, ২= না]

৫. দক্ষতা বৃদ্ধি

৫.১ প্রকল্পের আওতায় কি ধরণের সচেতনতামূলক কার্যক্রম হাতে নেওয়া হয়েছিল

[কোড: ১=পরিবেশ রক্ষা, ২=পরিবেশে মৎস্য সংরক্ষণ বা রক্ষা, ৩= জীবন নিরাপত্তা, ৪= দূর্যোগ ব্যবস্থাপনা, ৫= ধৃত মাছ সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা, ৬= মৎস্য রক্ষা ও পরিবেশ সংক্রান্ত আইন, ৭= নারীর ক্ষমতায়ন, ৮= স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা, ৯=শিক্ষা, ১০=আইন বর্হিভুত, অঘোষিত ও অনিয়ন্ত্রিত (IUU) মৎস্য আহরন, ১১=অন্যান্য .....(উল্লেখ করুন)]

৫.২ ক) আপনাদের দক্ষতা বৃদ্ধিতে কি কোন প্রশিক্ষণ কার্যক্রম গ্রহন করা হয়েছিলো? [কোড: ১= হ্যাঁ, ২= না]

খ) কোন কোন বিষয়ে দক্ষতা বৃদ্ধি হয়েছে বলে মনে করেন?

.....

গ) প্রকল্প থেকে কি কি প্রশিক্ষনের ব্যবস্থা করা হয়েছিলো?

.....

ঘ) বর্তমানে জেলেদের কি ধরণের প্রশিক্ষণের প্রয়োজন আছে বলে মনে করেন উল্লেখ করুন:

.....

৬ জরীপ কার্যক্রম

৬.১ উপকূলীয় ও সামূদ্রিক মৎস্য সম্পদের পরিসংখ্যান কি অধিদপ্তরের ওয়েব সাইটে রয়েছে?

[কোড: ১= হ্যাঁ, ২= না]

আপনি কিভাবে তা ব্যবহার করছেন?

.....

৭ সামূদ্রিক মৎস্য আইন বিষয়ক

ক) কি কি আইন প্রচলিত রয়েছে?

.....

খ) এর বাস্তবায়ন কতটা সফল বলে মনে করেন?

.....

গ) আইনের কি কোন পরিবর্তণ করা প্রয়োজন?

.....

ঘ) কেন বা নয় কেন?

.....

৮ প্রকল্পের সবল ও দুর্বল দিকসমূহ (সকল উত্তরদাতাদের জন্য)

৮.১ প্রকল্পের তিনটি ভালো/ সবল দিক সম্পর্কে আপনার মতামত দিন:

১।

২।

৩।

৮.২ প্রকল্পের তিনটি দুর্বল দিক সম্পর্কে আপনার মতামত দিন:

১।

২।

৩।

৮.৩ প্রকল্পটি বাস্তবায়ন ফলে কি ধরনের সুযোগ-সুবিধা সৃষ্টি হয়েছে

তথ্য সংগ্রহকারীর নাম ও স্বাক্ষরঃ----------, মোবাইলঃ---------- তারিখঃ----------

সুপারভাইজারের নাম ও স্বাক্ষরঃ----------, মোবাইলঃ---------- তারিখঃ----------

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়
বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ
পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সেক্টর-৪ শের-ই-বাংলা নগর, ঢাকা-**১২০৭**
'বাংলাদেশ মেরিন ফিশারিজ ক্যাপাসিটি বিল্ডিং (৩য় সংশোধিত)'
প্রকল্পের প্রভাব মূল্যায়ন সমীক্ষা

কোড | | | | | |

ল্যান্ড স্টেশনের নাম: ……, উপজেলা: ……, জেলা:……..

উপকারভোগী সামুদ্রিক মৎস্য আড়তদার/ব্যবসায়ীদের জন্য প্রশ্নাবলী

১.০. উত্তরদাতার সাধারণ তথ্যাদি

১.১ তথ্য প্রদানকারীর নামঃ ……

১.২ ক) তথ্য প্রদানকারীর ধরণ [কোড: ১=মালিক, ২=ম্যানেজার, ৩=অংশীদার. ৪=অন্যান্য……] [ ]

খ) কোন সাল থেকে এ পেশায় নিয়োজিত আছেন ……

গ) শিক্ষাগত যোগ্যতা: [কোড: ১=অক্ষর জ্ঞান নেই, ২=পঞ্চম শ্রেণির কম, ৩=পঞ্চম শ্রেণি, ৪=অষ্টম শ্রেণি, ৫=এসএসসি, ৬=এইচএসসি, ৭=স্নাতক, ৮=স্নাতকোত্তর, ৮=মাদ্রাসা শিক্ষা, ৯=অন্যান্য----------(উল্লেখ করুন)] [ ]

ঘ) বয়স: ……বছর।

১.৩ মোবাইল নং----------আইডি নং……

১.৪ ক) আড়ত বা ব্যবসা পতিষ্ঠানের নাম (যদি থাকে):……

খ) মাসে কত টন মাছের ব্যবসা করেন:……

১.৫ ক) কত বছর যাবত এ সেন্টার চালু রয়েছে

১.৬ ক) চাকুরীর ধরনঃ (√) চিহ্ন ব্যবহার করুন: স্থায়ী/ অস্থায়ী , খ) বেতনভুক্ত/ক্যাচ শেয়ার/উভয়

গ) শেয়ার হলে ধৃত মাছের বা টাকার কত অংশ (%)
……

২ মাছ অবতরন ও বিক্রি সংক্রান্ত তথ্যাদি

২.১ ক. প্রতি দিন কত টন/মন মাছ ল্যান্ডিং হয়?

সর্ব্বোচ্চ……টন/মন, সর্বনিম্ন……..টন/মন

খ. ধৃত মাছ কিভাবে সংরক্ষণ করা হয়ে থাকে?:

২.৩ ক) প্রধানত কী কী প্রজাতির মাছ বেশি অবতরণ করে? (প্রচলিত বা স্থানীয় নাম % হিসাবে)

(১) নাম: ……; পরিমাণ: ……(বোট প্রতি)

(২) নাম: ……; পরিমাণ: ……(বোট প্রতি)

(৩) নাম: ……; পরিমাণ: ……(বোট প্রতি)

(৪) নাম: .....; পরিমাণ: .....(বোট প্রতি)

(৫) নাম: .....; পরিমাণ: .....(বোট প্রতি)

খ) বিগত ১০ বছরে আপনার বোটে মাছ ধরায় কি কি পরিবর্তণ হয়েছে বলে মনে করেন?

[কোড: ১= নতুন প্রজাতির মাছ ধরা পরছে, ২=মাছের ধরার পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছে, ৩=মাছ ধরার পরিমাণ হ্রাস পেয়েছে, ৪=অপরিবর্তীত রয়েছে]

গ) কি কি নতুন প্রজাতির মাছ ধরা পরছে .....

ঘ) মাছের ধরার পরিমাণ কতটুকু বৃদ্ধি পেয়েছে .....

ঙ) কি কি পদ্ধতি অনুসরণ করে সামুদ্রিক মাছ বৃদ্ধি করা যায় বলে মনে করেন?

(১) ....., (২) ....., (৩) .....

৩ **প্রকল্পের ধারণা, উদ্দেশ্য ও কার্যক্রম**

৩.১ মৎস্য অধিদপ্তর কতৃক বাস্তবায়িত "বাংলাদেশ মেরিন ফিশারিজ ক্যাপাসিটি বিল্ডিং" প্রকল্প সমন্ধে জানিন কি?

[কোড: ১= হ্যাঁ, ২= না]

৩.২ হ্যাঁ হলে, প্রকল্পের উদ্দেশ্য সর্ম্পকে ধারণা আছে কি? (প্রকল্পের সারপত্র-সরবাহকৃত ১০ টি উদ্দেশ্য, গল্প আকারে প্রশ্ন করতে হবে, সরাসরি প্রশ্ন করা যাবে না) [কোড: ১= হ্যাঁ, ২= না]

৩.২.১ উত্তর হ্যাঁ হলে, প্রকল্পে গৃহীত কার্যক্রম বিষয়ে কি কি জানেন?

.....
.....

৩.২.২ সামূদ্রিক মৎস্য সেক্টরের প্রয়োজনীয়তার সাথে প্রকল্পটির প্রাসঙ্গিকতা কেমন ছিলো বলে আপনার ধারনা।

.....

৩.২.৩ প্রকল্পের কার্য়ক্রম সামুদ্রিক মৎস্য সেক্টরের উন্নয়নে কতটা কাজে আসছে বলে মনে করেন।

.....

৪ **ব্যবসার কেন্দ্র ও ব্যবসার লাইসেন্স সংক্রন্ত**

৪.১ ক) কোন কোন প্রতিষ্ঠান ব্যবসার কেন্দ্র ও ব্যবসার লাইসেন্স দিয়ে থাকে?

.....

খ) মৎস্য অধিদপ্তর থেকে কি জাতীয় লাইসেন্স বা অনুমতিপত্র নিতে হয়? [কোড: ১= হ্যাঁ, ২= না]

৫. দক্ষতা বৃদ্ধি

৫.১ প্রকল্পের আওতায় কি ধরণের সচেতনতামূলক কার্যক্রম হাতে নেওয়া হয়েছিল

[কোড: ১=পরিবেশ রক্ষা, ২=পরিবেশে মৎস্য সংরক্ষণ বা রক্ষা, ৩= জীবন নিরাপত্তা, ৪= দূর্যোগ ব্যবস্থাপনা, ৫= ধৃত মাছ সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা, ৬= মৎস্য রক্ষা ও পরিবেশ সংক্রান্ত আইন, ৭= নারীর ক্ষমতায়ন, ৮= স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা, ৯=শিক্ষা, ১০=আইন বর্হিভুত, অঘোষিত ও অনিয়ন্ত্রিত (IUU) মৎস্য আহরন, ১১=অন্যান্য .....(উল্লেখ করুন)]

৫.২ ক) আপনাদের দক্ষতা বৃদ্ধিতে কি কোন প্রশিক্ষণ কার্যক্রম গ্রহন করা হয়েছিলো? [কোড: ১= হ্যাঁ, ২= না]

খ) কোন কোন বিষয়ে দক্ষতা বৃদ্ধি হয়েছে বলে মনে করেন?

……

গ) প্রকল্প থেকে কি কি প্রশিক্ষনের ব্যবস্থা করা হয়েছিলো?

……..

ঘ) বর্তমানে কি ধরণের প্রশিক্ষণের প্রয়োজন আছে বলে মনে করেন উল্লেখ করুন:

……

৬ ক) কি কি আইন প্রচলিত রয়েছে?

……

খ) এর বাস্তবায়ন কতটা সফল বলে মনে করেন?

……

গ) আইনের কি কোন পরিবর্তণ করা প্রয়োজন?

……

ঘ) কেন বা নয় কেন?

……

৭ প্রকল্পের সবল ও দুর্বল দিকসমূহ (সকল উত্তরদাতাদের জন্য)

৭.১ প্রকল্পের তিনটি ভালো/ সবল দিক সম্পর্কে আপনার মতামত দিন:

১।

২।

৩।

৭.২ প্রকল্পের তিনটি দুর্বল দিক সম্পর্কে আপনার মতামত দিন:

১।

২।

৩।

৭.৩ প্রকল্পটি বাস্তবায়ন ফলে কি ধরনের সুযোগ-সুবিধা সৃষ্টি হয়েছে

তথ্য সংগ্রহকারীর নাম ও স্বাক্ষরঃ----------, মোবাইলঃ---------- তারিখঃ----------

সুপারভাইজারের নাম ও স্বাক্ষরঃ----------, মোবাইলঃ---------- তারিখঃ----------

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়
বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ
পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সেক্টর-৪ শের-ই-বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭

'বাংলাদেশ মেরিন ফিশারিজ ক্যাপাসিটি বিল্ডিং (৩য় সংশোধিত)'

প্রকল্পের প্রভাব মূল্যায়ন সমীক্ষা

==========

উত্তরদাতার ক্রমিক					

উপকারভোগী মৎস্য অধিদপ্তরের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের জন্য জরিপ প্রশ্নাবলী

১.০. সাধারণ তথ্যাদি

১.১ কর্মকর্তা/কর্মচারী নামঃ

১.২ পদবীঃ বর্তমান……..
প্রকল্প বাস্তবায়নকালে……

১.৩ ক) দপ্তরের নামঃ খ) অবস্থানঃ
গ) উপজেলাঃ ঘ) জেলাঃ

১.৪ ক) চাকুরীর ধরনঃ স্থায়ী/ অস্থায়ী
খ) অধিদপ্তরে চাকুরীর মেয়াদ (বছর)……
গ) বর্তমান কর্মস্থলে চাকুরীর মেয়াদ (বছর)……..
ঘ) প্রকল্পভুক্ত এলাকায় চাকুরীর মেয়াদ (বছর)……
ঙ) নিয়ন্ত্রনাধীন কর্মকর্তা ও কর্মচারির সংখ্যা……জন ।

১.৫ অধিদপ্তরের পরিচিতি (যদি থাকে) নংঃ……

১.৬ মোবাইল নং----------ই মেইল:……

২.০ উপকূলীয় ও সামুদ্রিক জেলে, নৌ-যান, মাছ ধরার সরঞ্জাম, মাছ আহরণ ও বাজারজাত করণ (নিয়ন্ত্রনাধীন/অধিকারভুক্ত এলাকায়)

২.১ ক. বর্তমান জেলের সংখ্যা……জন, পুরুষ……জন; মহিলা……জন
খ. প্রকল্প শুরুর সময় জেলের সংখ্যা……জন, পুরুষ……জন; মহিলা……জন
(অথবা পূর্ববর্তি প্রকল্প শুরুর কাছাকাছি বছর)

২.২ (ক) যান্ত্রিক নৌ-যান……টি. (খ)অযান্ত্রিক নৌ-যান……টি, (গ) মোট……টি
(ক) নিবন্ধিত……টি, (খ) নিবন্ধনবিহীন……টি

২.৩ বর্তমান মাছ ধরার সরঞ্জাম (যতটুকু তথ্য পওয়া যায়)
(ক) বেড়জাল ……মিটার, ফাঁস (মেস) আকার……সেমি:
(খ) পাতা/ভাসান জাল…… মিটার, ফাঁসরে (মেস) আকার……সেমি:
(গ) বেহুন্দি জাল …… মিটার, ফাঁসরে (মেস) আকার……সেমি: মুখে, …… সেমি: লেজে
(ঘ) পাতা বড়সী …… মিটার

২.৪ প্রকল্প শুরুর সময় নৌ-যানের প্রকার ও সংখ্যা (২০০৭ বা নিকটবর্তি সময়ে)।
(ক) যান্ত্রিক নৌ-যান……টি. (খ) অযান্ত্রিক নৌ-যান……টি (গ) মোট……টি

(ক) নিবন্ধিত.....টি , (খ) নিবন্ধনবিহিন.....টি

২.৫ প্রকল্প শুরুর সময় (২০০৭ বা নিকটবর্তি সময়) মাছ ধরার সরঞ্জাম যা ছিলো (যতটুকু তথ্য পওয়া যায়) ।

(ক) বেড়জাল .....মিটার, ফাঁস (মেস) আকার.....সেমি:

(খ) পাতা/ভাসান জাল..... মিটার, ফাঁসরে (মেস) আকার.....সেমি:

(গ) বেহুন্দি জাল ..... মিটার, ফাঁসরে (মেস) আকার.....সেমি: মুখে, ... সেমি: লেজে

(ঘ) পাতা বড়সী ..... মিটার

(ঙ) অন্যান্য (যদি থাকে) .....

২.৬ জেলেরা কোন কোন স্তরের মাছ কতটা ধরেন (%)?

(ক) উপরিস্তর.....মিটার গভীরতায়, ...%

(খ) মধ্যস্তর .....মিটার গভীরতায়, ...%

(গ) তলদেশ.....মিটার গভীরতায়, ...%

(ঘ) বরশী.....%

(ঙ) অন্যান্য (যদি থাকে) .....%

২.৭ ক) প্রধানত কী কী প্রজাতির মাছ বেশি আহরিত হয়? (প্রচলিত বা স্থানীয় নাম % হিসাবে)

(১) নাম: .....; পরিমাণ: .....(বোট প্রতি)

(২) নাম: .....; পরিমাণ: .....(বোট প্রতি)

(৩) নাম: .....; পরিমাণ: .....(বোট প্রতি)

(৪) নাম: .....; পরিমাণ: .....(বোট প্রতি)

(৫) নাম: .....; পরিমাণ: .....(বোট প্রতি)

খ) বিগত ১০ বছরে আপনার বোটে মাছ ধরায় কি কি পরিবর্তণ হয়েছে বলে মনে করেন?

[কোড: ১= নতুন প্রজাতির মাছ ধরা পরছে, ২=মাছের ধরার পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছে, ৩=মাছ ধরার পরিমাণ হ্রাস পেয়েছে, ৪=অপরিবর্তীত রয়েছে]

গ) কি কি নতুন প্রজাতির মাছ ধরা পরছে .....

ঘ) মাছের ধরার পরিমাণ কতটুকু বৃদ্ধি পেয়েছে .....

ঙ) কি কি পদ্ধতি অনুসরণ করে সামুদ্রিক মাছ বৃদ্ধি করা যায় বলে মনে করেন?

(১) ....., (২) ....., (৩) .....

৩ **প্রকল্পের ধারণা, উদ্দেশ্য ও কার্যক্রম**

৩.১ আরডিপিপি অনুসারে প্রকল্পের উদ্দেশ্য সর্ম্পকে ধারণা । (প্রকল্পের সারপত্র-সরবাহকৃত ১০ টি উদ্দেশ্য)

৩.২ **উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের প্রকল্পে গৃহীত কার্যক্রম বিষয়ে কি কি জানেন?**

৩.৩ সেক্টরের প্রয়োজনীয়তার সাথে প্রকল্পটির প্রাসঙ্গিকতা কেমন ছিলো বলে আপনার ধারনা।

৩.৪ ক. নিয়ন্ত্রানাধিন/অধিকারভুক্ত এলাকায় প্রকল্পের অংগভিত্তিক মূল কার্যক্রমগুলো কি কি ছিলো?

খ. কম্পোনেন্ট অনুসারে প্রকল্পের যে সকল কাজ আপনার দফতর কতৃক সম্পাদন করার কথা তা কতটা সম্পদন হয়েছে বলে মনে করেন?

খ. অসম্পাদিত কাজ যদি তাকে তবে তা কি কি ?

গ. প্রকল্পের কার্য়ক্রম সামুদ্রিক মৎস্য সেক্টরের উন্নয়নে কতটা কাজে আসছে বলে মনে করেন।

৪ প্রকল্প থেকে আপনার দপ্তর কি কি সহায়তা পেয়েছে এবং তা এখন কিভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে?

ক)

খ)

গ)

৫. দক্ষতা বৃদ্ধি

৫.১ ক) কোন কোন ধরনের জেলেদের সক্ষমতা ও সচেতনতা বৃদ্ধিতে কাজ হয়েছে। [কোড: ১=উপকূলীয় আর্টিশনাল, ২=বানিজ্যিক গভীর সামূদ্রিক, ৩=যান্ত্রিক, ৪= ম্যানুয়াল বা অযান্ত্রিক]

খ) কি কি ধরনের সচেতনতা সৃষ্টি হয়েছে।
[কোড: ১=পরিবেশ রক্ষা, ২=পরিবেশে মৎস্য সংরক্ষণ বা রক্ষা, ৩= জীবন নিরাপত্তা, ৪= দূর্যোগ ব্যবস্থাপনা, ৫= ধৃত মাছ সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা, ৬= মৎস্য রক্ষা ও পরিবেশ সংক্রান্ত আইন, ৭= নারীর ক্ষমতায়ন, ৮= স্থাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা, ৯=শিক্ষা, ১০=আইন বর্হিভুত, অঘোষিত ও অনিয়ন্ত্রিত (IUU) মৎস্য আহরন, ১১=অন্যান্য .....(উল্লেখ করুন)]

৫.২ ক) আপনার দপ্তরের দক্ষতা বৃদ্ধিতে কি কার্যক্রম গ্রহন করা হয়েছিলো এবং কোন কোন বিষয়ে দক্ষতা বৃদ্ধি হয়েছে বলে মনে করেন?

.....

খ) উপকূলীয় ও সামূদ্রিক জেলেদের জন্য প্রকল্প থেকে কি কি প্রশিক্ষনের ব্যবস্থা করা হয়েছিলো?

.....

গ) বর্তমানে কি প্রশিক্ষণ চালু রয়েছে?

.....

ঘ) অন্য কোন প্রকল্প থেকে কি জেলেদের প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে।

.....

৬ জরীপ কার্যক্রম

৬.১ আপনার এলাকায় প্রকল্পের সহায়তায় উপকূলীয় ও সামূদ্রিক মৎস্য সম্পদের কি কি জরীপ সম্পাদিত হয়েছে এবং তা এখন কিভাবে ব্যবহৃত বা সংরক্ষিত হচ্ছে।

(ক) স্থল ভিত্তিক

(খ) সমূদ্র ভিত্তিক

৬.২ পরিসংখ্যান হালনাগাদ করনের কোন কার্যক্রম কি বর্তমানে চালু রয়েছে?

৬.৩ উপকূলীয় ও সামূদ্রিক মৎস্য সম্পদের পরিসংখ্যান কি অধিদপ্তরের ওয়েব সাইটে রয়েছে? আপনি কিভাবে তা ব্যবহার করছেন?

৭. পরিচয় পত্র (পেশা ভিত্তিক)

৭.১ (ক) জেলেরা কিভাবে তাদের জেলে পরিচয়পত্র পেয়ে থাকেন?

(খ) কি ধরনের কোড ব্যবহার করা হয়?

৭.২ ক) উপকূলীয় ও সামূদ্রিক জেলেদের হালনাগাদ তালিকা ও নিবন্ধন প্রনয়ন কার্যক্রম চালু রয়েছে কি?

[কোড: ১= হ্যাঁ, ২= না]

খ) যদি না থাকে তার কারন কি?

……

৮. ক) উপকূলীয় ও সামূদ্রিক জেলেরা আপনার দপ্তরের সাথে কিভাবে সম্পৃক্ত?

……

খ) তাদের দক্ষতা ও সচেতনতা বৃদ্ধির কোন কার্যক্রম কি বর্তমানে চালু রয়েছে?

……

যদি থাকে তা কি ধরনের।

ক)

খ)

গ)

৯ ক) উপকূলীয় ও সামূদ্রিক জেলেরা আপনার দপ্তর থেকে কি কি সহায়তা পেয়ে থাকেন।

ক)

খ)

গ)

খ) ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক জেলেগোষ্ঠীদের জীবনমানের উন্নয়ন কি ঘটছে? যদি ঘটে কিভাবে ঘটছে?

ক)

খ)

১০ প্রকল্পের সবল ও দুর্বল দিকসমূহ (সকল উত্তরদাতাদের জন্য)

১০.১ প্রকল্পের তিনটি ভালো/ সবল দিক সম্পর্কে আপনার মতামত দিন:

১।

২।

৩।

১০.২ প্রকল্পের তিনটি দুর্বল দিক সম্পর্কে আপনার মতামত দিন:

১।

২।

৩।

১১.৩ প্রকল্পটি বাস্তবায়ন ফলে কি ধরনের সুযোগ-সুবিধা সৃষ্টি হয়েছে

তথ্য সংগ্রহকারীর নাম ও স্বাক্ষরঃ----------, মোবাইলঃ---------- তারিখঃ----------

সুপারভাইজারের নাম ও স্বাক্ষরঃ----------, মোবাইলঃ---------- তারিখঃ----------

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়
বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ
পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সেক্টর-৪ শের-ই-বাংলা নগর, ঢাকা-**১২০৭**
'বাংলাদেশ মেরিন ফিশারিজ ক্যাপাসিটি বিল্ডিং (৩য় সংশোধিত)'
প্রকল্পের প্রভাব মূল্যায়ন সমীক্ষা

কোড | | | | | |

ল্যান্ড স্টেশনের নাম: ……, উপজেলা: ……, জেলা:……..

কন্ট্রোল গ্রুপ উপকূলীয় জেলে (যান্ত্রিক/অযান্ত্রিক)

১.০. উত্তরদাতার সাধারণ তথ্যাদি

১.১ তথ্য প্রদানকারীর নামঃ ……

১.২ ক) তথ্য প্রদানকারীর ধরণ [কোড: ১=মালিক, ২=মাঝি, ৩=জেলে. ৪=শ্রমিক]

খ) কোন সাল থেকে বোটে মাছ ধরায় নিয়োজিত আছেন ……

গ) পুর্বে কোথায় কাজ করতেন?……

ঘ) শিক্ষাগত যোগ্যতা: [কোড: ১=অক্ষর জ্ঞান নেই, ২=পঞ্চম শ্রেণির কম, ৩=পঞ্চম শ্রেণি, ৪=অষ্টম শ্রেণি, ৫=এসএসসি, ৬=এইচএসসি, ৭=স্নাতক, ৮=স্নাতকোত্তর, ৮=মাদ্রাসা শিক্ষা, ৯=অন্যান্য----------(উল্লেখ করুন)]

ঙ) বয়স: ……বছর।

১.৩ মোবাইল নং----------আইডি নং……

১.৪ ক) বোটের নাম:……রেজিষ্ট্রেশন নং……বছর……

খ) কোন কোন লেন্ডিং সেন্টার/ঘাটে মাছ নামানো হয়:……

গ) মাছ না ধারার সময় কোথায় নোঙ্গর করা হয়:……

ঘ) এ মালিক বা কোম্পনির নিয়ন্ত্রনে কয়টি বোট রয়েছে?……..টি,

ঙ) বোটের নামসমূহ: ……

১.৫ ক) বোটের স্পেসিফিকেশন

দৈর্ঘ্য:……মিটার, প্রস্থ:……, বোটের ধরন/প্রকার ……

খ) ধৃত মাছের স্টোর ধারন ক্ষমতা: ……

গ) মেশিনের ক্ষমতা:……মেশিন
সংখ্যা:……..

১.৬ ক) চাকুরীর ধরনঃ (√) চিহ্ন ব্যবহার করুন: স্থায়ী/ অস্থায়ী , খ) বেতনভুক্ত/ক্যাচ শেয়ার/উভয়

গ) শেয়ার হলে ধৃত মাছের বা টাকার কত অংশ (%)

……

২ মাছ ধরারর সরঞ্জাম ও মাছ আহরণ

২.১ ক. মাছ ধরার কাজে কি কি জাল ব্যবহৃত হয়?:

……..

খ. ধৃত মাছ কিভাবে সংরক্ষণ করা হয়ে থাকে?:

২.২ কোন কোন স্তরের মাছ কতটা ধরেন (%) ?

(ক) উপরিস্তর……মিটার গভীরতায়, ……..%

(খ) মধ্যস্তর ……মিটার গভীরতায়, ……..%

(গ) তলদেশ……মিটার গভীরতায়, ……..%

(ঘ) বরশী……%

(ঙ) অন্যান্য (যদি থাকে) ……..%

২.৩ ক) প্রধানত কী কী প্রজাতির মাছ বেশি আহরিত হয়? (প্রচলিত বা স্থানীয় নাম % হিসাবে)

(১) নাম: ……; পরিমাণ: ……(বোট প্রতি)

(২) নাম: ……; পরিমাণ: ……(বোট প্রতি)

(৩) নাম: ……; পরিমাণ: ……(বোট প্রতি)

(৪) নাম: ……; পরিমাণ: ……(বোট প্রতি)

(৫) নাম: ……; পরিমাণ: ……(বোট প্রতি)

খ) বিগত ১০ বছরে আপনার বোটে মাছ ধরায় কি কি পরিবর্তণ হয়েছে বলে মনে করেন?

[কোড: ১= নতুন প্রজাতির মাছ ধরা পরছে, ২=মাছের ধরার পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছে, ৩=মাছ ধরার পরিমাণ হ্রাস পেয়েছে, ৪=অপরিবর্তীত রয়েছে]

গ) কি কি নতুন প্রজাতির মাছ ধরা পরছে ……..

ঘ) মাছের ধরার পরিমাণ কতটুকু বৃদ্ধি পেয়েছে ……

ঙ) কি কি পদ্ধতি অনুসরণ করে সামুদ্রিক মাছ বৃদ্ধি করা যায় বলে মনে করেন?

(১) ……., (২) ……, (৩) ……..

২.৪ মাছ আহরন সংক্রান্ত

ক) বর্তমানে প্রতি ট্রিপে কত টন/মন মাছ ধরা পরে? ……

খ) ১০ বছর আগে প্রতি ট্রিপে কত টন/মন মাছ ধরা পরত? ……

গ) পার্থক্যর কারন কি বলে মনে করেন?……

ঘ) প্রতি ক্যাচে মাছের পরিমান কি বৃদ্ধি পেয়েছে? [কোড: ১= হ্যাঁ, ২= না, ৩= জানি না]

ঙ) উত্তর হ্যাঁ হলে, কি কারণে বৃদ্ধি পেয়েছে বলে মনে করেন?

(১) ……, (২) ……., (৩) ……...

৩ সার্বিলেন্স চেক ও চেক পোষ্ট সমন্ধে ধারনা।

৩.১ সার্বিলেন্স চেক পোষ্ট বা মৎস্য অধিদপ্তরে কি কোন তথ্যাদি প্রদান করতে হয়? [কোড: ১= হ্যাঁ, ২= না] ☐

যদি হ্যাঁ হয়, তবে নিমোক্ত তথ্যগুলো প্রদান করুন

(ক) কি কি তথ্য দিতে হয়? ……

(খ) তথ্যসমূহ কি কোন ছকে রাখা হয়? [কোড: ১= হ্যাঁ, ২= না] ☐

(গ) তথ্যসমূহ কোথায় লিপিবদ্ধ রাখা হয়? [কোড: ১=খাতা, ২=কম্পিউটার] ☐

(ঘ) মৎস্য্ অধিদপ্তরের ওয়েভ সাইটে কি এ তথ্যাদি সংরক্ষিত হয়? [কোড: ১= হ্যাঁ, ২= না] ☐

(ঙ) এতে কি কি সুবিধা? ……

(চ) অসুবিধা সমূহ কি কি? ……

৩.২ মাছ ধরার জন্য কি কোন পারমিট নিতে হয়? [কোড: ১= হ্যাঁ, ২= না]

যদি হ্যাঁ হয়, তবে নিমোক্ত তথ্যগুলো প্রদান করুন

ক) কে পারমিট দেন? ……

খ) কয়দিনের জন্য ফিসিং পারমিট দেয়া হয়? [কোড: ১= ১দিন, ২=২-৩ দিন, ৩= ৩-৫ দিন, ৪= ১ সপ্তাহ, ৫= ৭-১০ দিন, ৬= ২ সপ্তাহ, ৭= > ২ সপ্তাহ] ☐

গ) মাছ ধরে ফিরে আসার পর কি কোন তথ্য দিতে হয়? [কোড: ১= হ্যাঁ, ২= না] ☐

তথ্য সংগ্রহকারীর নাম ও স্বাক্ষরঃ----------, মোবাইলঃ---------- তারিখঃ----------

সুপারভাইজারের নাম ও স্বাক্ষরঃ----------, মোবাইলঃ---------- তারিখঃ----------

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়
বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ
পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সেক্টর-৪ শের-ই-বাংলা নগর, ঢাকা-**১২০৭**
'বাংলাদেশ মেরিন ফিশারিজ ক্যাপাসিটি বিল্ডিং (৩য় সংশোধিত)'
প্রকল্পের প্রভাব মূল্যায়ন সমীক্ষা

কোড | | | | | |

ল্যান্ড স্টেশনের নাম: ……, উপজেলা: ……, জেলা:……..

গভীর সমুদ্রের ফিশার ট্রলার ব্যবহারকারী কন্ট্রোল গ্রুপ উত্তরদাতাদের জন্য প্রশ্নাবলী

১.০. উত্তরদাতার সাধারণ তথ্যাদি

১.১ তথ্য প্রদানকারীর নামঃ ……

১.২ ক) তথ্য প্রদানকারীর ধরণ [কোড: ১= মালিক, ২=ম্যনেজার, ৩=ক্যাপ্টেন, ৪=মার্কেটিং, ৫=স্কিপার, ৬=নেট অপারেটর, ৭=শ্রমিক, ৮=অন্যান্য……(উল্লেখ করুন)

খ) শিক্ষাগত যোগ্যতা: [কোড: ১=অক্ষর জ্ঞান নেই, ২=পঞ্চম শ্রেণির কম, ৩=পঞ্চম শ্রেণি, ৪=অষ্টম শ্রেণি, ৫=এসএসসি, ৬=এইচএসসি, ৭=স্নাতক, ৮=স্নাতকোত্তর, ৮=মাদ্রাসা শিক্ষা, ৯=অন্যান্য----------(উল্লেখ করুন)]

গ) বয়স: ……বছর।

ঘ) কোন সাল থেকে বোটে মাছ ধরায় নিয়োজিত আছেন ……

ঙ) পুর্বে কোথায় কাজ করতেন?……

১.৩ মোবাইল নং----------আইডি নং……

১.৪ ক) ট্রলারের নাম:……রেজিষ্ট্রেশন নং……বছর……

খ) কোন কোন লেন্ডিং সেন্টার/ঘাটে মাছ নামানো হয়:……

গ) মাছ না ধারার সময় কোথায় নোঙ্গর করা হয়:……

ঘ) এ মালিক বা কোম্পনির নিয়ন্ত্রনে কয়টি ট্রলার রয়েছে?……..টি,

ঙ) ট্রলারের নামসমূহ: ……

১.৫ ক) ট্রলারের স্পেসিফিকেশন

দৈর্ঘ্য:……মিটার, প্রস্থ:……, ট্রলারের ধরন/প্রকার ……

খ) ধৃত মাছের স্টোর ধারন ক্ষমতা: ……

গ) মেশিনের ক্ষমতা:……মেশিন সংখ্যা:……..

১.৬ ক) চাকুরীর ধরনঃ (√) চিহ্ন ব্যবহার করুন: স্থায়ী/ অস্থায়ী , খ) বেতনভুক্ত/ক্যাচ শেয়ার/উভয়

গ) শেয়ার হলে ধৃত মাছের বা টাকার কত অংশ (%)

……

২ মাছ ধরারর সরঞ্জাম ও মাছ আহরণ

২.১ ক. মাছ ধরার কাজে কি কি জাল ব্যবহৃত হয়?:

……..

খ. মাছ কিভাবে সংরক্ষণ করা হয়ে থাকে?:

২.২ কোন কোন স্তরের মাছ কতটা ধরেন (%) ?

(ক) উপরিস্তর……মিটার গভীরতায়, ……..%

(খ) মধ্যস্তর ……মিটার গভীরতায়, ……..%

(গ) তলদেশ……মিটার গভীরতায়, ……..%

(ঘ) বরশী……%

(ঙ) অন্যান্য (যদি থাকে) ……..%

২.৩ ক) প্রধানত কী কী প্রজাতির মাছ বেশি আহরিত হয়? (প্রচলিত বা স্থানীয় নাম % হিসাবে)

(১) নাম: ……; পরিমাণ: ……(বোট প্রতি)

(২) নাম: ……; পরিমাণ: ……(বোট প্রতি)

(৩) নাম: ……; পরিমাণ: ……(বোট প্রতি)

(৪) নাম: ……; পরিমাণ: ……(বোট প্রতি)

(৫) নাম: ……; পরিমাণ: ……(বোট প্রতি)

খ) বিগত ১০ বছরে আপনার বোটে মাছ ধরায় কি কি পরিবর্তণ হয়েছে বলে মনে করেন?

[কোড: ১= নতুন প্রজাতির মাছ ধরা পরছে, ২=মাছের ধরার পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছে, ৩=মাছ ধরার পরিমাণ হ্রাস পেয়েছে, ৪=অপরিবর্তীত রয়েছে]

গ) কি কি নতুন প্রজাতির মাছ ধরা পরছে ……..

ঘ) মাছের ধরার পরিমাণ কতটুকু বৃদ্ধি পেয়েছে ……

ঙ) কি কি পদ্ধতি অনুসরণ করে সামুদ্রিক মাছ বৃদ্ধি করা যায় বলে মনে করেন?

(১) ……., (২) ……, (৩) ……..

২.৪ মাছ আহরন সংক্রান্ত

ক) বর্তমানে প্রতি ট্রিপে কত টন/মন মাছ ধরা পরে? ……

খ) ১০ বছর আগে প্রতি ট্রিপে কত টন/মন মাছ ধরা পরত? ……

গ) পার্থক্যর কারন কি বলে মনে করেন?……

ঘ) প্রতি ক্যাচে মাছের পরিমান কি বৃদ্ধি পেয়েছে? [কোড: ১= হ্যাঁ, ২= না, ৩= জানি না]

ঙ) উত্তর হ্যাঁ হলে, কি কারণে বৃদ্ধি পেয়েছে বলে মনে করেন?

(১) ……, (২) ……., (৩) ……...

৩ সার্বিলেন্স চেক ও চেক পোষ্ট সমন্ধে ধারনা।

৩.১ সার্বিলেন্স চেক পোষ্ট বা মৎস্য অধিদপ্তরে কি কোন তথ্যাদি প্রদান করতে হয়? [কোড: ১= হ্যাঁ, ২= না] ☐

যদি হ্যাঁ হয়, তবে নিমোক্ত তথ্যগুলো প্রদান করুন

(ক) কি কি তথ্য দিতে হয়? ……

(খ) তথ্যসমূহ কি কোন ছকে রাখা হয়? [কোড: ১= হ্যাঁ, ২= না] ☐

(গ) তথ্যসমূহ কোথায় লিপিবদ্ধ রাখা হয়? [কোড: ১=খাতা, ২=কম্পিউটার] ☐

(ঘ) মৎস্য্ অধিদপ্তরের ওয়েব সাইটে কি এ তথ্যাদি সংরক্ষিত হয়? [কোড: ১= হ্যাঁ, ২= না] ☐

(ঙ) এতে কি কি সুবিধা? ……

(চ) অসুবিধা সমূহ কি কি? ……

৩.২ মাছ ধরার জন্য কি কোন পারমিট নিতে হয়? [কোড: ১= হ্যাঁ, ২= না]

যদি হ্যাঁ হয়, তবে নিমোক্ত তথ্যগুলো প্রদান করুন

ক) কে পারমিট দেন? ……

খ) কয়দিনের জন্য ফিসিং পারমিট দেয়া হয়? [কোড: ১= ১দিন, ২=২-৩ দিন, ৩= ৩-৫ দিন, ৪= ১ সপ্তাহ, ৫= ৭-১০ দিন, ৬= ২ সপ্তাহ, ৭= > ২ সপ্তাহ] ☐

গ) মাছ ধরে ফিরে আসার পর কি কোন তথ্য দিতে হয়? [কোড: ১= হ্যাঁ, ২= না] ☐

তথ্য সংগ্রহকারীর নাম ও স্বাক্ষরঃ----------, মোবাইলঃ---------- তারিখঃ----------

সুপারভাইজারের নাম ও স্বাক্ষরঃ----------, মোবাইলঃ---------- তারিখঃ----------

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়
বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ
পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সেক্টর-৪ শের-ই-বাংলা নগর, ঢাকা-**১২০৭**
'বাংলাদেশ মেরিন ফিশারিজ ক্যাপাসিটি বিল্ডিং (৩য় সংশোধিত)'
প্রকল্পের প্রভাব মূল্যায়ন সমীক্ষা

কোড | | | | | |

ল্যান্ড স্টেশনের নাম: ....., উপজেলা: ....., জেলা:.....

কন্ট্রোল গ্রুপ সামুদ্রিক মৎস্য আড়তদার/ব্যবসায়ীদের জন্য প্রশ্নাবলী

১.০. উত্তরদাতার সাধারণ তথ্যাদি

১.১ তথ্য প্রদানকারীর নামঃ .....

১.২ ক) তথ্য প্রদানকারীর ধরণ [কোড: ১=মালিক, ২=ম্যানেজার, ৩=অংশীদার. ৪=অন্যান্য.....]

খ) কোন সাল থেকে এ পেশায় নিয়োজিত আছেন .....

গ) শিক্ষাগত যোগ্যতা: [কোড: ১=অক্ষর জ্ঞান নেই, ২=পঞ্চম শ্রেণির কম, ৩=পঞ্চম শ্রেণি, ৪=অষ্টম শ্রেণি, ৫=এসএসসি, ৬=এইচএসসি, ৭=স্নাতক, ৮=স্নাতকোত্তর, ৮=মাদ্রাসা শিক্ষা, ৯=অন্যান্য----------(উল্লেখ করুন)]

ঘ) বয়স: .....বছর।

১.৩ মোবাইল নং----------আইডি নং.....

১.৪ ক) আড়ত বা ব্যবসা পতিষ্ঠানের নাম (যদি থাকে):.....

খ) মাসে কত টন মাছের ব্যবসা করেন:.....

১.৫ ক) কত বছর যাবত এ সেন্টার চালু রয়েছে

১.৬ ক) চাকুরীর ধরনঃ (√) চিহ্ন ব্যবহার করুন: স্থায়ী/ অস্থায়ী , খ) বেতনভুক্ত/ক্যাচ শেয়ার/উভয়

গ) শেয়ার হলে ধৃত মাছের বা টাকার কত অংশ (%)
.....

২ মাছ অবতরন ও বিক্রি সংক্রান্ত তথ্যাদি

২.১ ক. প্রতি দিন কত টন/মন মাছ ল্যান্ডিং হয়?

সর্ব্বোচ্চ.....টন/মন, সর্বনিম্ন.....টন/মন

খ. ধৃত মাছ কিভাবে সংরক্ষণ করা হয়ে থাকে?:

২.৩ ক) প্রধানত কী কী প্রজাতির মাছ বেশি অবতরণ করে? (প্রচলিত বা স্থানীয় নাম % হিসাবে)

(১) নাম: .....; পরিমাণ: .....(বোট প্রতি)

(২) নাম: .....; পরিমাণ: .....(বোট প্রতি)

(৩) নাম: .....; পরিমাণ: .....(বোট প্রতি)

(৪) নাম: .....; পরিমাণ: .....(বোট প্রতি)

(৫) নাম: .....; পরিমাণ: .....(বোট প্রতি)

খ) বিগত ১০ বছরে আপনার বোটে মাছ ধরায় কি কি পরিবর্তণ হয়েছে বলে মনে করেন?

[কোড: ১= নতুন প্রজাতির মাছ ধরা পরছে, ২=মাছের ধরার পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছে, ৩=মাছ ধরার পরিমাণ হ্রাস পেয়েছে, ৪=অপরিবর্তীত রয়েছে]

গ) কি কি নতুন প্রজাতির মাছ ধরা পরছে .....

ঘ) মাছের ধরার পরিমাণ কতটুকু বৃদ্ধি পেয়েছে .....

ঙ) কি কি পদ্ধতি অনুসরণ করে সামুদ্রিক মাছ বৃদ্ধি করা যায় বলে মনে করেন?

(১) ....., (২) ....., (৩) .....

৩ ব্যবসার কেন্দ্র ও ব্যবসার লাইসেন্স সংক্রন্ত

৩.১ ক) কোন কোন প্রতিষ্ঠান ব্যবসার কেন্দ্র ও ব্যবসার লাইসেন্স দিয়ে থাকে?

.....

খ) মৎস্য অধিদপ্তর থেকে কি জাতীয় লাইসেন্স বা অনুমতিপত্র নিতে হয়? [কোড: ১= হ্যাঁ, ২= না]

তথ্য সংগ্রহকারীর নাম ও স্বাক্ষরঃ----------, মোবাইলঃ---------- তারিখঃ----------

সুপারভাইজারের নাম ও স্বাক্ষরঃ----------, মোবাইলঃ---------- তারিখঃ----------

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়
বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ
পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সেক্টর-৪ শের-ই-বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭

'বাংলাদেশ মেরিন ফিশারিজ ক্যাপাসিটি বিল্ডিং (৩য় সংশোধিত)'

প্রকল্পের প্রভাব মূল্যায়ন সমীক্ষা

==========

উত্তরদাতার ক্রমিক					

মৎস্য অধিদপ্তরের কন্ট্রোল গ্রুপ কর্মকর্তা/কর্মচারীদের জন্য জরিপ প্রশ্নাবলী

১.০. সাধারণ তথ্যাদি

১.১ কর্মকর্তা/কর্মচারী নামঃ

১.২ পদবীঃ বর্তমান……..
প্রকল্প বাস্তবায়নকালে……

১.৩ ক) দপ্তরের নামঃ খ) অবস্থানঃ
গ) উপজেলাঃ ঘ) জেলাঃ

১.৪ ক) চাকুরীর ধরনঃ স্থায়ী/ অস্থায়ী
খ) অধিদপ্তরে চাকুরীর মেয়াদ (বছর)……
গ) বর্তমান কর্মস্থলে চাকুরীর মেয়াদ (বছর)……..
ঘ) প্রকল্পভুক্ত এলাকায় চাকুরীর মেয়াদ (বছর)……
ঙ) নিয়ন্ত্রনাধীন কর্মকর্তা ও কর্মচারির সংখ্যা……জন ।

১.৫ অধিদপ্তরের পরিচিতি (যদি থাকে) নংঃ……

১.৬ মোবাইল নং----------ই মেইল:……

২.০ উপকূলীয় ও সামুদ্রিক জেলে, নৌ-যান, মাছ ধরার সরঞ্জাম, মাছ আহরণ ও বাজারজাত করণ (নিয়ন্ত্রনাধীন/অধিকারভুক্ত এলাকায়)

২.১ ক. বর্তমান জেলের সংখ্যা……জন, পুরুষ……জন; মহিলা……জন
খ. প্রকল্প শুরুর সময় জেলের সংখ্যা……জন, পুরুষ……জন; মহিলা……জন
(অথবা পূর্ববর্তি প্রকল্প শুরুর কাছাকাছি বছর)

২.২ (ক) যান্ত্রিক নৌ-যান……টি. (খ)অযান্ত্রিক নৌ-যান……টি, (গ) মোট……টি
(ক) নিবন্ধিত……টি, (খ) নিবন্ধনবিহীন……টি

২.৩ বর্তমান মাছ ধরার সরঞ্জাম (যতটুকু তথ্য পওয়া যায়)
(ক) বেড়জাল ……মিটার, ফাঁস (মেস) আকার……সেমি:
(খ) পাতা/ভাসান জাল…… মিটার, ফাঁসরে (মেস) আকার……সেমি:
(গ) বেহুন্দি জাল …… মিটার, ফাঁসরে (মেস) আকার……সেমি: মুখে, …… সেমি: লেজে
(ঘ) পাতা বড়সী …… মিটার

২.৪ প্রকল্প শুরুর সময় নৌ-যানের প্রকার ও সংখ্যা (২০০৭ বা নিকটবর্তি সময়ে)।
(ক) যান্ত্রিক নৌ-যান……টি. (খ) অযান্ত্রিক নৌ-যান……টি (গ) মোট……টি

(ক) নিবন্ধিত.....টি , (খ) নিবন্ধনবিহিন.....টি

২.৫ প্রকল্প শুরুর সময় (২০০৭ বা নিকটবর্তি সময়) মাছ ধরার সরঞ্জাম যা ছিলো (যতটুকু তথ্য পওয়া যায়) ।

(ক) বেড়জাল .....মিটার, ফাঁস (মেস) আকার.....সেমি:

(খ) পাতা/ভাসান জাল..... মিটার, ফাঁসরে (মেস) আকার.....সেমি:

(গ) বেহুন্দি জাল ..... মিটার, ফাঁসরে (মেস) আকার.....সেমি: মুখে, ... সেমি: লেজে

(ঘ) পাতা বড়সী ..... মিটার

(ঙ) অন্যান্য (যদি থাকে) .....

২.৬ জেলেরা কোন কোন স্তরের মাছ কতটা ধরেন (%)?

(ক) উপরিস্তর.....মিটার গভীরতায়, ...%

(খ) মধ্যস্তর .....মিটার গভীরতায়, ...%

(গ) তলদেশ.....মিটার গভীরতায়, ...%

(ঘ) বরশী.....%

(ঙ) অন্যান্য (যদি থাকে) .....%

২.৭ ক) প্রধানত কী কী প্রজাতির মাছ বেশি আহরিত হয়? (প্রচলিত বা স্থানীয় নাম % হিসাবে)

(১) নাম: .....; পরিমাণ: .....(বোট প্রতি)

(২) নাম: .....; পরিমাণ: .....(বোট প্রতি)

(৩) নাম: .....; পরিমাণ: .....(বোট প্রতি)

(৪) নাম: .....; পরিমাণ: .....(বোট প্রতি)

(৫) নাম: .....; পরিমাণ: .....(বোট প্রতি)

খ) বিগত ১০ বছরে আপনার বোটে মাছ ধরায় কি কি পরিবর্তণ হয়েছে বলে মনে করেন?

[কোড: ১= নতুন প্রজাতির মাছ ধরা পরছে, ২=মাছের ধরার পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছে, ৩=মাছ ধরার পরিমাণ হ্রাস পেয়েছে, ৪=অপরিবর্তীত রয়েছে]

গ) কি কি নতুন প্রজাতির মাছ ধরা পরছে .....

ঘ) মাছের ধরার পরিমাণ কতটুকু বৃদ্ধি পেয়েছে .....

ঙ) কি কি পদ্ধতি অনুসরণ করে সামুদ্রিক মাছ বৃদ্ধি করা যায় বলে মনে করেন?

(১) ....., (২) ....., (৩) .....

৫. দক্ষতা বৃদ্ধি

৫.১ ক) আপনি কি কি ধরণের দক্ষতার বৃদ্ধির প্রশিক্ষণ পেয়েছেন?

খ) আপনার কি কি বিষয়ে দক্ষতা বৃদ্ধির প্রয়োজন বলে মনে করেন?

৬ জরীপ কার্যক্রম

৬.১ আপনার এলাকায় প্রকল্পের সহায়তায় উপকূলীয় ও সামূদ্রিক মৎস্য সম্পদের কি কি জরীপ সম্পাদিত হয়েছে এবং তা এখন কিভাবে ব্যবহৃত বা সংরক্ষিত হচ্ছে।

(ক) স্থল ভিত্তিক

(খ) সমূদ্র ভিত্তিক

৬.২ পরিসংখ্যান হালনাগাদ করনের কোন কার্যক্রম কি বর্তমানে চালু রয়েছে?

৬.৩ উপকূলীয় ও সামূদ্রিক মৎস্য সম্পদের পরিসংখ্যান কি অধিদপ্তরের ওয়েব সাইটে রয়েছে? আপনি কিভাবে তা ব্যবহার করছেন?

৭. পরিচয় পত্র (পেশা ভিত্তিক)

৭.১ (ক) জেলেরা কিভাবে তাদের জেলে পরিচয়পত্র পেয়ে থাকেন?

(খ) কি ধরনের কোড ব্যবহার করা হয়?

৭.২ ক) উপকূলীয় ও সামূদ্রিক জেলেদের হালনাগাদ তালিকা ও নিবন্ধন প্রনয়ন কার্যক্রম চালু রয়েছে কি?

[কোড: ১= হ্যাঁ, ২= না]

খ) যদি না থাকে তার কারন কি?

……

৮. ক) উপকূলীয় ও সামূদ্রিক জেলেরা আপনার দপ্তরের সাথে কিভাবে সম্পৃক্ত?

……

খ) তাদের দক্ষতা ও সচেতনতা বৃদ্ধির কোন কার্যক্রম কি বর্তমানে চালু রয়েছে?

……

যদি থাকে তা কি ধরনের।

ক)

খ)

গ)

৯ ক) উপকূলীয় ও সামূদ্রিক জেলেরা আপনার দপ্তর থেকে কি কি সহায়তা পেয়ে থাকেন।

ক)

খ)

গ)

খ) ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক জেলেগোষ্ঠীদের জীবনমানের উন্নয়ন কি ঘটছে? যদি ঘটে কিভাবে ঘটছে?

ক)

খ)

১০ প্রকল্পের সবল ও দুর্বল দিকসমূহ (সকল উত্তরদাতাদের জন্য)

১০.১ প্রকল্পের তিনটি ভালো/ সবল দিক সম্পর্কে আপনার মতামত দিন:

১।

২।

৩।

১০.২ প্রকল্পের তিনটি দুর্বল দিক সম্পর্কে আপনার মতামত দিন:

১।

২।

৩।

১১.৩ প্রকল্পটি বাস্তবায়ন ফলে কি ধরনের সুযোগ-সুবিধা সৃষ্টি হয়েছে

তথ্য সংগ্রহকারীর নাম ও স্বাক্ষরঃ----------, মোবাইলঃ---------- তারিখঃ----------

সুপারভাইজারের নাম ও স্বাক্ষরঃ----------, মোবাইলঃ---------- তারিখঃ----------

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়
বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ
পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সেক্টর-৪ শের-ই-বাংলা নগর, ঢাকা-**১২০৭**
'বাংলাদেশ মেরিন ফিশারিজ ক্যাপাসিটি বিল্ডিং (৩য় সংশোধিত)'
প্রকল্পের প্রভাব মূল্যায়ন সমীক্ষা

কোড | | | | | |

ল্যান্ড স্টেশনের নাম: ……, উপজেলা: ……, জেলা:……..

উপকারভোগী উত্তরদাতাদের জন্য FGD গাইডলাইন

১ মাছ ধরারর সরঞ্জাম ও মাছ আহরণ

১.১ ক. মাছ ধরার কাজে কি কি জাল ব্যবহৃত হয়?:

……..

খ. ধৃত মাছ কিভাবে সংরক্ষণ করা হয়ে থাকে?:

১.২ কোন কোন স্তরের মাছ কতটা ধরেন (%) ?

(ক) উপরিস্তর……মিটার গভীরতায়, ……..%

(খ) মধ্যস্তর ……মিটার গভীরতায়, ……..%

(গ) তলদেশ……মিটার গভীরতায়, ……..%

(ঘ) বরশী……%

(ঙ) অন্যান্য (যদি থাকে) ……..%

১.৩ ক) প্রধানত কী কী প্রজাতির মাছ বেশি আহরিত হয়? (প্রচলিত বা স্থানীয় নাম % হিসাবে)

(১) নাম: ……; পরিমাণ: ……(বোট প্রতি)

(২) নাম: ……; পরিমাণ: ……(বোট প্রতি)

(৩) নাম: ……; পরিমাণ: ……(বোট প্রতি)

(৪) নাম: ……; পরিমাণ: ……(বোট প্রতি)

(৫) নাম: ……; পরিমাণ: ……(বোট প্রতি)

খ) বিগত ১০ বছরে আপনার বোটে মাছ ধরায় কি কি পরিবর্তণ হয়েছে বলে মনে করেন?

……

গ) কি কি নতুন প্রজাতির মাছ ধরা পরছে ……..

ঘ) মাছের ধরার পরিমাণ কতটুকু বৃদ্ধি পেয়েছে ……

ঙ) কি কি পদ্ধতি অনুসরণ করে সামুদ্রিক মাছ বৃদ্ধি করা যায় বলে মনে করেন?

(১) ……., (২) ……, (৩) ……..

১.৪ মাছ আহরন সংক্রান্ত

ক) বর্তমানে প্রতি ট্রিপে কত টন/মন মাছ ধরা পরে? .....

খ) ১০ বছর আগে প্রতি ট্রিপে কত টন/মন মাছ ধরা পরত? .....

গ) পার্থক্যর কারন কি বলে মনে করেন?.....

ঘ) প্রতি ক্যাচে মাছের পরিমান কি বৃদ্ধি পেয়েছে?

ঙ) উত্তর হ্যাঁ হলে, কি কারণে বৃদ্ধি পেয়েছে বলে মনে করেন?

(১) ....., (২) ....., (৩) .....

২ প্রকল্পের ধারণা, উদ্দেশ্য ও কার্যক্রম

২.১ মৎস্য অধিদপ্তর কতৃক বাস্তবায়িত "বাংলাদেশ মেরিন ফিশারিজ ক্যাপাসিটি বিল্ডিং" প্রকল্প সমন্ধে জানিন কি?

২.২ হ্যাঁ হলে, প্রকল্পের উদ্দেশ্য সর্ম্পকে ধারণা আছে কি? (প্রকল্পের সারপত্র-সরবাহকৃত ১০ টি উদ্দেশ্য, গল্প আকারে প্রশ্ন করতে হবে, সরাসরি প্রশ্ন করা যাবে না)

২.২.১ উত্তর হ্যাঁ হলে, প্রকল্পে গৃহীত কার্যক্রম বিষয়ে কি কি জানেন?

.....
.....

২.২.২ সামূদ্রিক মৎস্য সেক্টরের প্রয়োজনীয়তার সাথে প্রকল্পটির প্রাসঙ্গিকতা কেমন ছিলো বলে আপনার ধারনা।

.....

২.২.৩ প্রকল্পের কার্য়ক্রম সামুদ্রিক মৎস্য সেক্টরের উন্নয়নে কতটা কাজে আসছে বলে মনে করেন।

.....

৩ সার্বিলেন্স চেক ও চেক পোষ্ট সমন্ধে ধারনা।

৩.১ সার্বিলেন্স চেক পোষ্ট বা মৎস্য অধিদপ্তরে কি কোন তথ্যাদি প্রদান করতে হয়?

<u>যদি হ্যাঁ হয়, তবে নিমোক্ত তথ্যগুলো প্রদান করুন</u>

(ক) কি কি তথ্য দিতে হয়? .....

(খ) এতে কি কি সুবিধা? .....

(গ) অসুবিধা সমূহ কি কি? .....

৩.২ মাছ ধরার জন্য কি কোন পারমিট নিতে হয়?

<u>যদি হ্যাঁ হয়, তবে নিমোক্ত তথ্যগুলো প্রদান করুন</u>

ক) কে পারমিট দেন? .....

খ) কয়দিনের জন্য ফিসিং পারমিট দেয়া হয়?

গ) মাছ ধরে ফিরে আসার পর কি কোন তথ্য দিতে হয়?

৫. দক্ষতা বৃদ্ধি

৫.১ প্রকল্পের আওতায় কি ধরণের সচেতনতামূলক কার্যক্রম হাতে নেওয়া হয়েছিল

৫.২ ক) আপনাদের দক্ষতা বৃদ্ধিতে কি কোন প্রশিক্ষণ কার্যক্রম গ্রহন করা হয়েছিলো?

খ) কোন কোন বিষয়ে দক্ষতা বৃদ্ধি হয়েছে বলে মনে করেন?

……

গ) প্রকল্প থেকে কি কি প্রশিক্ষনের ব্যবস্থা করা হয়েছিলো?

……..

ঘ) বর্তমানে জেলেদের কি ধরণের প্রশিক্ষণের প্রয়োজন আছে বলে মনে করেন উল্লেখ করুন:

……

৬ জরীপ কার্যক্রম

৬.১ উপকূলীয় ও সামূদ্রিক মৎস্য সম্পদের পরিসংখ্যান কি অধিদপ্তরের ওয়েব সাইটে রয়েছে?

আপনি কিভাবে তা ব্যবহার করছেন?

……

৭ সামূদ্রিক মৎস্য আইন বিষয়ক

ক) কি কি আইন প্রচলিত রয়েছে?

……

খ) এর বাস্তবায়ন কতটা সফল বলে মনে করেন?

……

গ) আইনের কি কোন পরিবর্তণ করা প্রয়োজন?

……

ঘ) কেন বা নয় কেন?

……

৮ প্রকল্পের সবল ও দুর্বল দিকসমূহ (সকল উত্তরদাতাদের জন্য)

৮.১ প্রকল্পের তিনটি ভালো/ সবল দিক সম্পর্কে আপনার মতামত দিন:

১।

২।

৩।

৮.২ প্রকল্পের তিনটি দুর্বল দিক সম্পর্কে আপনার মতামত দিন:

১।

২।

৩।

৮.৩ প্রকল্পটি বাস্তবায়ন ফলে কি ধরনের সুযোগ-সুবিধা সৃষ্টি হয়েছে

এফজিডি-তে অংশগ্রহণকারীদের তালিকা

স্থান:---------- **তারিখ: ----------**

ক্রমিক নং	অংশগ্রহণকারীর নাম	পেশা	মোবাইল	স্বাক্ষর
১				
২				
৩				
৪				
৫				
৬				
৭				
৮				
৯				
১০				

(বি.দ্র. এফজিডির একটি ছবি নিন)

আলোচনা পরিচালনাকারী:

স্বাক্ষরঃ

মোবাইলঃ

প্রকল্প সংশ্লিষ্ট মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তাদের জন্য KII চেকলিস্ট

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়
বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ
পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সেক্টর-৪ শের-ই-বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭

'বাংলাদেশ মেরিন ফিশারিজ ক্যাপাসিটি বিল্ডিং (৩য় সংশোধিত)'

প্রকল্পের প্রভাব মূল্যায়ন সমীক্ষা

প্রকল্প সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের জন্য কি ইনফরমেন্ট ইন্টারভিউ (KII) চেকলিস্ট

(দপ্তর, বিভাগ, জেলা ও উপজেলার জন্য)

১.০ উত্তরদাতার ব্যক্তিগত তথ্যাদিঃ

১.১. উত্তরদাতার নামঃ

১.২. পদবীঃ

১.৩. অফিস ঠিকানাঃ

১.৪. উপজেলাঃ ১.৫. জেলাঃ ১.৬. মোবাইল নংঃ

ক) প্রকল্পের ধারণা, পরিকল্পনা ও উদ্দেশ্য

- সেক্টরের প্রয়োজনীয়তার সাথে প্রকল্পটির প্রাসঙ্গিকতা কেমন ছিলো বলে আপনার ধারনা।

- কম্পোনেন্ট অনুসারে প্রকল্পের যে সকল কাজ আপনার দফতর কতৃক সম্পাদন করার কথা তা কতটা সম্পদন হয়েছে বলে মনে করেন? প্রকল্পের কার্য্যক্রম মৎস্য সেকন্টরের উন্নয়নে কতটা কাজে আসছে বলে মনে করেন।

- আরডিপিপি অনুসারে প্রকল্পের উদ্দেশ্য সর্ম্পকে ধারণা;

- প্রকল্পটি গ্রহণে কোন সমীক্ষা করা হয়েছিল কিনা এবং যথাযথভাবে স্টেকহোল্ডার এনালাইসিস করে চাহিদা নিরূপণ করা হয়েছিল কিনা? প্রকল্পটির সাম্ভব্যতা সমীক্ষা (Feasibility study) করা হয়েছিল কিনা?

- ডিপিপি-তে যেভাবে প্রকল্পের লক্ষ্য স্থির করা ছিল তা কি সেভাবে অর্জিত হয়েছিল? না হলে কারণ কি?

- ডিপিপি প্রণয়নে কোন ক্রুটি-বিচ্যুতি ছিল কিনা?

- প্রকল্পটি সংশোধনের কারণ কি কি ছিল?

- প্রকল্পটি ১২ বছরে সমাপ্ত হওয়ায় অভীষ্ট আউটকাম অর্জনে দীর্ঘ বিলম্বের কি কি প্রভাব পড়েছে?

- প্রকল্পের মাধ্যমে উপকারভোগী কিসের ভিত্তিতে চিহ্নিত করেছিলেন?

- প্রকল্প বাস্তবায়নের সময় আপনি কি কোন সমস্যার সম্মুখীন হয়েছিলেন? কিভাবে এই সমস্যাগুলোর সমাধান করেছিলেন?

- ডিপিপি'র নির্দেশনা ও অনুমোদিত স্পেসিফিকেশনের সাথে বাস্তব কাজের মিল ছিল কি? যদি না হয়, তবে কি কি বিষয়ে মিল ছিল না এবং মিল না থাকার কারণ কি?

- প্রকল্পটি আরো ভাল ও গুণগতভাবে বাস্তবায়িত করার জন্য কি কি উদ্যোগ নেওয়া দরকার ছিল অথচ নিতে পারেন নি বলে আপনি মনে করেন?

- প্রকল্প বাস্তবায়নে আপনাকে কি কোন আর্থিক ও ব্যবস্থাপনা সম্পর্কিত সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়েছে কি?

- প্রকল্পের লক্ষ্য অর্জনে বরাদ্দকৃত অর্থ যথেষ্ট ছিল কি?

- প্রকল্পের কাজ সঠিকভাবে সম্পন্ন করার জন্য জনবল যথেষ্ট ছিল কি? কিভাবে জনবল নিয়োগ প্রদান করা হয়েছিল?

- প্রকল্পের মাধ্যমে গৃহীত কার্যক্রমসমূহের টেকসইকরণ করার লক্ষ্যে ডিপিপিতে কি কোন সুনির্দিষ্ট এক্সিট প্লান (Exit plan) ছিল? যদি না হয়, প্রকল্পের মাধ্যমে গৃহীত কার্যক্রমসমূহের টেকসইকরণ করার লক্ষ্যে কি কি পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিলেন?

- প্রকল্পের কাজগুলো সঠিকভাবে বাস্তবায়ন করার লক্ষ্যে প্রকল্পের আওতায় কি অতিরিক্ত জনবল নিয়োগ দেওয়া হয়েছিল? যদি হ্যাঁ হয়, তবে নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করুন: (যেমন: শিক্ষাগত যোগ্যতা, কতটি পদ ছিল, কতজন নিয়োগ পেয়েছে, অর্গানোগ্রাম, বেতন, পদবী, সময়কাল, দ্বায়িত্ব):

- প্রকল্পের মাধ্যমে কতজন উপকারভোগী প্রশিক্ষণ পেয়েছেন? ন প্রশিক্ষণগুলো কতটুকু সহায়ক ছিল?

- প্রকল্পের মধ্যবর্তী মূল্যায়ন হয়েছিল কি? হ্যাঁ হলে, মধ্যবর্তী মূল্যায়নে কি কি সুপারিশ প্রদান করা হয়েছিল? সুপারিশের বিপরীতে প্রকল্প থেকে কি ধরণের পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছিল?

- সামুদ্রিক মৎস্য সম্পদের তদারকি ও ব্যবস্থাপনায় প্রকল্পটির অবদান ও বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে আপনার মতামত প্রদান করুন:

খ) প্রকল্পের অংগ ভিত্তিক কার্যক্রম

- উত্তরদাতার এলাকায় প্রকল্পের অংগভিত্তিক মূল কার্যক্রমগুলো কি কি ছিলো?

- আপনার দপ্তর প্রকল্প থেকে কী কী সহায়তা পেয়েছেন এবং তা এখন কিভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে?

- কোন ধরনের জেলেদের সক্ষতা ও সচেতনতা বৃদ্ধিতে কাজ হয়েছে।

- মৎস্য অধিদপ্তরের দক্ষতা বৃদ্ধিতে কি ছে কি কার্যক্রম গ্রহন করা হয়েছিলো এবং কোন কোন বিষয়ে দক্ষতা বৃদ্ধি হয়েছে বলে মনে করেন।

- প্রকল্পের সহায়তায় উপকূলীয় ও সামূদ্রিক মৎস্য সম্পদের কি কি জরীপ সমআদিত হয়েছে এবং তা এখন কিভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে। পরিসখ্যান হালনাগাদ করনের কোন কার্যক্রম কি বর্তমানে চালু রয়েছে?

- উপকূলীয় ও সামূদ্রিক জেলেরা আনার সাথে কিভাবে সমপৃক্ত। তাদের দক্ষতা ও সচেতনতা বৃদ্ধির কোন কার্যক্রম কি বর্তমানে চালু রয়েছে? যদি থাকে তা কি ধরনের।

- উপকূলীয় ও সামূদ্রিক জেলেদের হালনাগাদ তালিকা ও নিবন্ধন প্রনয়ন কার্যক্রম চালু রয়েছে কি? যদি না থাকে তার কারন।

- উপকূলীয় ও সামূদ্রিক জেলেরা আপনার দপ্তর থেকে কি কি সহায়তা পেয়ে থাকেন।

- ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীদের কিভাবে জীবনমানের উন্নয়ন ঘটছে?

গ) জাহাজ, জলযান ও যানবাহন পরিচালনা ও রক্ষনাবেক্ষণ

- প্রকল্প থেকে আপনার দপ্তরে কি কি জলযান ও যানবাহন সরবারহ করা হয়েছে?
- এগুলো কি বর্তমানে চালু রয়েছে? চালু থাকলে এগুরলা কি কি কাজে ব্যবহৃত হয়ে থাকে?
- জাহাজ, জলযান ও যানবাহন পরিচালনা ও রক্ষনাবেক্ষণ এর প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দ কি পাওয়া যায়। কোন কাত থেকে বরাদ্দ দেয়া হয়।
- জাহাজ, জলযান ও যানবাহন পরিচালনা ও রক্ষনাবেক্ষণ আরো ভালোভাবে করার জন্য কোন পরামর্শ থাকলে বলুন।

ঘ) জাল ও নৌকার জরিপ ও তথ্য ব্যংক

- প্রকল্পের ছক মোতাবেক জাল ও নৌকার জরিপ ও তথ্য ব্যংক এর কোন কোন অংশ আপনার দপ্তর থেকে করা হয়েছে।
- এ সমস্থ তথ্য কি ভাবে সংগ্রহ করা হয়েছে এবং বর্তমানে সংরক্ষন করা হয়েছে?
- তথ্যসমূহ কি হালনাগাদ করা হচ্ছে? হালনাগাদ করা না হলে কি কারনে করা হচ্ছে না ?
- এ বিষয়ে কি কোন ডাটা বেস রয়েছে? থাকলে এর ম্যনেজমেনট কিভাবে করা হচ্ছে?
- এ বিষয়ে আপনার কোন সুপারিশ বা পরামর্শ থাকলে বলুন।

ঙ) জেলেদের সচেতনতা সৃষ্টি করা

- পকেল্পের ছক মোতাবেক জেলেদের সচেতনতা সৃষ্টির জন্য আপনার দপ্তর থেকে কি কি কার্য্যক্রম গ্রহন করা হয়েছিলো? এখনো কি কার্যক্রম চালু রয়েছে?
- কার্যক্রম পরিচালনায় জেলেদের কেমন সারা পাওয়া গিয়েছিলো?
- তারা কতটা সচেতন হয়েছে কিভাবে মূল্যায়ন করবেণ?
- প্রশিক্ষণ ও সচেতনতার জন্য মৎস্য অধিদপ্তর কি আরো কোন কার্যক্রম ধারাবাহিকভাবে পরিচালনা করছে? যদি করে থাকে তবে কি কি?
- জেলেদের সচেতনতা সৃষ্টি করার জন্য পুস্তিকা, লিফটে, ক্যলেন্ডার, ছবির এ্যালবাম তৈরী ও বিতরন করা হয়েছে? আপনার দপ্তরে কি কোন নমূনা সংরক্ষিত আছে? থাকলে প্রদর্শন করুন।
- জেলেদের সচেতনতা সৃষ্টি করার জন্য আপনার কি কোন পরামর্শ আছে? থকলে বিশদ বলুন।
- জেলেরা কি এ বিষয়ে আগ্রহী?

চ) তথ্য বিশ্লেষনের জন্য সফটওয়্যার উন্নয়ন

- প্রকল্প থেকে তথ্য বিশ্লেষনের জন্য সফটওয়্যার উন্নয়ন বিষয়ে কি আপনার কোন ধারনা রয়েছে। থাকলে ব্যখ্যা করুন।
- ক্ষুদ্র ও বানিজ্যিক মৎস্য সম্পদের তথ্য বিশ্লেষণসহ সকল জরিপ, সমীক্ষা, তথ্য বিশ্লেষণের লক্ষ্যে তৈরিকৃত সফটওয়্যারটি কতটুকু কার্যকরি এবং এই সফটওয়্যারটির ব্যবহারকারী কারা?
- আপনার দপ্তরের কম্পিউটার কি উক্ত সফটায়্যার ব্যবহারে উপযেগী।
- এ বিষয়ে কোন পরামর্শ ও সুপারিশ থাকলে বলুন।

ছ) সামূদ্রিক দূষন রোধ ও পরিবেশগত নিরুপন

- প্রকল্পের পক্ষ থেকে সামূদ্রিক দূষন রোধ ও পরিবেশগত নিরুপন বিষয়ে কি কোন কার্যক্রম পরিচালিত হয়েছে?
- স্থানীয় জনগন ও জেলেরা কি সামূদ্রিক দূষন রোধ ও পরিবেশগত বিষয় সর্ম্পকে কি জানেন? এ বিষয়ে আপনার পরামর্শ ও মতামত কি?
- পরিবেশ সুরক্ষায় প্রকল্প থেকে কি ধরণের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছিল? কার্যক্রমসমূহ পরিবেশ সুরক্ষায় কতটুকু কার্যকর ছিল?
- ভবিষ্যতে সমজাতীয় প্রকল্পে পরিবেশ সুরক্ষার বিষয়টি বিবেচনা করে আরও কি কি কার্যক্রম অন্তর্ভূক্ত করা উচিত?

জ) গবেষনা অব্যহত রাখা

- প্রকল্পের ছক মোতাবেক কি জরিপ কার্য্ পরিচালিত হয়েছে? কোন কোন অংগে অপূর্ণতা রয়েছে। এ কাজে নিয়োজিত লোকবল কি রয়েছে।
- গবেষণার ফলাফল উল্লেখ করুন?
- আপনার দপ্তর থেকে কি কি গবেষনা অব্যাহত রয়েছে যা প্রকল্প সহায়য়তায় চালু করা হয়েছিলো।
- গবেষনা ও জরীপ পরিচালনায় অন্য কোন উৎস্য বা প্রতিষ্ঠান থেকে কি কোন সহায়তা পাচ্ছেন? কি ধরনের সহায়তা পাচ্ছেন।
- গবেষনা ও জরিপ কার্য্ পরিচালনার আপনার মতামত ও সুপারিশ কি কি?

ঝ) সামুদ্রিক মৎস্য সম্পদ আহরন নিয়ন্ত্রন

- সামূদ্রিক মৎস্য সংরক্ষ বাস্তবায়নে প্রকল্প থেকে কি কি কার্যক্রম গ্রহন করা হয়েছিলো? কার্যক্রমসমূহ কতটা ফলদায়ক ছিলো? বর্তমানে কি কি কার্যক্রম পরিচালিত রয়েছে?

- সর্ব্বোচ্চ সামূদ্রিক মাছের আহরণ মাত্রা নিরুপনে প্রকল্প থেকে কি কি কার্যক্রম গ্রহন করা হয়েছিলো? কার্যক্রমসমূহ কতটা ফলদায়ক ছিলো? বর্তমানে কি কি কার্যক্রম পরিচালিত রয়েছে?

- সামুদ্রিক মৎস্য সম্পদ আহরন নিয়ন্ত্রন বিষয়ে আপনার পরামর্শ ও সুপারিশসমূহ কি কি?

ঞ) নৌজানের গতিবিধি পর্যবেক্ষনের জন্য VTMS মনিটরিং

- নৌজানের গতিবিধি পর্যবেক্ষনের জন্য মনিটরিং সিসটেম (VTMS) কি চালু করা হয়েছিলো? যদি হয়ে থাকে তবে এর বর্তমান অবস্থা কি?

- এ সিষ্টেমের বাস্তবায়ন সামূদ্রিক মৎস্য সেক্টরে কি ধরনের অবদান রাখতে পারে?

- যদি চালু না করা হয়ে থাকে তবে তার কারন সমূহ কি কি?

- নৌজানের গতিবিধি পর্যবেক্ষনের জন্য মনিটরিং সিসটেম (VTMS) চালু করা ও চালু রাখার বিষয়ে আপনার পরামর্শ ও সুপারিশসমূহ কি কি?

ট) জনবল পদায়ন

- আপনার দফ্তরে প্রকল্পের ছকে বর্নিত জনবল কি নিয়োগ দেয়া হয়েছে? জনবলের বর্তমান অবস্থা বিষয়ে কিছু বলুন।

- আপনার দপ্তরে পকল্প নিয়েজিত কোন কোন পদ র্বর্তমানে শুন্য রয়েছে? পুরনের সম্ভাবনা রয়েছে কি?

- জনবল পদায়ন বিষয়ে আপনার পরামর্শ ও সুপারিশসমূহ কি কি?

ঠ) বাংলাদেশ মেরিন ফিশারিজ ক্যাপাসিটি বিল্ডিং (৩য় সংশোধিত) বিষয় মতামত।

- প্রকল্পের কোন কোন অংগের কার্যক্রম সফল ও ফরদায়ক বলে মনে করেন?

- সফলতার কারনসমূহ কি কি?

- প্রকল্পের কোন কোন অংগের কার্যক্রম ফলপ্রসু হয় নাই বলে মনে করেন?

- ফলপ্রসু না হবার কারনসমূহ কি কি?

২.১০.১ প্রকল্পে কোন প্রকার অডিট হয়েছিল কি? হ্যাঁ হলে, কত বার হয়েছিল? কোন প্রকার অডিট আপত্তি ছিল কি? হ্যাঁ হলে, সেগুলো কিভাবে সমাধান করা হয়েছিল? (শুধুমাত্র প্রকল্প পরিচালকের জন্য)

২.১০.২ অডিট সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য (শুধুমাত্র প্রকল্প পরিচালকের জন্য)

অডিট সম্পন্নের সময়কাল	অডিট সম্পন্নকারী সংস্থা	প্রধান প্রধান আপত্তি	গৃহীত পদক্ষেপ

২.১১. পিআইসি ও পিএসসি সভার তারিখ? সভায় গৃহিত সিদ্ধান্ত এবং সিদ্ধান্তের বিপরীতে গৃহীত পদক্ষেপসমূহ (শুধুমাত্র প্রকল্প পরিচালকের জন্য)

সভার তারিখ	গৃহিত সিদ্ধান্ত	গৃহীত পদক্ষেপ
পিআইসি		
পিএসসি		

২.১২ প্রকল্পের পরিবীক্ষণ, নিবিড় পরিবীক্ষণ ও সমাপ্তি মূল্যায়ন প্রতিবেদন যথার্থ ছিল কিনা এবং সে সকল প্রতিবেদনের সুপারিশ বাস্তবায়ন হয়েছিল কি? না হলে তার কারণ কি ছিল?

২.১৩ প্রকল্পের ফলাফলসমূহ টেকসইকরণ হয়েছে কি? না হলে তার কারণসমূহ কি কি? টেকসইকরণ পরিকল্পনা প্রণয়ন ও সমজাতীয় প্রকল্প বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে এ প্রকল্প থেকে অর্জিত শিক্ষার ব্যবহার সম্পর্কে আপনার মতামত প্রদান করুন:

২.১৪ দেশের বিশাল সামুদ্রিক ও উপকূলীয় সম্পদের সঠিক পরিমাণ নিরূপণ, মৎস্য ক্ষেত্র চিহ্নিতকরণ, সম্পদের সুষ্ঠু বণ্টন ও জৈবিক ব্যবস্থাপনা নিশ্চিতকরণ, অতি আহরণ বন্ধসহ জেলেদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন ও কাঙ্খিত উৎপাদন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে প্রকল্পটি অবদান উল্লেখ করুন:

২.১৫ প্রকল্পটির প্রকৃত অর্জন ও মৎস্য অধিদপ্তরের সক্ষমতা কতটুকু বৃদ্ধি পেয়েছে?

ড) SWOT বিশ্লেষণ

১. প্রকল্পের তিনটি সবল দিক উল্লেখ করুন:

২. প্রকল্পের তিনটি দুর্বল দিক উল্লেখ করুন:

৩. প্রকল্পের কারণে সৃষ্ট তিনটি ঝুঁকি উল্লেখ করুন:

৪. প্রকল্প বাস্তবায়নের কারণে সৃষ্ট তিনটি সুযোগ সম্পর্কে বলুন:

সহযোগিতার জন্য আপনাকে ধন্যবাদ

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়
বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ
পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সেক্টর-৬
শের-বাংলা নগর, ঢাকা ১২০৭

"দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে ব্যাপক প্রযুক্তি নির্ভর সমন্বিত সম্পদ ব্যবস্থাপনা (২য় পর্যায়) (২য় সংশোধিত)" শীর্ষক সমাপ্ত প্রকল্পের প্রভাব মূল্যায়ন সমীক্ষা

পিপিএ-২০০৬/পিপিআর-২০০৮ অনুযায়ী পণ্য/সেবা ক্রয় সংক্রান্ত তথ্যাবলি

প্যাকেজ নং-

১	মন্ত্রণালয়/ বিভাগ	:	
২	বাস্তবায়নকারী সংস্থা	:	
৩	প্রকল্পের নাম	:	
৪	ক্রয়পরিকল্পনা ছিল কি? ডিপিপিতে প্যাকেজটি ছিল কি? বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা করা হয়েছিল কি?		
৫	দরপত্র অনুযায়ী কাজের বর্ণনা:	:	
৬	দরপত্র বিক্রয়ের শেষ তারিখ ও সময়	:	
৭	দরপত্র গ্রহণের শেষ তারিখ ও সময়	:	
৮	প্রাপ্ত মোট দরপত্রের সংখ্যা	:	
৯	দরপত্র খোলার তারিখ ও সময়	:	
১০	রেসপনসিভ দরপত্রের সংখ্যা	:	
১১	নন রেসপনসিভ দরপত্রের সংখ্যা	:	
১২	দরপত্র মূল্যায়ন কমিটির সভার ফরম্যাট	:	
১৩	অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	:	
১৪	Notification of Award প্রদানের তারিখ	:	
১৫	মোট চুক্তি মূল্য	:	
১৬	চুক্তি স্বাক্ষরের তারিখ	:	
১৭	কার্যাদেশ প্রদানের তারিখ	:	
১৮	কার্যাদেশ অনুযায়ী কাজ শুরুর তারিখ	:	

১৯	সময় বৃদ্ধি থাকলে, কতদিনের এবং কি কারণে	:	
২০	কার্যাদেশ অনুযায়ী কাজ সমাপ্তির তারিখ; গুণগত মানের ক্ষেত্রে কোন বিচ্যুতি ঘটেছিল? হয়ে থাকলে কেন ?	:	
২১	চূড়ান্ত বিল জমাদানের তারিখ ও বিলের পরিমাণ	:	
২২	চূড়ান্ত বিল পরিশোধের তারিখ ও পরিমাণ	:	
২৩	ক্রয়ের ক্ষেত্রে সরকারি ক্রয়নীতিমালা অনুসরণ করা হয়েছিল কিনা	:	
২৪	না হলে কেন হয়নি?	:	
২৫	দরপত্রে উল্লেখিত মূল্য অপেক্ষা অধিক ব্যয় হয়েছিল কিনা ?	:	
২৬	হয়ে থাকলে কেন ?	:	

আলোচনা পরিচালনাকারী:

স্বাক্ষরঃ

মোবাইলঃ

‘বাংলাদেশ মেরিন ফিশারিজ ক্যাপাসিটি বিল্ডিং (৩য় সংশোধিত)’

প্রকল্পের প্রভাব মূল্যায়ন সমীক্ষার জন্য পরামর্শক প্রতিষ্ঠানের কার্যপরিধি (Terms of References)

পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সেক্টর-৬
বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ
পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়।

প্রকল্পের সংক্ষিপ্ত বিবরণ ও সমীক্ষার উদ্দেশ্য

০১.	**প্রকল্পের নাম**	:	বাংলাদেশ মেরিন ফিশারিজ ক্যাপাসিটি বিল্ডিং (৩য় সংশোধিত)			
০২.	**উদ্যোগী মন্ত্রণালয়/ বিভাগ**	:	মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়			
০৩.	**বাস্তবায়নকারী সংস্থা**	:	মৎস্য অধিদপ্তর			
০৪.	**প্রকল্প এলাকা**	:	বিভাগ	জেলা	উপজেলা	সিটি কর্পোরেশন/ পৌরসভা
			০৩টি	১৪টি	৪৯টি	-

(কোটি টাকায়)

০৫.	**প্রাক্কলিত ব্যয়**	:	মূল	সংশোধন
	মোট	:	১১৯.৪৭	১৭০.২৩
	জিওবি	:	৪৫.৫৭	৮৫.৪০
	প্রকল্প সাহায্য	:	৭৩.৯০	৮৪.৮৩

০৬. বাস্তবায়নকাল:

মূল	জুলাই, ২০০৭ হতে জুন, ২০১২
সংশোধিত (১ম)	জুলাই, ২০০৭ হতে জুন, ২০১৩
সংশোধিত (২য়)	জুলাই, ২০০৭ হতে জুন, ২০১৭
সংশোধিত (৩য়)	জুলাই, ২০০৭ হতে জুন, ২০১৯

০৭. **প্রকল্পের পটভূমিঃ** বাংলাদেশের সমুদ্রে একান্ত অর্থনৈতিক অঞ্চলে সামুদ্রিক মাছের বিশাল সম্ভাবনা রয়েছে। কিন্তু সমুদ্রের এ সমস্ত সম্ভাবনা এমনকি আমাদের মাছ ধরার অঞ্চলগুলোকে সুনির্দিষ্টভাবে চিহ্নিত করতে না পারার কারণে বাণিজ্যিকভাবে মৎস্য আহরণ করা সম্ভব হচ্ছে না। সমুদ্র সীমায় অপরিকাল্পিত ও অসম মৎস্য আহরণের ফলে ইতোমধ্যেই কিছু কিছু মাছ ও চিংড়ি প্রজাতির পরমাণ একেবারেই কমে এসেছে। এতে করে সামুদ্রিক ও উপকূলীয় জেলেদের আর্থ-সামাজিক অবস্থা ক্রমান্বয়ে দরিদ্র থেকে দরিদ্রতর হচ্ছে। ইতোপূর্বে আমাদের সামুদ্রিক মৎস্য সম্পদের ওপর তেমন কোন পরিপূর্ণ সমীক্ষা পরিচালিত হয়নি। যার ফলে কোন কোন প্রজাতির ক্ষেত্রে অতিমাত্রায় আহরণ হচ্ছে এবং কিছু কিছু ক্ষেত্রে স্বল্প মাত্রায় মৎস্য আহরণ হচ্ছে। তাছাড়া উপকূল ও সমুদ্র সীমার মাছ ধরার নৌকা, ট্রলার ইত্যাদির কোন সঠিক পরিসংখ্যান বা তাদের বিজ্ঞানভিত্তিক ব্যবস্থাপনা গড়ে উঠেনি। দেশের বিশাল সামুদ্রিক ও উপকূলীয় সম্পদের সঠিক পরিমাণ নিরুপণ, মৎস্য ক্ষেত্রে চিহ্নিতকরণ, সম্পদের সুষ্ঠু ও জৈবিক ব্যবস্থাপনা নিশ্চিতকরণ, অতি আহরণ বন্ধসহ জেলেদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন এবং কাঙ্খিত উৎপাদন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে এ প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়।

০৮. **প্রকল্পের উদ্দেশ্য :**

- আর্টিসেনাল ফিশারিজ এর ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে মোহনা ও উপকূলীয় জলাশয়ের বর্তমান মজুদ ও সর্বোচ্চ সহনীয় আহরণের পরিমাণ নিরূপণ;
- সামুদ্রিক মৎস্য সম্পদের টেকসই ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে উপরের স্তর ও তলদেশের মৎস্য সম্পদের স্থিতি এবং সর্বোচ্চ মাত্রা নিরূপণ;
- বিভিন্ন ধরনের জাল ও নৌকার জরিপ পরিচালনা করা এবং তথ্য ব্যাংক স্থাপন;
- সামুদ্রিক মৎস্য সম্পদের সংরক্ষণ, সুষ্ঠু ব্যবহার ও টেকসই ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে জেলেদের মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টি করা;
- ক্ষুদ্র ও বাণিজ্যিক মৎস্য সম্পদের তথ্য বিশ্লেষণসহ সকল জরীপ, সমীক্ষা, তথ্য বিশ্লেষণ এর লক্ষ্যে সফটওয়্যার উন্নয়ন;
- বিভিন্ন উৎসের মাধ্যমে দূষণের ফলে সামুদ্রিক মৎস্য সম্পদের উপর পরিবেশগত প্রভাব নিরূপণ করা;
- সামুদ্রিক ও উপকূলীয় মৎস্য সম্পদের পরিমাণ নিরূপণ ও ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে মৎস্য অধিদপ্তরের দক্ষতা বৃদ্ধি করা;

- পরিবর্তনশীল সামুদ্রিক ও উপকূলীয় মৎস্য সম্পদের নিয়ন্ত্রিত আহরণ নির্ধারণের উদ্দেশ্যে একটি Catch Assessment কর্মসূচির উন্নয়ন করা;
- সামুদ্রিক সম্পদের তদারকি ও ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে Monitoring, Control and Surveillance (MCS) কার্যক্রমের উন্নয়ন করা;
- বঙ্গোপসাগরের সামুদ্রিক এবং উপকূলীয় সম্পদের একটি পরিপূর্ণ প্রতিবেদন তৈরি করা।

০৯. প্রকল্পের প্রধান প্রধান কার্যক্রম:

- গবেষণা ও জরিপ জাহাজ ক্রয় যা দ্বারা ডিমারসাল ও প্যালাজিক সার্ভে এবং প্রয়োজনীয় গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করা;
- ল্যান্ড বেজড সার্ভে, ডিমারসাল সার্ভে ও প্যালাজিক সার্ভে কার্যক্রম পরিচালনা করা;
- জরিপ সরঞ্জাম ও যন্ত্রপাতি ক্রয়;
- Monitoring, Control and Surveillance (MCS) এবং Vessel Tracking Monitoring System (VTMS) স্থাপন
- মৎস্য অধিদপ্তরের কর্মকর্তা/কর্মচারীগণের প্রশিক্ষণ এবং প্রয়োজনীয় কর্মশালা;
- প্রজেক্ট ফাইন্যান্সিয়াল অডিট;
- Monitoring, Control and Surveillance (MCS) নিমিত্ত ডাটাবেজ তৈরি;
- মৎস্য ভবনে Disaster Recovery Site স্থাপন ও উপকূলীয় জেলা-উপজেলার সাথে নেটওয়ার্ক গড়ে তোলা;
- পূর্ব পতেঙ্গাস্থ মেরিন ফিশারিজ সার্ভিল্যান্স চেক পোস্ট ও ভিটিএমএস স্থাপনের লক্ষ্যে অফিস ভবন, প্রকল্পের ফিল্ড অফিস এবং মেরিন ফিশারিজ সার্ভিল্যান্স চেক পোস্ট এর প্রশিক্ষণ ভবন সংস্কার ও মেরামত;
- পল্টুন নির্মাণ।

১০। বছর ভিত্তিক সংস্থান, বরাদ্দ, অবমুক্তি ও আর্থিক ব্যয়ঃ

(লক্ষ টাকায়)

অর্থ বছর	এডিপি/সংশোধিত এডিপি বরাদ্দ			অবমুক্তি (টাকা)	ব্যয়		
	মোট	টাকা	প্রঃসাঃ		মোট	টাকা	প্রঃসাঃ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
২০০৭-২০০৮	৯৭.০০	৯৭.০০	-	৭৫.৫৮	৭৫.৫৮	৭৫.৫৮	-
২০০৮-২০০৯	২৪১.০০	২০১.০০	৪০.০০	১২৩.৫৩	১৬৩.৫১	১২৩.৫৩	৩৯.৯৮
২০০৯-২০১০	২৬৪.০০	১৩১.০০	১৩৩.০০	১২৩.১৯	১৪২.৭৯	১২৩.১৯	১৯.৬০
২০১০-২০১১	১২৯.০০	১০৪.০০	২৫.০০	১০৩.২৫	১৩৩.৬৮	১০৩.২৫	৩০.৪৩
২০১১-২০১২	২২৯.০০	১১৪.০০	১১৫.০০	১১৩.৭৮	২০৭.৯১	১১৩.৭৮	৯৪.১৩
২০১২-২০১৩	২১২.০০	১৬০.০০	৫২.০০	১৫৯.৯৩	২৩৪.৮২	১৫৯.৯৩	৭৪.৮৯
২০১৩-২০১৪	১৮৫০.০০	২৫০.০০	১৬০০.০০	২৪৯.৯৯	১৮৫৩.৯৪	২৪৯.৯৯	১৬০৩.৯৫
২০১৪-২০১৫	৩৯৯৭.০০	৯৯৭.০০	৩০০০.০০	৫৯৬.৯৭	৪৭২৮.৮৫	৫৯৬.৯৭	৪১৩১.৮৮
২০১৫-২০১৬	২০৯৫.০০	৫৯৫.০০	১৫০০.০০	৫৩৩.৯৮	২০১২.৪০	৫৩৩.৯৮	১৪৭৮.৪২
২০১৬-২০১৭	১০০০.০০	৭০০.০০	৩০০.০০	৬৮৩.৮৩	১৩৩২.৪২	৬৮৩.৮৩	৬৪৮.৫৯
২০১৭-২০১৮	২০৪৯.০০	১৯২৯.০০	১২০.০০	১৭৭৬.১৯	১৮৮৭.৫৭	১৭৭৬.১৯	১১১.৩৮
২০১৮-২০১৯	১৫৭৮.০০	১৫৪০.০০	৩৮.০০	১৫০৮.১৯	১৫৫৮.০৭	১৫০৮.১৯	৪৯.৮৮
মোট	**১৩৭৪১.০০**	**৬৮১৮.০০**	**৬৯২৩.০০**	**৬০৪৮.৪১**	**১৪৩৩১.৫৪**	**৬০৪৮.৪১**	**৮২৮৩.১৩**

১১. প্রভাব মূল্যায়ন সমীক্ষার উদ্দেশ্য:

- প্রকল্পের সাইট পরিদর্শনপূর্বক মাঠ পর্যায় হতে সংগৃহীত তথ্য বিশ্লেষণ করে প্রকল্পের সার্বিক চিত্র তুলে ধরা;
- প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জনের অবস্থা যাযাই করা;
- প্রকল্পের মাধ্যমে অর্জিত ফলাফল টেকসই করার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় দিকনির্দেশনা প্রদান করা;

- প্রকল্পটি বাস্তবায়নের ফলে সুফলভোগীদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার কী পরিবর্তন হয়েছে তা নিরূপন করা।

কার্যপরিধি

১২. পরামর্শক প্রতিষ্ঠানের দায়িত্ব:

১২.১ প্রকল্পের আওতাভুক্ত ন্যূনতম ৫০% সাইট পরিদর্শন করতে হবে ;

১২.২ প্রকল্প সম্পর্কিত মৌলিক তথ্য যেমন প্রকল্পের অনুমোদন পর্যায়, পটভূমি, উদ্দেশ্য, বাস্তবায়নকাল, প্রাক্কলিত ব্যয়, অর্থায়নের উৎস, এক্সিট প্ল্যান ইত্যাদি তথ্য পর্যালোচনা করতে হবে এবং প্রকল্পের সার্বিক ও অঙ্গভিত্তিক অগ্রগতি বিশ্লেষণ করে সারণি ও লেখচিত্রের মাধ্যমে তা উপস্থাপন করতে হবে;

১২.৩ প্রকল্প বাস্তবায়নে বিভিন্ন সমস্যা যথা প্রকল্প ব্যবস্থাপনায় অদক্ষতা, অপর্যাপ্ত এডিপি বরাদ্দ,অর্থছাড়ে জটিলতা বিলম্ব অথবা অপর্যাপ্ত অর্থছাড়, বিলম্বে বিল পরিশোধ, প্রকল্পের ক্রয়কাজে বিলম্ব, প্রকল্প বাস্তবায়নে বাধাঁ, প্রকল্পের ব্যয় ও মেয়াদ বৃদ্ধি, ডিপিপি সংশোধন প্রভৃতি বিষয় (যদি পরিলক্ষিত হয়) পর্যালোচনা করতে হবে;

১২.৪ ডিপিপি ও লগ ফ্রেমের আলোকে output, outcome ও impact পর্যায়ের অর্জন পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ;

১২.৫ ক্রয় কাজে বিদ্যমান আইন ও বিধি (পিপিএ-২০০৬ এবং পিপিআর-২০০৮) অনুসরণ করা হয়েছে কিনা তা পরীক্ষা করতে হবে এবং ডেলিগেশন অব ফাইন্যান্সিয়াল পাওয়ার অনুযায়ী যথাযথভাবে ক্রয় কার্যক্রমের অনুমোদন গ্রহণ করা হয়েছে কিনা তা পর্যালোচনা করতে হবে;

১২.৬ প্রকল্পের আওতায় সৃষ্ট সুবিধাদি (পণ্য, অবকাঠামো ও সেবা) পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য প্রয়োজনীয় জনবরসহ আনুষঙ্গিক বিষয় পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ;

১২.৭ প্রকল্পের আওতায় সংগৃহীত বিভিন্ন পণ্য, কার্য ও সেবা সংশ্লিষ্ট ক্রয়চুক্তিতে নির্ধারিত specification/BOQ/ToR, গুণগত মান, পরিমাণ অনুযায়ী প্রয়োজনীয় পরিবীক্ষণ/যাচাইয়ের মাধ্যমে সংগ্রহ করা হয়েছে কি না সে বিষয়ে পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ;

১২.৮ প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জনের লক্ষ্যে যথাযথ কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়েছে কি না সে বিষয়সহ প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জনের অবস্থা পর্যালোচনা করতে হবে;

১২.৯ প্রকল্পের কার্যক্রম বাস্তবায়নের ফলে প্রকল্পের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অনুযায়ী কি পরিবর্তন হয়েছে তা বিভিন্ন জাতীয়/স্থানীয় তথ্য (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) এবং বেজলাইন সার্ভের (যদি থাকে) আলোকে তুলনামূলক পর্যালোচনা করা;

১২.১০ প্রকল্পের BCR ও IRR অর্জন পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ;

১২.১১ উপকারভোগী এবং অংশীজনদের উপর জরিপ পরিচালনা করতে হবে এবং জরিপে প্রাপ্ত মতামত বিশ্লেষণ করতে হবে;

১২.১২ প্রকল্প সমাপ্তির পর সৃষ্ট সুবিধাদি টেকসই (sustainable) হয়েছে কিনা সে বিষয়ে পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ এবং প্রকল্পের মাধ্যমে সৃষ্ট সুবিধাদি টেকসই করার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় দিকনির্দেশনা প্রদান

১২.১৩ প্রকল্পের আওতায় বাস্তবায়িত কার্যক্রম, বাস্তবায়ন পদ্ধতি, সৃষ্ট সুবিধাদি, সৃষ্ট সুবিধাদি টেকসই বিষয়ক ও সৃষ্ট সুবিধাদি পরিচালনা ইত্যাদির SWOT Analysis;

১২.১৪ উল্লিখিত পর্যালোচনার ভিত্তিতে সার্বিক পর্যবেক্ষণ;

১২.১৫ প্রয়োজনীয় সুপারিশ প্রণয়ন এবং

১২.১৬ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্ধারিত অন্যান্য বিষয়াবলী।

১৩. আলোচ্য প্রকল্পের প্রভাব মূল্যায়নের জন্য প্রয়োজনীয় যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা:

ক্রমিক	পেশাদারিত্বের ধরন	শিক্ষাগত যোগ্যতা	অভিজ্ঞতা

১.	পরামর্শক প্রতিষ্ঠান	--	কমপক্ষে ০৩ বছরের অভিজ্ঞতা
২.	পরামর্শক প্রতিষ্ঠানের সদস্য		
	ক) টিম লিডার (সামুদ্রিক মৎস্য ব্যবস্থাপনা বিশেষজ্ঞ)	স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হতে স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হতে মৎস্য/মৎস্য ব্যবস্থাপনা/মৎস্য প্রযুক্তি বিষয়ে ন্যূনতম স্নাতকোত্তর ডিগ্রি। সংশ্লিষ্ট বিষয়ে পিএইচডি ডিগ্রিধারীদের অগ্রাধিকার দেয়া হবে।	• টিম লিডার হিসেবে পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন কাজে অন্তত ০১টি গবেষণা; • প্রভাব মূল্যায়ন কাজে ০৩ বছরের অভিজ্ঞতা; • সামুদ্রিক মৎস্য সম্পদ ব্যবস্থাপনায় ন্যূনতম ১০ বছরের অভিজ্ঞতা; • সরকারি ক্রয় কাজের প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ ও সম্যক ধারণা।
	খ) আর্থ-সামাজিক বিশেষজ্ঞ	কোন স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হতে সমাজবিজ্ঞান,সমাজকর্ম, সমাজকল্যান, অর্থনীতি, কৃষি অর্থনীতি বিষয়ে সম্মান ও স্নানকোত্তর ডিগ্রি। পিএইচডি ডিগ্রিধারিকে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে।	• সমাজতত্ববিদ/সমাজকর্মী/অর্থনীতি বিদ হিসেবে ০৫ বছর কাজের অভিজ্ঞতা; • প্রভাব মূল্যায়ন কাজে ০৩ বছরের অভিজ্ঞতা।
	গ) পরিবেশবিদ	কোন স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হতে পরিবেশ বিজ্ঞান/মৃত্তিকা ও পরিবেশ বিজ্ঞান/সংশ্লিষ্ট বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি।	• জলযান চলাচলের ফলে পরিবেশের উপর প্রভাব সম্পর্কিত কাজে ০৫ বছরের অভিজ্ঞতা; • প্রভাব মূল্যায়ন কাজে ০৩ বছরের অভিজ্ঞতা।
	ঘ) পরিসংখ্যানবিদ	কোন স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হতে পরিসংখ্যান/ফলিত পরিসংখ্যান/সংশ্লিষ্ট বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি।	• তথ্য ব্যবস্থাপনা ও বিশ্লেষণে ০৫ বছরের অভিজ্ঞতা; • প্রভাব মূল্যায়ন কাজে ০৩ বছরের অভিজ্ঞতা।

১৪.প্রতিবেদনের তালিকা, জমাদান ও অন্যান্য:

ক্রমিক	প্রতিবেদনের ধরণ ও সংখ্যা	জমাদানের সময়সীমা
১	প্রারম্ভিক প্রতিবেদন (TC এর জন্য ২০ কপি এবং SC এর জন্য ২০ কপি)	চুক্তি স্বাক্ষরের ১৫ দিনের মধ্যে
২	১ম খসড়া প্রতিবেদন (TC এর জন্য ২০ কপি এবং SC এর জন্য ২০ কপি)	চুক্তি স্বাক্ষরের ৬০ দিনের মধ্যে
৩	২য় খসড়া প্রতিবেদন (জাতীয় কর্মশালার জন্য ৮০ কপি)	চুক্তি স্বাক্ষরের ৯০ দিনের মধ্যে
৪	চূড়ান্ত প্রতিবেদন (বাংলা ৪০ কপি এবং ইংরেজি ২০ কপি)	চুক্তি স্বাক্ষরের ১২০ দিনের মধ্যে

- TC= Technical Committee এবং SC= Steering Committee

- পরমর্শক প্রতিষ্ঠান সকল প্রতিবেদন আইএমইডির পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সেক্টর-৬ এর মহাপরিচালকের নিকট জমা প্রদান করবে;

১৫. ক্লায়েন্ট কর্তৃক প্রদেয় সহযোগিতা:

ক) ক্লায়েন্ট কর্তৃক শুধু নিচের তথ্য/দলিল (প্রাপ্যতা সাপেক্ষে) সরবরাহকরণ-

* উন্নয়ন প্রকল্প প্রস্তাব বা ডিপিপি;
* প্রকল্প পরিবীক্ষণ প্রতিবেদন;
* পিসিআর।

খ) প্রকল্প কর্তৃপক্ষের সাথে যোগাযোগে সহাযোগিতা প্রদান।

এমআরআই এসোসিয়েটস
মান্নান সরোবর, ২৬/৩, পুরানা পল্টন লাইন, ঢাকা-১০০০
ইমেইলঃ mirzas003@gmail.com, ওয়েবসাইটঃ www.mri.bd.com